

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী দৃষ্টিকোণ : ব্যবসা ও সুদ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আব্দুল সালাম

রোলঃ 23090110160

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী দৃষ্টিকোণ : ব্যবসা ও সুদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আব্দুল সালাম

রোলঃ 23090110160

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলামী দৃষ্টিকোণ : ব্যবসা ও সুদ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আব্দুল সালাম, আইডিঃ 23090110160 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামী দৃষ্টিকোণ : ব্যবসা ও সুদ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

আব্দুল সালাম

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

আব্দুল সালাম

আইডিঃ 23090110160

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা:.....	5
সূদের ভূমিকা (পশ্চিমা দৃষ্টিতে):.....	13
গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রাসঙ্গিকতা:	14
ব্যবসার গুরুত্ব ও ইসলামে হালাল উপার্জনের মর্যাদা:	20
হালাল ব্যবসা ও হারাম ব্যবসার পার্থক্য:.....	23
ইসলামী দৃষ্টিতে বিনিময় অপরিহার্য:.....	66
ঝুঁকির তিন ধরন (ফিকহ অনুযায়ী)	69
সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ:.....	80
সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ:.....	83
বরকতের উৎস ও শর্ত:.....	95
সমাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টি:.....	98
ব্যবসা ও উদ্যোক্তাদের ভূমিকা:.....	99
ব্যবসায় নৈতিকতা:	104
সুদভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক ব্যবস্থা:.....	110
ইসলামিক ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স মডেল (Islamic Banking & Finance Model):....	115
ব্যবসায়িক নৈতিকতা ও শরিয়াহ সম্মত লেনদেন:.....	127

ভূমিকা:

প্রথমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি যিনি দয়া করে এই অধম বান্দা কে “ ইসলামী দৃষ্টিকোণ : ব্যবসা ও সূদ” সম্পর্কে অধ্যয়ন করা এবং সংক্ষিপ্তকারে থিসিস লিখার তাওফিক দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

বিষয়টি নির্বাচন করার মূল কারন হলো সমাজে ইসলামী অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং সূদমুক্ত ব্যবসার আদর্শ প্রচার করা। ইসলাম শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতার নাম নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা; তাই অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এর দিকনির্দেশনা সর্বোত্তম ও ভারসাম্যপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বে ব্যবসা ও অর্থনীতি মানবজীবনের অন্যতম ভিত্তি। সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রায় সব ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতির বেশিরভাগ কাঠামোই সূদভিত্তিক (Interest-based) ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে, একদিকে ব্যবসা সমাজে উন্নয়নের মাধ্যম হলেও, অন্যদিকে সূদ হয়ে উঠেছে অন্যায় ও শোষণের উৎস।

ইসলাম এই দুই ধারণাকে পরিষ্কারভাবে পৃথক করেছে। ইসলাম ব্যবসাকে হালাল ও বরকতময় ঘোষণা করেছে, আর সূদকে হারাম ও ধ্বংসাত্মক বলে নিন্দা করেছে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে করেছেন হারাম।" (১)

বর্তমান যুগে অর্থনীতি এমনভাবে সূদনির্ভর হয়ে গেছে যে, একজন সাধারণ মানুষও অজান্তে সূদের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না — যেমন ব্যাংকিং, বীমা, ঋণ, এমনকি বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও। ইসলাম যেহেতু ন্যায়, সাম্য ও কল্যাণের ধর্ম; তাই ইসলামী অর্থনীতিতে সূদমুক্ত আর্থিক ব্যবস্থার বিকল্প খোঁজা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র।

মাওলানা মুহাম্মদ তাকি উসমানী বলেন —

“সূদ শুধু ব্যক্তিগত অন্যায় নয়, এটি সামাজিক অপরাধ। এর মাধ্যমে সম্পদের প্রবাহ ধনীদেব হাতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং গরিব শ্রেণি চিরদিন শোষিত থাকে।”(২)

২. তাকি উসমানী, Introduction to Islamic Finance, 2002

অতএব, বর্তমান বাস্তবতায় ব্যবসা ও সুদের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা কেবল একাডেমিক গবেষণার বিষয় নয়; বরং এটি সমাজে ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত।

এই কারণে আমি “ইসলামী দৃষ্টিকোণ: ব্যবসা ও সুদ” শীর্ষক বিষয়টি গবেষণার জন্য নির্বাচন করেছি

যাতে নিম্নলিখিত লক্ষ্য অর্জন করা যায়:

১. ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসা ও সুদের মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট করা।
২. কুরআন ও হাদীসের আলোকে সুদের নিষেধাজ্ঞার কারণ ব্যাখ্যা করা।
৩. আধুনিক সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষতিকর প্রভাব বিশ্লেষণ করা।
৪. ইসলামী বিকল্প ব্যবস্থা (যেমন মুদারাবা, মুশারাকা, কারজে হাসান ইত্যাদি) উপস্থাপন করা।
৫. মুসলমানদের জন্য বাস্তব জীবনে হালাল উপার্জনের পথ ও নীতিমালা নির্দেশ করা।

আধুনিক অর্থনীতির মূল কাঠামো :

আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতি মূলত পুঁজিবাদী (Capitalist) কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে লাভ (Profit) অর্জনই প্রধান উদ্দেশ্য। এই ব্যবস্থার দুটি মুখ্য স্তম্ভ হলো ,

১. ব্যবসা ও উৎপাদন (Trade and Industry)

২. সুদভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Interest-based Financial System)

এই দুইয়ের সমন্বয়ে বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতি পরিচালিত হচ্ছে। তবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সুদভিত্তিক অর্থনীতি শিরক ও অন্যায়ের দিকে নিয়ে যায়, আর ব্যবসা বৈধ ও বরকতময় মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। ব্যবসা (Trade or Commerce) মানবসমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষের চাহিদা সীমাহীন, কিন্তু সম্পদ সীমিত এই বাস্তবতার কারণে মানুষ পরস্পরের প্রয়োজন পূরণে বাণিজ্যের পথ বেছে নিয়েছে। আধুনিক অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো ব্যবসা, যা উৎপাদন, বণ্টন, ও ভোগ এই তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে। বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ব্যবসা শুধু পণ্য ও সেবার বিনিময় নয়, বরং এটি চাকরি সৃষ্টি, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সামাজিক অগ্রগতির মূল উৎস হিসেবে কাজ করে। যেমন :

১. জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে ব্যবসা:

একটি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো টিকিয়ে রাখার সবচেয়ে বড় অবলম্বন হলো ব্যবসা-বাণিজ্য উৎপাদিত পণ্য বা সেবা বাজারে বিক্রির মাধ্যমে রাষ্ট্র রাজস্ব আয় করে, নতুন শিল্প স্থাপিত হয়, এবং জনগণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে ব্যবসা খাত (যেমন পোশাক শিল্প, কৃষি পণ্য রপ্তানি, পাইকারি-বিক্রয়, আমদানি ইত্যাদি) জাতীয় মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) প্রায় ৩০%-এরও বেশি অবদান রাখে।

অর্থাৎ, ব্যবসা অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র।

২. কর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়নে ব্যবসার ভূমিকা:

আধুনিক অর্থনীতিতে ব্যবসা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে।

ব্যবসা খাত চাই সেটা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হোক বা বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান অসংখ্য মানুষের জীবিকার উৎস।

একজন ব্যবসায়ী শুধু নিজেরই নয়, বরং অন্যদেরও জীবিকা প্রদান করে।

হযরত হাকীম ইবন হিয়াম (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেছেন,
حَكِيمٌ بَنَ حَرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّئَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত লেনদেন বাতিল করার অধিকার রাখে। যদি তারা সত্য কথা বলে এবং লেনদেনের বাস্তব অবস্থা পরিষ্কার করে বলে, তবে তাদের ব্যবসায় বরকত হবে। আর যদি মিথ্যা বলে এবং কিছু গোপন করে, তবে তাদের ব্যবসার বরকত নষ্ট হয়ে যাবে।” (৩)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, সৎ ব্যবসা শুধু অর্থনৈতিক নয় বরং সামাজিক কল্যাণেরও মাধ্যম।

৩. প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে ব্যবসার প্রভাব:

বর্তমান যুগকে বলা হয় প্রযুক্তির যুগ। ব্যবসা হলো সেই মাধ্যম, যার দ্বারা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন বাস্তবে রূপ পায়। উদাহরণস্বরূপ:

ই-কমার্স ও অনলাইন ট্রেডিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বাজারের গতি আন্তর্জাতিক হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ব্লকচেইন, ও ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবসার কার্যকারিতা বহুগুণ বাড়িয়েছে। স্টার্টআপ কোম্পানিগুলো নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে কোটি মানুষের জীবন সহজ

করছে। তবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রযুক্তি ব্যবহারও হালাল ও হারামের সীমার মধ্যে থাকতে হবে, যাতে অন্যায়, প্রতারণা ও সুদের আশ্রয় না নেওয়া হয়।

৪. রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ও বৈদেশিক বাণিজ্য:

একটি রাষ্ট্রের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য রপ্তানি করলে দেশ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে এবং অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আসে।

৩. সহিহ বুখারী, হাদীস: ২১১০; কিতাবুল বায়', باب الصدق في البيع

উদাহরণ: বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, তুরস্ক—এই দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হলো বৈদেশিক বাণিজ্য। ইসলাম ও বৈধ বৈদেশিক ব্যবসাকে উৎসাহিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

و تَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“তুমি দেখো না, আল্লাহ কেমনভাবে জাহাজগুলোকে সমুদ্রের বুকে চালনা করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ খোঁজো।”(৪)

এই আয়াত বাণিজ্যিক ভ্রমণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবসার বৈধতা ও গুরুত্ব নির্দেশ করে।

৫. সমাজে ন্যায়ভিত্তিক সম্পদ বণ্টনে ব্যবসার ভূমিকা:

একটি সুস্থ ব্যবসা সমাজে সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিশ্চিত করে। ব্যবসার মাধ্যমে গরিব শ্রেণি কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়, রাষ্ট্র কর আদায় করে, এবং ধনী শ্রেণি বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনীতি চালনা করে। কিন্তু যদি ব্যবসা সূদ, প্রতারণা বা অন্যায় লেনদেনের উপর দাঁড়ায়, তবে সেই ব্যবসা সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে। এজন্যই ইসলাম ব্যবসাকে হালাল ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার নির্দেশ দিয়েছে।

৬. আধুনিক ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসার গুরুত্ব:

আধুনিক ইসলামী অর্থনীতির গবেষকগণ ব্যবসাকে “অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের মাধ্যম” হিসেবে দেখেছেন। মুফতি তাকি উসমানী, প্রমুখ অর্থনীতিবিদ বলেন,

“ইসলামী ব্যবসা সমাজে সম্পদকে ঘূর্ণায়মান রাখে, যেখানে কেউ শোষিত হয় না, আবার কারো সম্পদ অকারণে জমে থাকে না।”(৫)

ইসলামী ব্যবসার মূল নীতিমালা হলো,

১. পরিশ্রম ও ঝুঁকি ভাগাভাগি।
২. বাস্তব সম্পদের বিনিময়।
৩. সুদ ও জুয়া থেকে দূরে থাকা।
৪. সততা ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে লেনদেন।

৪.সূরা ফাতির: ১২

৫.উসমানী, An Introduction to Islamic Finance, 2002

এই নীতিগুলোর প্রয়োগই আধুনিক সমাজে টেকসই অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারে।

আধুনিক অর্থনীতিতে ব্যবসার ভূমিকা:

ব্যবসা হলো আধুনিক অর্থনীতির চালিকাশক্তি।জাতিসংঘের মতে, বৈশ্বিক জিডিপির প্রায় ৭০% আসে ব্যবসা ও বাণিজ্য থেকে।(৬)

***ব্যবসার ভূমিকা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:**

(ক) উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:

ব্যবসা শিল্প ও উৎপাদনের মাধ্যমে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে বৈশ্বিক কর্মসংস্থানের প্রায় ৬৫% এসেছে বেসরকারি ব্যবসা খাত থেকে। (৭)

(খ) অর্থের প্রবাহ ও সামাজিক সমৃদ্ধি:

ব্যবসা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থের সঞ্চালন ঘটায়। ফলে বাজার সক্রিয় থাকে এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি উপকৃত হয়।

(গ) প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন প্রসার:

আধুনিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিনিয়োগ করে, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

(ঘ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিশ্বায়ন:

বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশ-দেশান্তরের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে বিশ্ব অর্থনীতি পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। (৮)

৬.UNCTAD, World Investment Report 2023

৭.World Bank, World Development Indicators 2022

৮.WTO Report, Trade and Development 2021

ব্যবসার গুরুত্ব ও ইসলামে বাণিজ্যের মর্যাদা:

ইসলাম ব্যবসাকে একটি সম্মানজনক পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিজেও বাণিজ্যের সাথে জড়িত ছিলেন। হাদীসে এসেছে, আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " النَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবীগণ, সিদ্দীকগণ (অত্যন্ত সত্যবাদী) এবং শহীদদের সঙ্গে জান্নাতে থাকবে” (৯)

ব্যবসা শুধুমাত্র লাভের জন্য নয়; বরং সমাজে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের মাধ্যমও বটে। ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসার মূলনীতি হচ্ছে সততা, স্বচ্ছতা, ন্যায্যবিচার ও পারস্পরিক সম্মতি।

ইসলামে ব্যবসার নৈতিক নীতিমালা:

১. সততা ও বিশ্বস্ততা:

ব্যবসায় সত্যবাদিতা ও আমানতদারি ইসলামের মূল ভিত্তি।

২. প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি পরিহার:

রাসূল ﷺ বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا
فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ " مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ " . قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ .
قَالَ " أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي " .

৯.জামে‘ আত-তিরমিযী, হাদীস: ১২০৯

“আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতরাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন খাদ্যের এক স্তুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি হাত ঢুকিয়ে দেখলেন, ভেতরের অংশ ভেজা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “হে খাদ্যের মালিক! এটা কী?”লোকটি বলল, “হে আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টির কারণে ভিজে গেছে।”নবী ﷺ বললেন, “তুমি কি এটা উপরে রাখলে না, যাতে মানুষ দেখতে পারে?” তারপর তিনি বললেন, “যে প্রতারণা করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।” (১০)

৩. ন্যায্য পরিমাপ ও ওজন:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝

“মাপে পূর্ণ মাত্রায় দাও আর যারা মাপে কম দেয় তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না” (১১)

৪. হারাম দ্রব্যের বেচাকেনা নিষিদ্ধ:

যেমন: মদ, শূকর, মৃত প্রাণী ইত্যাদি।

৫. পারস্পরিক সম্মতি:

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“ হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; তবে পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে বাণিজ্য বৈধ।” (১২)

আধুনিক সমাজে সূদের ব্যাপকতা:

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় সূদভিত্তিক অর্থনীতি সর্বত্র বিস্তৃত। ব্যাংক, বীমা, বিনিয়োগ, ঋণদান সবখানেই সূদের ছোঁয়া রয়েছে। মুসলমানদের অর্থনৈতিক জীবনও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। অনেক সময় অজ্ঞতা বা প্রয়োজনের তাগিদে মুসলমানরাও সূদভিত্তিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, যা ইসলামী দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিন্দনীয়। আধুনিক অর্থনীতিতে সূদকে অর্থনীতির “জীবনীশক্তি” বলা হলেও, ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে সূদ সমাজের নৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করে, সম্পদের ন্যায্য বণ্টন ব্যাহত করে এবং গরিব-ধনীর মধ্যে বৈষম্য বাড়ায়। এ কারণে ইসলামী চিন্তাবিদগণ সর্বদা সূদমুক্ত অর্থনীতি গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

আধুনিক অর্থনীতিতে সূদের ভূমিকা:

সূদ বা Interest আধুনিক ব্যাংকিং ও আর্থিক ব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থান করছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সূদের উপর নির্ভর করে টাকা ধার দেয় ও সঞ্চয়কারীদের লাভ প্রদান করে। তবে ইসলামী দৃষ্টিতে এটি ন্যায়ের পরিপন্থী।

সূদের ভূমিকা (পশ্চিমা দৃষ্টিতে):

(ক) মূলধন প্রবাহে সহায়ক ভূমিকা:

অর্থনীতিতে ঋণ বা ক্রেডিটের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে পারে। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি আসে। (১৩)

(খ) মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার:

কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ সুদের হার পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন: যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ (FED) বা বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (BB)।

(গ) সঞ্চয়ের প্রণোদনা:

সূদের হার বৃদ্ধিতে মানুষ ব্যাংকে সঞ্চয় রাখে, যা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে সহায়তা করে।

১০. সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০২

১১. সূরা আশ-শু'আরা: ১৮১

১২. সূরা আন-নিসা: ২৯

১৩. Ref: Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, Economics, 20th Edition

গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রাসঙ্গিকতা:

ইসলামী অর্থনীতি একটি বিশেষজ্ঞ ক্ষেত্র, যা ব্যবসা ও আর্থিক লেনদেনের নৈতিক ও ধর্মীয় দিকগুলো বিশ্লেষণ করে। এই থিসিসের মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যবসা ও সুদ সংক্রান্ত ইসলামের নীতি, বিধান ও আধুনিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করা। আধুনিক সমাজে অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদ সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এটি নিষিদ্ধ। তাই ইসলামী বিধান অনুযায়ী ব্যবসা ও সুদের সীমারেখা চিহ্নিত করা এবং এর বাস্তবায়নের উপায় আলোচনা করা এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

1. ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবসা ও সুদ বিশ্লেষণ:

ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসাকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কার্যকলাপ হিসেবে দেখা হয়। আল-কুরআন ও সহিহ হাদিসে ব্যবসায়ীদের নৈতিক ও ধার্মিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। এই গবেষণায় মূল উদ্দেশ্য হলো সুদের নিষিদ্ধতা ও ব্যবসার নৈতিকতার দিকগুলো বিশ্লেষণ করা এবং তা আধুনিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে তুলনা করা।

2. সুদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও এর গুরুত্ব:

আধুনিক সমাজে সুদবিহীন ব্যবসায়িক ব্যবস্থা কেমনভাবে কাজ করতে পারে তা বিশ্লেষণ করা। ইসলামী অর্থনীতি সুদবিহীন ব্যাংকিং ও আর্থিক লেনদেনের গুরুত্ব তুলে ধরে। এই গবেষণায় সুদবিহীন লেনদেনের কাঠামো, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হবে।

3. সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী বিধানের প্রাসঙ্গিকতা:

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সুদের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত ঋণ, ব্যবসায়িক লোন এবং অর্থনৈতিক নীতিমালার ক্ষেত্রে সুদের প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখানো হবে কিভাবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ অনুসারে এটি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করা যায়।

4. সাধারণ জনগণ এবং ব্যবসায়ীদের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান:

এই গবেষণার মাধ্যমে সাধারণ ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থীদের জন্য সুদবিহীন ব্যবসা ও আর্থিক লেনদেনের ব্যবহারিক নির্দেশনা প্রদান করা হবে। ইসলামী অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, নীতি ও নৈতিক দায়িত্ব চিহ্নিত করা হবে।

গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা:

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুদের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যক্তিগত ঋণ, ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক লোন এবং ব্যবসায়িক লেনদেনে সুদ অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে। এর ফলে অর্থনৈতিক দুর্বলতা, ঋণগ্রস্ত সমাজ এবং সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সুদবিহীন ব্যবসা ও লেনদেনের গুরুত্ব অপরিসীম।

1. নৈতিক ও ধার্মিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিকতা:

ইসলামী বিধান অনুসারে সুদ নেওয়া বা দেওয়া হারাম। তাই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সুদের প্রভাব ও এর পরিণতি আলোচনা করা এই গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা নির্দেশ করে।

2. আধুনিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা:

আধুনিক সমাজে ব্যবসা ও অর্থনীতিতে যে ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে, তার সমাধান সুদবিহীন অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সম্ভব। গবেষণার ফলাফল সরকারের নীতি, ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক আচরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

3. শিক্ষা ও নৈতিকতার সংমিশ্রণ:

শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি শিক্ষণীয় দিকও বহন করে, যেখানে ব্যবসায়িক দক্ষতা ও ইসলামী নৈতিকতার সংমিশ্রণ ঘটানো যায়। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল শিক্ষার্থীদের ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।

4. গবেষণার সামাজিক প্রভাব:

সুদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ঋণগ্রস্ততা কমানো, সামাজিক বৈষম্য হ্রাস এবং নৈতিক ব্যবসায়িক আচরণের উন্নয়ন এই গবেষণার মাধ্যমে সম্ভব।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবসা ও সুদ সম্পর্কিত নীতি শুধু ধর্মীয় দিকেই নয়, বরং আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, নৈতিকতা এবং সামাজিক কল্যাণের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক সমাজে সুদের ব্যাপকতা:

সুদ বা রিবা মানবসভ্যতার সবচেয়ে পুরাতন আর্থিক লেনদেনগুলোর একটি। তবে প্রাচীন যুগে সুদ সীমিত ছিল, নির্দিষ্ট কিছু ধনী শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল এবং সমাজের সাধারণ মানুষের উপর তার প্রভাব তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ ছিল। কিন্তু আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পর থেকে বিশেষ করে ব্যাংকিং ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক লোন, সরকারি অর্থনীতি, মুদ্রানীতি ও প্রযুক্তিনির্ভর লেনদেনের বিকাশের ফলে সুদ পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি মানুষের জীবনে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। আজকের আধুনিক বিশ্ব সুদ ছাড়া চলেই না এমন ধারণা প্রচলিত করা হয়েছে। বাস্তবতা হলো, জ্ঞানী-অজ্ঞ, ধনী-গরিব, রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান সকলেই কোনো না কোনোভাবে সুদের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

১. ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুদের সর্বব্যাপীতা:

১.১. বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সাধারণ আমানতদার:

বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ ব্যাংকই সুদভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। লোকজন ব্যাংকে টাকা জমা রাখে সুদ পাওয়ার আশায়। ব্যাংক সেই অর্থ ব্যবসায়ী বা ব্যক্তিকে উচ্চ হারে সুদে ঋণ দেয়। ফলে প্রতিটি ব্যাংক চাই তা সরকারি হোক বা বেসরকারি সুদের উপর ভিত্তি করেই টিকে আছে। আজকের মানুষ মনে করে ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে সুদ পাওয়া “স্বাভাবিক” বা “ব্যবসায়িক নিয়ম”, অথচ এটি ইসলামের দৃষ্টিতে রিবা এবং কঠিন হারাম।

১.২. বাড়ি তৈরির লোন (Home Loan / Mortgage):

বিশ্বের বহু দেশে বাড়ি বানাতে বা কিনতে ব্যাংকের লোন না নিলে মানুষের জন্য জমি বা বাসস্থান নেওয়া প্রায় অসম্ভব।

ক. ১০ থেকে ২৫ বছরের ঋণ

খ. ৮-১২% পর্যন্ত সুদের হার

গ. প্রতিটি মাসে স্থায়ী কিস্তি

এ প্রক্রিয়া মানুষকে আজীবন সুদের দাসে পরিণত করে।

১.৩. গাড়ি ও ভোক্তা ঋণ (Car Loan/Personal Loan):

গাড়ি, আসবাব, ইলেকট্রনিক্স সবই সুদের লোনে পাওয়া যায়। আধুনিক সমাজে এই লোনগুলো “সুবিধা” হিসেবে প্রচার করা হয়, বাস্তবে এগুলো সুদের সর্বজনীনতা বাড়ানোর হাতিয়ার।

২. সরকারি অর্থনীতিতে সুদের অনুপ্রবেশ:

২.১. রাষ্ট্রীয় ঋণ ও আন্তর্জাতিক সুদ:

প্রায় সব রাষ্ট্রই বিশ্বব্যাংক, IMF ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে সুদে ঋণ নেয়। উন্নয়ন প্রকল্প, রাস্তা-ঘাট, সেতু, শিল্পায়ন সব কিছুর পেছনেই থাকে সুদি ঋণ। ফলে একটি দেশের জনগণ পরোক্ষভাবে সুদের দায়ভার বহন করে।

২.২. ট্রেজারি বন্ড, সঞ্চয়পত্র, সরকারি সিকিউরিটি:

অনেক রাষ্ট্র মানুষকে বিনিয়োগের নামে সুদের বন্ড বিক্রি করে। যেমন: সঞ্চয়পত্র, ট্রেজারি বিল, সরকারি বন্ড এসবের মাধ্যমে সরকার সুদ দিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ নেয়, ফলে সুদ সরকারি অর্থনীতির মূল ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে।

৩. ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিটি স্তরে সুদের উপস্থিতি:

৩.১. ব্যবসায়িক লোন:

ব্যবসা শুরু করতে উদ্যোক্তারা ব্যাংক থেকে লোন নেয়, এবং প্রায় সব লোনই সুদে ভিত্তিক। ফলে ব্যবসায়ী বাধ্য হয়ে পণ্যের দামে সেই সুদের অংশ যোগ করে দেয়। এভাবে সুদের বিষ সমস্ত সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

৩.২. আন্তর্জাতিক ট্রেড ফাইন্যান্সিং:

বর্তমান বিশ্বে Letter of Credit (LC), Trade Finance, Commercial over draft ইত্যাদি সবই সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত।

৩.৩. করপোরেট সেক্টরে সুদের ভূমিকা:

বড় বড় কোম্পানি “বন্ড” ইস্যু করে বাজার থেকে সুদে টাকা নেয়। এটি আধুনিক পুঁজিবাজারের বিশাল একটি অংশ।

৪. প্রযুক্তিনির্ভর সুদের বিস্তার:

প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে সুদ আরও সহজভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে।

৪.১. মোবাইল ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সিং অ্যাপ:

মোবাইল লোন, বিলম্ব ফি, মাইক্রোক্রেডিট, অ্যাপ ভিত্তিক ঋণ এসবের অধিকাংশই আসলে সুদ।

৪.২. ক্রেডিট কার্ড:

ক্রেডিট কার্ড আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাপক সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক পণ্য। মাসিক বিল দেরি হলে উচ্চ সুদ, ক্যাশ আউট করলে সুদ, আন্তর্জাতিক পেমেন্টেও লুকানো সুদ ফলে কোটি মানুষ প্রতিদিন অজান্তেই সুদ দিচ্ছে।

৫. গরিব মানুষের জীবনে সুদের ভয়াবহতা:

৫.১. এনজিও লোন (Microcredit):

গরিব মানুষের উন্নয়নের নামে মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম শুরু হলেও বাস্তবে এগুলো গুরুতর সুদভিত্তিক। ২০% থেকে ৪০% সুদের হার, সাপ্তাহিক কিস্তি, চাপ, জোরপূর্বক ঋণ আদায় এর ফলে মানুষের আত্মসম্মান নষ্ট হয় এবং তারা আরও দারিদ্র্যের দিকে ধাবিত হয়।

৫.২. চক্রবৃদ্ধি সুদ (Compound Interest):

প্রচলিত সুদের চেয়ে অনেক ভয়ংকর। একবার লোন নিলে সুদ-ওপর-সুদ যোগ হয়ে পরিশোধ অসম্ভব হয়ে যায়। এটি একজন মানবের স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে।

৬. আধুনিক সামাজিক জীবনে সুদের সাংস্কৃতিক গ্রহণযোগ্যতা:

সুদের সবচেয়ে বড় ব্যাপকতা হলো এটি এখন “স্বাভাবিক” বলে বিবেচিত হয়। ব্যাংকে টাকা রাখলে সুদ পাওয়া “বুদ্ধিমানের কাজ”, লোন নেওয়া “জীবনের প্রয়োজন”, সঞ্চয়পত্র “মহান

অর্জন”, কিস্তিতে কেনাকাটা “সুবিধা” আধুনিক মিডিয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনকি সরকার নিজেও সুদে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। ফলে মানুষের মনে সুদের প্রতি ভয় বা ঘৃণা নেই। যেখানে ইসলাম সুদকে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমতুল্য বলেছেন।

ব্যবসার সংজ্ঞা :

ব্যবসা হলো পণ্য বা সেবা উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় এবং বিনিময়ের মাধ্যমে ন্যায্য উপার্জন অর্জনের
কার্যক্রম, যা সামাজিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতার সাথে পরিচালিত হয়।”

ব্যবসার গুরুত্ব ও ইসলামে হালাল উপার্জনের মর্যাদা:

মানুষ জীবনের প্রয়োজন মেটাতে কোনো না কোনো বৈধ উপার্জনের পথ অনুসরণ করে থাকে। আর্থিক উপার্জন মানুষের সামাজিক, পারিবারিক, নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন দিকনির্দেশনা দিয়েছে, তেমনি জীবিকার ক্ষেত্রেও দিয়েছে সর্বোত্তম ও পরিশুদ্ধ নির্দেশনা। ইসলামের মতে, হালাল উপার্জন শুধু অর্থনৈতিক প্রয়োজন নয়, বরং এটি একজন মু'মিনের ঈমানদারিত্বেরও অংশ। হালাল রিজিক অর্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় বান্দা। ব্যবসা-বাণিজ্য মানুষের জীবনের সবচেয়ে সাধারণ ও স্বাভাবিক উপার্জনের পথ। নবী-রাসূলদের অধিকাংশই কোনো না কোনো ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এমনকি শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ-ও নবুওয়াতের পূর্বে ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ফলে ব্যবসা ইসলামে শুধু বৈধই নয়, বরং তা একটি মর্যাদাপূর্ণ ও বরকতময় কাজ। ইসলামে হালাল রিজিক অর্জনকে ঈমানের অংশ বলা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন,

الطَّلَبُ الْحَلَالُ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“হালাল রিজিক অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।” (১৪)

কুরআনে ব্যবসার গুরুত্ব:

কুরআনে ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৈধ উপার্জন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

১. “আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।” (১৫)

এখানে আল্লাহ ব্যবসাকে শুধু অনুমতি দেননি, বরং হালাল বলেছেন যা বৈধ, পবিত্র এবং কল্যাণকর।

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

২. “তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করো।” (১৬)

এখানে ব্যবসা ও বৈধ উপার্জনকে আল্লাহর অনুগ্রহ বলা হয়েছে।

হাদীসে ব্যবসার মর্যাদা:

নবী ﷺ ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ মর্যাদা ঘোষণা করেছেন,

الصَّادِقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

১. “সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবে।” (১৭)

এই হাদীস ব্যবসার সর্বোচ্চ মর্যাদা স্পষ্ট করে।

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ نُفَيْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
"إِذَا صَدَقًا وَبَيِّنًا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا،
وَإِذَا كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَهُ بَيْعُهُمَا

১৪. আল-বাইহাকী, শুআবুল ইমান: ৪৮৫৩

১৫. সূরা আল-বাকার: ২৭৫

১৬. সূরা জুমু'আ: ১০ / ১৭ .তিরমিজি, হাদীস ১২০৯

২. “ক্রেতা-বিক্রেতা সত্য বললে তাদের ব্যবসায় বরকত হয়; মিথ্যা বললে বরকত চলে যায়।” (১৮)

طَلَبُ الْحَلَالِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَرِيضَةٌ

৩. “ফরজ ইবাদতের পর হালাল রিজিকের অনুসন্ধানও একটি ফরজ” (১৯)

ব্যবসা নবী ও সাহাবিদের পেশা ছিল:

ইসলামে ব্যবসার উচ্চ মর্যাদার অন্যতম কারণ হলো অনেক নবীই ব্যবসায়ী ছিলেন। যেমন :

হযরত ইব্রাহিম (আ.), হযরত ঈসা (আ.), হযরত শোয়াইব (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত মুহাম্মদ ﷺ। হযরত মুহাম্মদ ﷺ ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত শুদ্ধ ও বিশ্বস্ত ব্যবসার জন্য পরিচিত ছিলেন। তাঁকে বলা হতো “আল-আমীন” বিশ্বাসযোগ্য ব্যবসায়ী। সাহাবাদের অনেকেই বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। যেমন: আবু বকর, উসমান, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) প্রমুখ। এটি প্রমাণ করে ব্যবসা কেবল বৈধ নয়, বরং সম্মানজনক পেশা।

ইসলামে হালাল উপার্জনের মর্যাদা:

ইসলামে হালাল উপার্জন এত গুরুত্বের যে হালাল খাবার দোয়া কবুলের প্রধান শর্ত।

নবী ﷺ বলেন,

مَنْ أَكَلَ حَرَامًا لَمْ يُسْمَعْ لَهُ دُعَاؤُهُ

“যে ব্যক্তি হারাম খায়, তার দোয়া কবুল হয় না।” (২০)

আবার তিনি এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন “ দীর্ঘ সফরে ধুলোমলিন অবস্থায় হাত তুলে দোয়া করে,
কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পোশাক হারাম, সে হারাম ভক্ষণ করে কিভাবে তার দোয়া কবুল হবে?

১৮.সহিহ বুখারী, হাদীস ২১১০

১৯.কাশফুল খাফা (চলতি ফিকহগ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত)

২০.২০.মুসলিম: ১০৯৫

হালাল রিজিক ঈমানের অংশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

তোমরা পবিত্র (হালাল) খাদ্য গ্রহণ করো এবং সৎ কাজ করো (২১)

অর্থাৎ হালাল রিজিক ঈমান ও আমল উভয়ের ওপর প্রভাব ফেলে।

ইসলামে ব্যবসা শুধু লাভ-ক্ষতির লেনদেন নয়; এটি ইবাদাত, নৈতিকতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। হালাল উপার্জনে যেমন বরকত ও সম্মান রয়েছে, হারাম উপার্জনে আছে ধ্বংস, অভিশাপ ও অশান্তি। মানুষের চরিত্র, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সবকিছু হালাল উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল। ব্যবসা তাই শুধু অর্থনৈতিক কাজ নয় এটি সমাজকে নির্মাণ করার একটি পবিত্র দায়িত্ব।

হালাল ব্যবসা ও হারাম ব্যবসার পার্থক্য:

ইসলামে ব্যবসা কেবল আর্থিক লেনদেন নয়, বরং নৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি কর্মকাণ্ড। আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে এবং হাদিসে ব্যবসায়ীদের নৈতিক আচরণ, সততা এবং ধার্মিকতার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যবসায় লাভের উদ্দেশ্যে ঠিক থাকলেও, নৈতিক ও ধর্মীয় বিধান মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যবসা হালাল বা হারাম হওয়ার নির্ণয় মূলত উপার্জনের উপায়, লেনদেনের প্রকৃতি, পণ্যের বৈধতা এবং লেনদেনের নৈতিকতা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

১. হালাল ব্যবসা বৈশিষ্ট্য:

১. ন্যায্য ও হালাল পণ্য-বিক্রয়:

পণ্য বা সেবা ইসলাম অনুযায়ী বৈধ হতে হবে। যেমন খাদ্যপণ্য, পোশাক, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি। হালাল খাদ্য, হালাল পণ্য এবং বৈধ চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ।

২. সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা:

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতারণা, মিথ্যা বিবরণ বা ভেজাল করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সহিহ হাদিসে এসেছে, “সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, শহীদ ও সৎ ব্যক্তির সঙ্গে জান্নাতে থাকবে।

২১.সূরা মু'মিনুন: ৫১

৩. সুদের অভাব (Riba):

হালাল ব্যবসায় কোনোরূপ সুদ গ্রহণ বা প্রদানের সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ লেনদেন সরাসরি বিনিময় বা সেবা/পণ্যের মাধ্যমে হয়।

৪. ন্যায্য ও সমতা:

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ন্যায্যতা এবং সমতা বজায় রাখতে হবে। কোনো পক্ষের উপর অত্যাচার বা অন্যায় হওয়া যাবে না। উদাহরণ: কৃষি পণ্য বিক্রয়, হালাল খাদ্য উৎপাদন ও

বিক্রয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা, সেবা প্রদান করা হালাল ব্যাংকিং এবং বিনিয়োগ, যেখানে সুদ নেই

২. হারাম ব্যবসার বৈশিষ্ট্য:

সংজ্ঞা: হারাম ব্যবসা হলো এমন ব্যবসা যেখানে লেনদেন বা পণ্য ইসলামী বিধান অনুসারে নিষিদ্ধ। এটি মানুষের ক্ষতি, প্রতারণা, অন্যায় লোভ বা অবৈধ উপার্জনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

হারাম ব্যবসার বৈশিষ্ট্য:

1. **সুদ (Riba):** সুদ গ্রহণ বা প্রদানের মাধ্যমে লাভ অর্জন করা ইসলাম অনুযায়ী হারাম। এটি অন্যায় এবং সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে।

2. প্রতারণা ও মিথ্যা বিবরণ:

পণ্য বা সেবার মান, পরিমাণ বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিক্রয় করা। এটি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

3. অবৈধ বা নিষিদ্ধ পণ্য:

যেমন মদ, জুয়া, হারের পণ্য, নিষিদ্ধ যৌনসেবা, মাদকদ্রব্য। এগুলো বিক্রি করা হারাম।

4. অন্যায় ও নৈতিকতা হরণ:

ব্যবসায় অন্যের অধিকার লঙ্ঘন, শোষণ, অসততা বা মানবিক ক্ষতি ঘটানো হারাম। উদাহরণ মাদক বা নিষিদ্ধ পদার্থের ব্যবসা জুয়া বা লটারি ব্যবসা, সুদে লেনদেন বা ঋণ ব্যবসা প্রতারণা বা ভেজাল খাদ্য বিক্রি।

5. ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাসঙ্গিকতা:

1. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন:

হালাল ব্যবসা করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব। কুরআনে এসেছে:

“যে সৎ উপার্জন করে, আল্লাহ তা বাড়িয়ে দেন।”

2. সামাজিক ন্যায় ও স্থিতিশীলতা:

হালাল ব্যবসা সমাজে ন্যায় ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক।

3. অর্থনৈতিক সুখমা:

হারাম ব্যবসা সমাজে বৈষম্য ও ঋণগ্রস্ততা বৃদ্ধি করে। তাই ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এটি প্রতিরোধযোগ্য।

4. নৈতিক শিক্ষা:

হালাল ব্যবসা শিক্ষার্থীদের ও ব্যবসায়ীদের নৈতিক ও ধার্মিক দিক থেকে দিকনির্দেশনা দেয়। হালাল ব্যবসা ও হারাম ব্যবসার পার্থক্য স্পষ্ট। হালাল ব্যবসা সমাজে ন্যায়, সততা ও ধর্মীয় বিধান মেনে পরিচালিত হয়, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে সহায়ক। অন্যদিকে, হারাম ব্যবসা ব্যক্তিগত লোভ, প্রতারণা ও অন্যায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যা সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের জন্য ক্ষতিকর।

সারসংক্ষেপে বলা যায়:

“হালাল ব্যবসা হলো সৎ, বৈধ ও নৈতিকভাবে পরিচালিত উপার্জনের প্রক্রিয়া, আর হারাম ব্যবসা হলো অন্যায়, অসৎ ও নিষিদ্ধ উপায়ে উপার্জন করা ব্যবসা।”

ইসলামে বৈধ ব্যবসার নিয়মাবলি:

ইসলামে ব্যবসা শুধু লাভ অর্জনের মাধ্যম নয়; বরং এটি এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। ইসলামী শরীয়ত ব্যবসার জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা নির্ধারণ করেছে যাতে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পায়, মানুষের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি হয়, শোষণ বন্ধ হয় এবং অর্থনৈতিক লেনদেন বরকতময় হয়। কুরআন-হাদিসে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার বহু নির্দেশনা পাওয়া যায়, যা প্রতিটি ব্যবসায়ীর জন্য অপরিহার্য।

১. সততা (Truthfulness) — ইসলামী ব্যবসার ভিত্তি:

সততা ইসলামে ব্যবসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি। কুরআন-হাদিসে সততাপূর্ণ ব্যবসায়ীকে বিশাল মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কুরআনের নির্দেশ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।” (২২)

ব্যবসায় সততা না থাকলে সত্যবাদীদের সাথে থাকা সম্ভব নয়।

হাদীসে সততার গুরুত্ব দিতে গিয়ে রাসুল ﷺ বলেন,
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবে।” (২৩)

২. স্বচ্ছতা (Transparency) – ক্রটি লুকানো নিষিদ্ধ:

ইসলামে ব্যবসায় ক্রটি গোপন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এই নীতি সমাজে আস্থা ও বিশ্বাস নিশ্চিত করে।

হাদীসের দলিল:

একজন ব্যবসায়ী ভেজা গম শুকনা গমের নিচে লুকিয়ে বিক্রি করছিল। নবী ﷺ গমে হাত দিয়ে ভেজা অংশ অনুভব করে বললেন,

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

> “যে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” (২৪)

এটি ব্যবসায় স্বচ্ছতার সর্বোচ্চ দলিল। কুরআনের নির্দেশ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

> “তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।” (২৫)

ক্রটি গোপন করা “অন্যায়ভাবে ভক্ষণ”-এর অন্তর্ভুক্ত।

স্বচ্ছতার উদাহরণ:

পণ্যের গ্যারান্টি-ওয়ারেন্টি স্পষ্টভাবে বলা, মান, ওজন, মেয়াদ, উৎপাদন তারিখ উল্লেখ করা, ক্রেতাকে পণ্য যাচাইয়ের সুযোগ দেওয়া

৩. প্রতারণা নিষিদ্ধ (No Deception / No Fraud):

ইসলামে প্রতারণা বা ধোঁকাবাজির নামমাত্র সুযোগও নেই। ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতারণা কিয়ামতের শাস্তির কারণ হতে পারে। হাদীস উল্লেখিত আছে,

২৩.তিরমিজি, হাদিস ১২০৯

২৪.সহিহ মুসলিম ১০১

২৫.সূরা নিসা: ২৯

“যে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।”(২৬)

প্রতারণার বিভিন্ন রূপ

বাড়তি দাম নেওয়ার জন্য প্রোডাক্টের গুণাগুণ অতিরঞ্জন, নকল জিনিস আসল বলে বিক্রি, পণ্যের ত্রুটি লুকানো, দুই দামে দুই কথা বলা, পণ্যের ভেজাল মেশানো, অনলাইন সেলসে ছবির সাথে বাস্তব মিল না থাকা ইসলামে এই সবকিছুই নিষিদ্ধ।

৪. পরিমাপে সঠিকতা (Fair Measurement and Weight):

ইসলামের সবচেয়ে পুরোনো অর্থনৈতিক নীতির একটি হলো ওজন ও পরিমাপে পূর্ণতা। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

> “হে আমার জাতি! তোমরা পরিমাপ ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ দাও; মানুষের হক কমিয়ে দিও না, এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে যেও না।” (২৭)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“তোমরা যখন মাপ দেবে, পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করবে। এটা উত্তম এবং পরিণামে শ্রেয়।”(২৮)

এই আয়াতগুলো ব্যবসায় পরিমাপে ধোঁকাবাজির বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কতা।

পরিমাপে সঠিকতার ব্যবহারিক দিক:

ডিজিটাল স্কেল ব্যবহার:

প্যাকেজিংয়ের নিখুঁত গ্রাম-ওজন উল্লেখ, ওজনের সাথে অতিরিক্ত কাগজ, ব্যাগ না রাখা

৫. ন্যায্য মুনাফা (Fair Profit) এবং অতিরিক্ত লোভ বর্জন:

ইসলাম লাভ করতে নিষেধ করেনি, বরং অন্যায় লাভ নিষিদ্ধ করেছে। হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন,

“إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْعِرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ

২৬.সহিহ মুসলিম ১০১

২৭.সূরা হূদ: ৮৫

২৮.সূরা ইসরা: ৩৫

“দামে অতিরিক্ত বাড়ানোর চেষ্টা করো না। আল্লাহই রিজিক ভাগ করে দেন।”(২৯)

ন্যায্য মুনাফা হচ্ছে, বাজারের চাহিদা অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত লাভ, স্টক করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করা, গরিব মানুষের সাথে বিশেষ ছাড় রাখা। সাহাবীগণ ১০-২০% মুনাফা করতেন, তবে কখনো প্রতারণা করতেন না।

৬. জুলুম ও শোষণ নিষিদ্ধ (No Exploitation):

ইসলাম ব্যবসায় জুলুমের সব রূপ নিষিদ্ধ করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَلَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“আল্লাহ জুলুমকারীদের পছন্দ করেন না।”(৩০)

হাদীসে রাসুল ﷺ বলেন,

أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“কর্মচারীকে তার ঘাম শুকানোর আগে মজুরি দাও।”(৩১)

৭. সুদ, জুয়া, ঘারার (অস্পষ্টতা) ও হারাম ব্যবসা বর্জন:

ইসলাম ব্যবসায় তিনটি বড় নিষিদ্ধ উপাদান নির্ধারণ করেছে:

(১) সুদ (Interest)

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।”(৩২)

২৯. সুনান তিরমিযি ১৩১৪

৩০. সূরা আলে ইমরান: ৫৭

৩১. ইবনু মাজাহ ২৪৪৩

৩২. সূরা বাকারা: ২৭৫

(২) জুয়া (Gambling):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা আর ভাগ্য নির্ধারণের তীর—এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। তাই এগুলো থেকে বিরত থাকো, যাতে তোমরা সফল হও।”(৩৩)

অনলাইন জুয়া, বেটিং, লটারিও এর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) ঘারার (Uncertainty, deception):

অস্পষ্ট চুক্তি, অজানা পণ্যের দাম, ভবিষ্যতে না থাকা জিনিস বিক্রি করা—এসব হারাম।

৮. অঙ্গীকার পূরণ (Fulfillment of Contracts):

কুরআনে এরশাদ হয়েছে,

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“তোমরা অঙ্গীকার পূরণ করো। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”(৩৪)

চুক্তি ভঙ্গ করা ইসলামে বড় গুনাহ। ব্যবসায় অঙ্গীকার ভঙ্গ যেভাবে হয়: সময়মতো পণ্য না দেওয়া, আগের শর্ত পরিবর্তন, চুক্তি অনুযায়ী পরিমাণ না দেওয়া, ডেলিভারিতে জালিয়াতি

৯. গ্রাহকের প্রতি নম্রতা ও সদাচরণ:

ব্যবসায় গ্রাহকের সঙ্গে ভালো ব্যবহারও ইসলামের আদর্শ। হাদীসে বলা হয়েছে,

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا رَخَصَ فِي بَيْعِهِ وَشَرَّاهِ وَأَدَّاهِ

> “আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন, যে বিক্রয়ে নম্র হয়, ক্রয়ে নম্র হয় এবং আদায়ে নম্র হয়।”(৩৫)

ব্যবসায় খারাপ ব্যবহার বরকত নষ্ট করে।

৩৩.সূরা মায়েদা: ৯০

৩৪.সূরা ইসরা: ৩৪

৩৫.সহিহ বুখারী ২০৭৬

১০. বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ হাদীস

“ من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس ”

“যে ব্যক্তি মুসলিমদের জন্য খাদ্য গুদামজাত করে রাখে, আল্লাহ তাকে জুলাম এবং দেউচা দ্বারা আঘাত করবেন” (৩৬)

মজুতদারী (Hoarding) ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

১১. পরিশ্রম, আমানত ও আল্লাহর ভয়:

বৈধ ব্যবসার শেষ উপাদান হলো আল্লাহভীতি ও আমানতদারিতা। কুরআনে এসেছে,
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, আমানতসমূহ তাদের হকদারদের কাছে পৌঁছে দাও এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করো, ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদেরকে এটি দিয়ে উপদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব শুনতে পারেন এবং সব দেখেন।” (৩৭)

ব্যবসায়ী আমানতদার না হলে সে কখনোই ইসলামী ব্যবসার যোগ্য নয়। ইসলামে বৈধ ব্যবসা একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যবসা তখনই হালাল হয় যখন সত্যবাদিতা বজায় থাকে, প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি থাকে না, পরিমাপে যথার্থতা থাকে, সুদ, জুয়া, ঘারার পরিহার করা হয়, শোষণ, জুলুম ও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হয় না। সততা ও স্বচ্ছতার ওপর দাঁড়ানো ব্যবসা আল্লাহর কাছে ইবাদত, আর প্রতারণামিশ্রিত ব্যবসা বড় গুনাহ।

নবীজি ﷺ-এর ব্যবসায়িক জীবন থেকে শিক্ষা :

ইসলামের আগমনের আগে আরব সমাজ ছিল একটি মুক্ত বাজারভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো। সেই সময়কার ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ ছিল বেদুঈন সংস্কৃতি, গোত্রীয় দখলদারিত্ব, সুদ, প্রতারণা, অন্যায় লেনদেন, জোর-জবরদস্তি এবং অত্যন্ত অস্থির বাজারনীতিতে ভরপুর। নবীজি ﷺ এই পরিবেশেই বাণিজ্য করেছিলেন এবং তাঁর চরিত্র, আচরণ, সততা, ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা এমন এক উচ্চমানের ছিল যা পুরো আরবকে তাক লাগিয়ে দেয়। নবীজি ﷺ-এর ব্যবসায়িক জীবন শুধু অর্থ উপার্জনের ইতিহাস নয়; বরং এতে রয়েছে নৈতিকতা, সততা, আমানতদারিত্ব, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অংশীদারিত্ব, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, মানবসম্পর্ক, কাস্টমার-রিলেশন, চুক্তিবদ্ধতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ইত্যাদি আধুনিক ব্যবসা ব্যবস্থাপনার মৌলিক নীতিমালার নিখুঁত বাস্তবায়ন।

৩৬.ইবনু মাজাহ ২১৫৫

৩৭.সূরা নিসা: ৫৮

নবীজি ﷺ-এর ব্যবসায়িক জীবনের ঐতিহাসিক বিশদ বিবরণ:

১. শিশুকাল থেকে বাণিজ্যের জগতে প্রবেশ:

নবীজি (সা:) জন্মের পর থেকেই এতিম ছিলেন। দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যু পরে, চাচা আবু তালিব তাঁর অভিভাবক হন। চাচা ছিলেন দরিদ্র, তাই ঘরে তিনি অনেক কষ্টে পরিবার চালাতেন। এমন অবস্থায় নবীজি (সা:) ছোটবেলা থেকেই দায়িত্ববান ও পরিশ্রমী হয়ে ওঠেন।

রাসূল (সা:) ছোটবেলায় চাচা আবু তালিবের সঙ্গে شام (সিরিয়া) সফরে যান। সীরাতে উল্লেখ আছে

ইবনে হিশাম উল্লেখ করেন:

نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مَعَ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ فِي سَفَرِ التَّجَارَةِ.

অর্থ: “নবী ﷺ তাঁর চাচা আবু তালিবের সঙ্গে বাণিজ্য সফরে شام দেশে গিয়েছিলেন।” (৩৮)

এটাই তাঁর প্রথম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সফর। শামে প্রথম সফর তখন তিনি (সা:) এর বয়স ছিলো ১২ বছর। এই সফরে তিনি বাণিজ্য কাফেলার সংগঠন, মূল্য নির্ধারণ, আন্তর্জাতিক বাজার, পণ্যের পরিবহন এসব বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

২. যুবক বয়সে ব্যবসায় দক্ষতা অর্জন:

বয়স যখন ১৫-২০, তখন তিনি কুরাইশদের মৌসুমি ব্যবসায় নিয়মিত কাজ করতেন। তাঁর সততা ও দক্ষতা দেখে কুরাইশ নেতারা তাঁকে উচ্চমানের প্রশংসায় ভরিয়ে দিতেন।

নবী ﷺ-এর ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে আলোচিত দিক হচ্ছে তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি, কখনো প্রতারণা করেননি, এক দিরহামও আমানত হিসাবে খেয়ে যাননি।

৩ খাদিজা রা.-এর ব্যবসায় প্রধান কর্মী ও অংশীদার:

হযরত খাদিজা রা. ছিলেন মক্কার অন্যতম বড় ব্যবসায়ী। তিনি বিশ্বস্ত লোক খুঁজতেন তাঁর ব্যবসা পরিচালনার জন্য। নবী ﷺ-এর সততা, সত্যবাদিতা ও চরিত্র দেখে তিনি তাঁকে নিয়োগ করেন তাঁর বড় বাণিজ্য কাফেলার প্রধান হিসেবে। কেননা মক্কার প্রত্যেক ব্যবসায়ী জানত,

৩৮.সীরাত ইবনে হিশাম

“মুহাম্মদ আল-আমীন লেনদেনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো।”(৩৯)

নবী ﷺ-এর কর্মদক্ষতা ও সততায় মুগ্ধ হয়ে খাদিজা রা. তাঁকে বলেছেন

“إني لا أعرف فيك إلا الصدق والأمانة.”

অর্থ: “আমি তোমার মধ্যে শুধু সত্যবাদিতা এবং আমানতদারিত্বই দেখি।”(৪০)

তাঁর ব্যবসা থেকে নবী ﷺ তাঁর বাকি কর্মচারীদের তুলনায় দ্বিগুণ লাভ এনে দেন। বসরা সফরের লাভ নবীজি ﷺ খাদিজা রা.-এর পণ্যবাহী কাফেলা নিয়ে সিরিয়া গেলেন। এই সফরে তিনি বাজার মূল্য দক্ষতার সাথে বিশ্লেষণ করেন। বুদ্ধিমত্তা দিয়ে পণ্য বিক্রি করেন। লাভের পরিমাণ স্বাভাবিকের দ্বিগুণ করেন

মৈসারা (খাদিজা রা: এর কর্মচারি) বলেন

“ما رأيت أحداً أصدق ولا أبرّ من محمد.”

(“মুহাম্মদের মতো সত্যবাদী ও ন্যায়বান আমি কাউকে দেখিনি।”(৪১)

নবীজি ﷺ-এর ব্যবসায়িক জীবনের মৌলিক শিক্ষা:

১: সম্পূর্ণ সততা (الصدق)

সততা ছিল তাঁর বাণিজ্যের মূল পরিচয়। তাঁর উপাধিই—আল-আমীন (বিশ্বস্ত) এবং আস-সাদিক (সত্যবাদী)। হাদিসে এসেছে,

“كان يُسمَّى في قومه الأمين.”

“নিজ قومের মাঝে তিনি পরিচিত ছিলেন ‘আল-আমীন’ নামে।”(৪২)

৩৯.ইবনে সাদ, তাবাকাত, ১/১৩১

৪০.

৪১.ইবনে হিশাম)

৪২.

নবীজি ﷺ বাণিজ্যে প্রতিটি তথ্য স্পষ্টভাবে জানাতেন। হাদিস এসেছে,
“التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء.”

“সত্যবাদী ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবে।” (৪৩)

আমাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে উচিত কোন পণ্য ক্রটিযুক্ত হলে তা আগেই জানানো, মাপজোখে কম না দেওয়া বাজারে গুজব ছড়িয়ে মূল্য বাড়ানো—হারাম

২: আমানতদারিত্ব (الأمانة):

ব্যবসায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আমানত রক্ষা। ব্যবসায় আমানত রক্ষা করা নবী ﷺ-এর জীবন ছিল এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। উদাহরণ, মক্কা ছেড়ে হিজরতের সময়ও তাঁর কাছে লোকেরা তাঁদের সম্পদ রেখে যেত। তিনি আলী রা.-কে রেখে যান সেই আমানতগুলো তাঁদের কাছে ফিরিয়ে দিতে। হাদিসে এসেছে,

রাসূল ﷺ বলেন, “أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ.”

“যে তোমাকে আমানত দিয়েছে, তার আমানত ফিরিয়ে দাও।” (৪৪)

৩: ব্যবসায় প্রতারণা নিষিদ্ধ:

একবার এক ব্যক্তি ভেজা শস্য শুকনো শস্যের নিচে লুকিয়ে বিক্রি করছিল। নবীজি ﷺ সেই শস্যে হাত দিয়ে ভেজা অংশ বের করেন। “ما هذا يا صاحب الطعام?”

“এটা কী?”

ব্যবসায়ী: বৃষ্টি লেগেছে। তিনি ﷺ বলেন:

“هَلَا تَرَكَتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ?”

“উপরে রাখলে মানুষ দেখতো!” (৪৫)

হাদিসে আরো এসেছে, নবী ﷺ বলেন,

“مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.”

“যে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।” (৪৬)

উপরের দুই হাদিস থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা হচ্ছে, Low quality পণ্য লুকানো যাবেনা কারন এটি হারাম হয়ে যাবেএবং প্রচার-বিজ্ঞাপনে ক্ষেত্রেও মিথ্যা বলা যাবেনা

- ৪২.ইবনে হিব্বান
৪৩.তিরমিজি, ১২০৯
৪৪.আবু দাউদ, ৩৫৩৪
৪৫.সহীহ মুসলিম)
৪৬.সহীহ মুসলিম, ১০১

৪: চুক্তি (Contract) স্পষ্ট করা:

নবী ﷺ চুক্তিতে সবকিছু পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতেন। হাদিসে এসেছে

“المسلمون على شروطهم”.

“মুসলিমদের জন্য তাঁদের শর্তসমূহ মানা আবশ্যিক।”(৪৭)

৫. অংশীদারিত্ব (Mudaraba & Musharaka) নীতিমালা:

নবী ﷺ খাদিজা রা.-এর ব্যবসায় ছিলেন মুদারিবা (লাভ ভাগাভাগি) অংশীদার। নবী ﷺ খাদিজা রা. এর ব্যবসায় মুদারাবা করতেন। যেমন :

১. একজন মূলধন দেবে
২. অন্যজন শ্রম দেবে
৩. লাভ নির্দিষ্ট অনুপাতে ভাগ হবে

সাহাবাগণও তাঁর নির্দেশে মুশারাকা ও মুদারাবা করতেন, যা আজকের ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রধান ভিত্তি।

ইবনু আব্বাস রা. বলেন,

“كان العباس إذا دفع مالا مضاربة... فأقره النبي ﷺ على ذلك”.

“আব্বাস রা. মুদারাবা ভিত্তিতে অর্থ দিতেন, এবং নবী ﷺ সেটি অনুমোদন করেছেন।”(৪৮)

আজকের ইসলামী ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি,

- * Profit-loss sharing
- * No fixed interest
- * No risk-free loan

৬: ভরসাম্য ও ন্যায়বিচার:

ব্যবসায় ন্যায়বিচার বজায় রাখা ইসলামের একটি মৌলনীতি যা নবী ﷺ ব্যক্তিগতভাবে অনুসরণ করতেন। কুরআনে এসেছে

৪৭. আবু দাউদ: ৩৫৯৪

৪৮. মুসনাদ আহমদ ১/২৯৮

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ۖ

“মানুষের হক কমিও না।” (৪৯)

অন্যায় মূল্যে পণ্য বিক্রি করা তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। কুরআনে এসেছে,

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ (৫০)

৭: গ্রাহকের সন্তুষ্টি (Customer Rights):

আজকের ভাষায় Customer friendly attitude. নবী ﷺ বলেন

“رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.”

“আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে ক্রয়-বিক্রয়ে সহজ-সরল হয়।” (৫১)

সহজ-সরল ব্যবসায়ী আল্লাহর রহমত পাবেন।

৮: গুণগত মান রক্ষা করা:

নবী ﷺ নিম্নমানের পণ্য উচ্চমূল্যে বিক্রি করা নিষিদ্ধ করেছেন। হাদিসে নবীজি সা: বলেন,

“لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ... وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.”

বাজারে প্রতারণামূলক দাম নিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ। (৫২)

লোকেরা বলল, “হে রাসূল, বাজারে দাম বাড়ছে! আপনি কি স্থির মূল্য নির্ধারণ করে দেবেন?”

“إِن الله هو المسعر.”

“মূল্য নির্ধারক আল্লাহ।” (৫৩)

তবে এর মানে দাম নিয়ন্ত্রণ করা নিষিদ্ধ নয় বরং অন্যায় ভাবে দাম নির্ধারণ নিষিদ্ধ।

৯: নিষিদ্ধ ব্যবসা থেকে বিরত থাকা:

নবী সা: স্পষ্ট করেছেন হারাম পণ্য, ক্ষতিকর দ্রব্য, জুয়া, মদ, চুরি-ডাকাতির জিনিস, সুদ ব্যবসায় হালাল নয়।

৪৯.শুআরা: ১৮৩

৫০.আনআম: ১৫২

৫১.সহীহ বুখারি: ২০৭৬

৫২.বুখারি

৫৩.আবু দাউদ

হাদিসে তিনি সা: বলেন,

“ إِنْ أَلَّهِ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ.”

“আল্লাহ কিছু হারাম করলে তার মূল্যও হারাম করেন।” (৫৪)

নবী ﷺ হারাম পণ্যের ব্যবসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন আজকের ভাষায় বলতে গেলে মদ, ইয়াবা, জুয়া, সুদের ব্যবসা, পর্ন গ্রাফি সবই চিরতরে হারাম।

১০: পরকালের হিসাবকে সামনে রেখে ব্যবসা করা

নবীজি সা: বলেন,

“لَنْ تَزُولَ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ... عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ.”

“কিয়ামতের দিন প্রতিটি বান্দাকে জিজ্ঞেস করা হবে—কোথায় উপার্জন করল এবং কোথায় ব্যয় করল।” (৫৫)

ব্যবসায় হালাল-হারাম বাছাইয়ের সর্বোচ্চ নীতিমালা এখানেই। ব্যবসায় হালাল-হারাম নির্ধারণের সর্বোচ্চ নীতি সম্পর্কে হাদিসে এসেছে,

“عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ.”

সম্পদ কোথায় উপার্জন করলে এবং কোথায় ব্যয় করলে? (৫৬)

নবীজির ব্যবসায়িক জীবন আধুনিক অর্থনীতির সামনে যে মডেল পেশ করে:

১. নৈতিক ব্যবসা

২. কাস্টমারের অধিকার

৩. গুণগতমান নিশ্চয়তা

৪. Risk-sharing ভিত্তিক বিনিয়োগ

৫৪.আবু দাউদ

৫৫.তিরমিযি

৫৬.তিরমিজি, ২৪১৭

৫. Interest-free অর্থনীতি

৬. Transparent contract system

৭. International trade diplomacy

১ সুদবিহীন অর্থনীতি:

আজকের ব্যাংকিং সুদের উপর দাঁড়ানো। কিন্তু নবী ﷺ সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।” (৫৭)

ইসলামী অর্থনীতিতে, প্রফিট-লস শেয়ারিং, বুঁকি ভাগাভাগি, রিয়েল অ্যাসেট ভিত্তিক লেনদেন এইগুলো নবী সা: এর বাণিজ্য মডেলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি:

নবী সা: সফরগুলো থেকে আজকের Import-Export policy, Cross-border trade regulations, Ethical trade practices এসব ধারণা পাওয়া যায়।

৩. স্বচ্ছতা ও Consumer Right:

আজকের Consumer protection act, Buyer's right, Transparency law এসব নবী সা:এর বাণিজ্য নীতিরই আধুনিক রূপ। নবীজি সা: এর ব্যবসায়িক জীবন শুধু ইতিহাস নয়; বরং এটি হলো

১. ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি

২. নৈতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার মূলনীতি আধুনিক অর্থনীতির বিকল্প স্বচ্ছ মডেল

৩. সুদমুক্ত আর্থিক ব্যবস্থার রূপরেখা

তাঁর ব্যবসা থেকে শিক্ষা নিয়ে যে কেউ সফল, নৈতিক, বরকতময়, সমাজ উপকারী ব্যবসা গড়ে তুলতে পারে।

অতএব পরিশেষে বলা যায়, নবীজি সাঃএর ব্যবসায়িক জীবন আধুনিক ব্যবসা ব্যবস্থার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মডেল। আজকের অর্থনীতিতে প্রতারণা, সুদ, জালিয়াতি, শোষণ এসব তখনই দূর হবে যখন ব্যবসায়ী সমাজ নবী সাঃ এর বাণিজ্য নীতিমালা অনুসরণ করবে। তাঁর সততা, আমানতদারিত্ব, ন্যায়বিচার, সত্যবাদিতা এবং গ্রাহক-বন্ধুত্ব এসবই ইসলামী অর্থনীতির সোনালী ভিত্তি।

৫৭.সূরা বাকারাহ, ২৭৫

সূদের সংজ্ঞা:

‘সুদ’ শব্দটি আরবি “رِبَا” (রিবা) থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো বৃদ্ধি পাওয়া, অতিরিক্ত হওয়া বা বাড়তি অংশ। অর্থাৎ কোনো মূলধনের উপর নির্দিষ্ট মেয়াদের পর অতিরিক্ত কিছু পাওয়া বা দেওয়া-ই রিবা বা সুদ হিসেবে গণ্য হয়।

ইসলামী পরিভাষায়

যে অতিরিক্ত অর্থ বা বস্তু কোনো বিনিময় বা ঋণের ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে নেওয়া হয়, যার বিনিময়ে কোনো পরিশ্রম, ঝুঁকি বা বৈধ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড নেই সেটিই সুদ।

অন্যভাবে বলতে গেলে, কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাকা ধার দেওয়া হলো, এই শর্তে যে, নির্দিষ্ট সময় শেষে মূল টাকার সঙ্গে অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিতে হবে এই বাড়তি অংশই হলো সুদ।

কুরআনের আলোকে রিবার সংজ্ঞা

১. অতিরিক্ত বৃদ্ধি

আল্লাহ তায়ালা বলেন

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ
তোমরা মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি আশা করে যে রিবা দাও, তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না।”
(৫৮)

২. ঋণের বিনিময়ে আদায়কৃত অতিরিক্ত অংশ

সুদভিত্তিক ঋণ ব্যবস্থাকে কুরআনে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

হে মুমিনগণ! দ্বিগুণ-তিনগুণ করে রিবা খেয়ো না। (৫৯)

কুরআনের গভীর দৃষ্টিতে রিবার সংজ্ঞা
কুরআন রিবাকে চারভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে,

৫৮.সূরা রুম: ৩৯

৫৯.সূরা আলে ইমরান: ১৩০

১) রিবা হলো মানুষের সম্পদ গ্রাসকারী শক্তি

لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا

সুদ গ্রাস করো না। (৬০)

২) রিবা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না

فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

মানব সমাজে এটি বৃদ্ধি মনে হলেও, আল্লাহর কাছে তা শূন্য। (৬১)

৩) রিবা হলো শয়তানের প্রভাব

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

সুদখোরের অর্থনৈতিক লোভ তাকে পাগলামির মতো অতৃপ্ত করে। (৬২)

৪) রিবা হলো আল্লাহ-রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

فَأُذِنُوا بِحَرْبٍ

তবে জেনে রাখ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো। (৬৩)

হাদীসের আলোকে সংজ্ঞা

১. ছয়টি সামগ্রীতে নিষিদ্ধ অতিরিক্ততা

রাসূল ﷺ বলেছেন,

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَىٰ"

৬০.সূরা আলে ইমরান: ১৩০

৬১.সূরা রুম: ৩৯

৬২.সূরা বাকারাহ : ২৭৫

৬৩. সূরা বাকারাহ: ২৭৯

সোনা সোনার সাথে, রূপা রূপার সাথে, গম গমের সাথে, যব যবের সাথে, খেজুর খেজুরের সাথে, লবণ লবণের সাথে সমপরিমাণে ও হাতেহাতি (spot) আদান-প্রদানে হবে। অতিরিক্ত হলে রিবা। (৬৪)

২. ঋণে বাড়তি লাভ রিবা

রাসূল ﷺ বলেন,

> “যে ঋণ থেকে বাড়তি আদায় করা হয়, তা রিবা।” (৬৫)

— (সহিহ বুখারীর মুআল্লাক, বায়হাকী)

হাদীসে রিবার পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা:

(১) রিবা = ছয়টি বস্তুতে অতিরিক্ত আদানপ্রদান:

সহিহ মুসলিমে এসেছে

সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর, লবণ এসব সমপরিমাণে ও হাতেহাতি না হলে রিবা। (৬৬)

(২) ঋণে বাড়তি আদায় = রিবা

সুদ সংক্রান্ত সবচেয়ে বিখ্যাত সংজ্ঞা

যে ঋণ লাভ আনে, তা রিবা। (৬৭)

(৩) সুদখোর, সুদলেখক, সাক্ষী সবাই সমান অপরাধী (৬৮)

৬৪.সহিহ মুসলিম, হাদীস ১৫৮৪

৬৫.সহিহ বুখারীর মুআল্লাক, বায়হাকী

৬৬.সুনান তিরমিজি: ১২৪২

৬৭.বায়হাকী

৬৮.সহিহ মুসলিম: ১৫৯৮

(৪) রিবা ৭০ প্রকার:

রাসূল ﷺ বলেছেন,

রিবার সত্তরাধিক শাখা আছে। সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো নিজের মায়ের সঙ্গে জিনা করার সমতুল্য।” (৬৯)

রিবা আন-নাসিয়া (ঋণে সুদ)

এটি তিন ভাগে বিভক্ত

ক) রিবা আল-কুরদ (Loan Interest): ঋণের ওপর যেকোনো অতিরিক্ত অংশ। আধুনিক ব্যাংক সুদ = এই রিবার অন্তর্ভুক্ত।

খ) রিবা আল-মুদাফা (Incremental Delay Interest): সময় বাড়লে সুদও বাড়ে। জাহিলিয়াত যুগে বলা হতো, “তুমি দেরি করছো, বাড়িয়ে দাও।” এটিই রিবা আল-জাহিলিয়াহ।

গ) রিবা আল-উজর (Service-charge disguised interest): অনেক সময় “সার্ভিস চার্জ” বা “ফি” নামে সুদ ধার্য করা হয়। ইসলামী ফিকাহ বলে, যদি মালের ওপর শতাংশ নির্ধারিত হয় → রিবা আর যদি প্রকৃত সেবা ভিত্তিক হয় → জায়েয

রিবা আন-নাসিয়া (ঋণে সুদ):

সময় বৃদ্ধির বিনিময়ে মূল টাকার ওপর বাড়তি টাকা আদায়। এটাই আধুনিক ব্যাংক সুদ। কুরআনে প্রধান নিষেধাজ্ঞা এই রিবার ওপর এসেছে। উদাহরণ:

১০,০০০ টাকা ঋণ → ১ বছরের পর ১২,০০০ টাকা ফেরত। সময় বাড়লে সুদও বাড়তে থাকে। এটিকে বলা হয় “রিবা আল-জাহিলিয়াহ”। ঈমান আনার পূর্বে আরব সমাজে প্রচলিত রিবা।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন:

"كَانَ رَبًّا الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ قَالَ: تُقْضِي أَمْ تُرَبِّي؟"

“জাহিলী রিবা ছিল এই যে— কোনো ব্যক্তির উপর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঋণ থাকত। সময় শেষ হলে তাকে বলা হতো: তুমি কি পরিশোধ করবে, নাকি সময় বাড়িয়ে এর সাথে অতিরিক্ত টাকা দেবে?”(৭০)

অর্থাৎ যে মানুষ সময় বাড়িয়ে মূলের ওপর অতিরিক্ত টাকা আদায় করতো এটিই জাহিলী রিবা।

৬৯. মুসনাদ আহমাদ: ২৯৫৭৮

৭০. সুনান আল-কুবরা (বায়হাকী) ১০৩৮৪

রিবা আল-ফাদল (অতিরিক্ত বিনিময়)

সমজাতীয় পণ্য বিনিময়ে বাড়তি দেওয়া বা নেওয়া। যেমন: ১ কেজি খেজুরের বদলে ১.২ কেজি খেজুর নেওয়া। কারণ উভয়ই একই পণ্য।

“مَنْ زَادَ أَوْ اِزْدَادَ فَقَدْ اَرْبَىٰ”

“যে অতিরিক্ততা নেয় বা দেয়, সে রিবা গ্রহণ করে।” (৭১)

উদাহরণ:

ক. ১ ভরি সোনার বদলে ১.১ ভরি সোনা

খ. ১০০ টাকার বদলে ১১০ টাকা হাতবদল। উভয়ই নিষিদ্ধ।

রিবা আল-ফাদল (Barter Interest) এই রিবা হয় পণ্য-বিনিময়ে, যখন সমজাতীয় জিনিস অসম পরিমাণে বা দেরিতে বিনিময় করা হয়। ফকিহদের মতে এটি আবার কয়েক ভাগে

ক) রেবা আল-মিখল (Excess in similar goods): সোনা-সোনার বেশি, খেজুর-খেজুরের বেশি, ইত্যাদি।^{১৫}

খ) রেবা আল-হাকীকী (Actual excess): যেখানে বাস্তব পরিমাণে অতিরিক্ত দেওয়া হয়।

গ) রেবা আল-কদরি (Measured excess): ওজন/মাপের ভিত্তিতে অতিরিক্ততা।

ইসলামে সুদের কঠোর নিষেধাজ্ঞা

মানবজাতির অর্থনৈতিক ইতিহাসে সুদ (রিবা) এমন একটি প্রাচীন প্রথা যা সমাজ, অর্থনীতি, নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারের উপর যুগে যুগে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। ইসলামের আগের যুগে (জাহিলিয়াত যুগ) সুদ ছিল অন্যতম শক্তিশালী শোষণ-নির্ভর পদ্ধতি। অসহায় গরিব মানুষের উপর ধনীরা একাধিক গুণ সুদ চাপিয়ে তাদের দারিদ্র্যকে শোষণ করত।

৭১.সহিহ মুসলিম ১৫৮৭

ইসলাম আগমনের মাধ্যমে মানবসভ্যতা তিনটি মূলদ্রষ্টব্য পরিবর্তন পায়

১. ন্যায়বিচারকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু করা,
২. শোষণমুক্ত লেনদেন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা,
৩. বৈধ ব্যবসা উৎসাহিত করা এবং সুদকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।

সুদ সম্পর্কে ইসলামের কঠোর অবস্থান এতটাই স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা কুরআনে মাত্র কয়েকটি বিষয়ে সরাসরি যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন, এর মধ্যে সুদ অন্যতম। রাসূল সা: সুদখোর, সুদদাতা, লেখক ও সাক্ষী সকলকে সমভাবে অভিশপ্ত বলেছেন। ফিকহের সর্বসম্মত (إجماع) সিদ্ধান্ত—সুদ হারাম, এবং সুদভিত্তিক চুক্তি বাতিলযোগ্য (باطل)।

★সূরা বাকারাহ ২৭৫-২৭৯ (Deep Tafsir-level Explanation):

"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ"

“সুদখোররা দাঁড়াতে পারবে না, যেমন জিনগস্ত ব্যক্তি দাঁড়ায়।” (৭২))

তাফসিরে এসেছে,

যে ব্যক্তি সুদের মাধ্যমে সম্পদ বাড়াতে থাকে, তার অন্তরে লোভের অগ্নি নেভে না। (৭৩))

ইবনু কাসির বলেন,

“এই আয়াত এমন মানুষের উদাহরণ যাদের হৃদয় শয়তানের দাসত্বে।”

★রিবার বরকত নষ্ট, সদকার বরকত বৃদ্ধি:

"يَمَحَقُ اللَّهُ الرَّبَا وَيُزِي الصَّدَقَاتِ"

“মানুষ ভাবে সুদে সম্পদ বাড়ছে, বাস্তবে সেটা ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে(৭৪)

৭২.সূরা বাকারাহ : ২৭৫

৭৩.তাফসিরে মা'আরেফুল কুরআন

৭৪.সূরা বাকারাহ :২৭৬

★মনোবেদনা, পারিবারিক সমস্যা, সমাজে অশান্তি—এগুলোই রিবার ফল।” (৭৫)

★সুদ ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ :

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا"

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বাকী আছে, তা পরিত্যাগ করো— যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।”(৭৬)

★রিবাখোরের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও রাসূলের যুদ্ধ:

"فَأُذِّنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ"

“আর যদি না মানো, তবে জেনে রাখো— আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা।”(৭৭)

এই আয়াতে চারটি ভয়ংকর দিক রয়েছে,

১) ঘোষিত যুদ্ধ, ২) আল্লাহ নিজে পক্ষ, ৩) রসূল সা: পক্ষ, ৪) সুদখোর শত্রু পক্ষ

ফকিহরা বলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো পাপের জন্য আল্লাহ সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেননি শুধু রিবার জন্য করেছেন।

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.
অর্থ:রসুলুল্লাহ ﷺ সুদখোর, সুদদাতা, লেখক এবং দুইজন সাক্ষী— সবাইকে অভিশাপ
দিয়েছেন। এবং বলেছেন: এরা সবাই সমান (অপরাধে সমান অংশীদার)।(৭৮)

৭৫. মাসিক আল-কাওসার (জানুয়ারি ২০১৭)

৭৬.সূরা বাকারাহ : ২৭৮

৭৭.সূরা বাকারাহ : ২৭৯

৭৮.সহিহ মুসলিম: হাদিস ১৫৯৮

ইসলামে সুদ হারাম হওয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল হলো সূরা আল-বাকারাহর আয়াত
২৭৫-২৭৯।

ইসলামে সুদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ আর সেট হচ্ছে
যুদ্ধের শিরক ছাড়া অন্য কোনো বড় পাপের ক্ষেত্রে এমন ঘোষণা নেই। সুদ কেবল একটি
অর্থনৈতিক অপরাধ নয়; এটি আধ্যাত্মিক অপরাধ, কারণ এটি সামাজিক শোষণকে বজায়
রাখে।

কিছু তাফসিরকারক বলেছেন

“অর্থাৎ একজন মানুষ সুদের উপর যদি অটল থাকে, সে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা
করছে।”

★অন্যান্য কুরআনিক আয়াতে সুদ নিষেধ:

دَوْمًا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ
“তোমরা যা সুদ হিসেবে দিয়ে থাক যাতে মানুষের ধন বৃদ্ধি পায়—তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি
পায় না।” (৭৯) সুদ কখনোই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয় এটি পাপ।

وَإِذَا أَخَذْتُمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ ۖ
“তারা সুদ গ্রহণ করেছে—যদিও তাদের নিষেধ করা হয়েছিল।”(৮০)

এখানে স্পষ্ট:পূর্ববর্তী উম্মতেও সুদ হারাম ছিল।

৩. হাদিসে সুদের কঠোরতা;

“اجتنبوا السبع الموبقات... وأكل الربا

“সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে বেঁচে থাকো... এবং সুদভক্ষণও তার একটি।”(৮১)

৭৯.সূরা রুম, আয়াত ৩৯

৮০.সূরা নিসা, আয়াত ১৬১

৮১. (সহিহ বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ৮৯)

২. চার শ্রেণির মানুষ সুদে অভিশপ্ত:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

“রাসূল ﷺ সুদ খাওয়া, খাওয়ানো, লেখক ও সাক্ষী—সকলকে অভিশাপ দিয়েছেন।” (৮২)

৩. সুদের একটি দিরহামের পাপ:

دِرْهَمٌ مِنْ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً.

“যে ব্যক্তি সুদের একটি দিরহাম খায় জেনে বুঝে তা ৩৬ বার ব্যভিচার করার চেয়েও বেশি ভয়াবহ।” (৮৩)

৪. সুদের উপর কঠিন শাস্তির বর্ণনা:

ইবন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন,

“কিয়ামতে সুদখোরকে এমনভাবে দাঁড় করানো হবে যে, তার পেট সাপের বাড়ির মতো ফেঁপে থাকবে এবং মানুষ তাকে অভিশাপ দেবে।” (৮৪)

তাফসির ও ফিকহ গ্রন্থে সুদের রুলিং:

১. ইমাম কুরতুবী (তাফসিরে কুরতুবী:

সুদ এমন একটি চুক্তি যা শোষণ সৃষ্টি করে, তাই ইসলাম এটি বাতিল করেছে। সুদ নিষিদ্ধ হওয়া এমনভাবে চূড়ান্ত যে, এতে কোনো ব্যতিক্রম নেই।

২. ইবনু কাসীর (তাফসির):

সুদ সমাজে ধনী ও গরিবের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করে। সুদ হলো “অন্যের সম্পদ জুলুমের মাধ্যমে নেয়া।”

৩. ইমাম গাজ্জালী (ইহইয়াউ উলুম):

সুদ মানুষে-মানুষে সম্পর্ক নষ্ট করে। সুদ সামাজিক ধ্বংস এবং প্রকাশ্য অন্যায়।

৮২. সহিহ মুসলিম, হাদিস ১৫৯৮

৮৩. মুসনাদে আহমদ ২/৩৩২

৮৪. তাফসিরে কুরতুবী

৫. ইজমা (সকল উলামার সর্বসম্মত মতামত):

ফিকহের চার মাজহাবের ইমামদের মধ্যে কোনখানেই সুদ সম্পর্কে ভিন্নমত নেই। ৪ মাজহাবের সারসংক্ষেপ:

১. হানাফি: সুদ সম্পূর্ণ হারাম, যে কোনো রূপে ব্যতিক্রম নেই।

২. মালিকি: সুদ হলো জুলুম।

৩. শাফিঈ: সুদ গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ই গুনাহগার।

৪. হাম্বলি: সুদভিত্তিক চুক্তি বাতিলযোগ্য (باطل)।

মাসিক আল কাওসারের রেফারেন্স:

বাংলাদেশের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য শরিয়াহভিত্তিক গবেষণা জার্নাল “মাসিক আল কাওসার”-এ একাধিক প্রবন্ধে সুদের ভয়াবহতা আলোচনা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য রেফারেন্স:

১. “সুদের অর্থনৈতিক ক্ষতি ও ইসলামী দৃষ্টিতে সমাধান”(৮৫)

২. “সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা”(৮৬)
৩. “রিবা নিষিদ্ধের কুরআনিক যুক্তি ও আধুনিক বিশ্লেষণ” (৮৭)
৪. “সুদ ও শোষণ: জাহিলিয়াত ও বর্তমান বিশ্বে তুলনামূলক আলোচনা” (৮৮)

৮৫.মাসিক আল কাওসার, ইসলামী অর্থনীতি সংখ্যা, ২০১৫

৮৬.মাসিক আল কাওসার, অক্টোবর সংখ্যা, ২০১৮

৮৭.আল কাওসার, জানুয়ারি সংখ্যা, ২০২০

৮৮.আল কাওসার, বিশেষ সংখ্যা, ২০১৭

কেবল সুদ খাওয়া নয়, সহযোগিতাকারী সবাই গুনাহগার। ইসলামী ফিকহে এটাকে আইনি নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে: “যে পাপকে সমর্থন করে সেও গুনাহে অংশীদার।”

সুদের ক্ষতিকর প্রভাব:

ইসলামী অর্থনীতিতে রিবা (সুদ) একটি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ আর্থিক লেনদেন। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সুদকে ধ্বংসাত্মক, সামাজিক অসমতা সৃষ্টিকারী এবং আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধতুল্য ঘোষণা করা হয়েছে। আধুনিক অর্থনীতিতে সুদকে অগ্রগতির হাতিয়ার বলা হলেও বাস্তবে দেখা যায় সুদভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা মানুষের নৈতিকতা, সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য, জাতির সার্বিক উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিকে গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত করে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী সুদ মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষতিকর; যেমন ব্যক্তিজীবনে ঋণের বোঝা, পরিবারে অশান্তি, সমাজে বৈষম্য, রাষ্ট্রে দারিদ্র্য, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঋণ-নির্ভরতা ও নিপীড়ন। নিচে বিষয়গুলো বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হলো।

১. ব্যক্তিগত জীবনে সুদের ক্ষতিকর প্রভাব:

সুদের প্রথম ধ্বংস আসে ব্যক্তির জীবনে। একজন ব্যক্তি যখন ঋণ নেয়, তখন সে ভবিষ্যতের আয় থেকে অর্থ কাটার মাধ্যমে বর্তমানকে ‘ভাড়া’ নেয়। ফলে সময়ের সাথে সাথে সে আর্থিক বিপর্যয়ে পতিত হয়।

সুদ মানুষের হৃদয় থেকে করুণা ও মানবিকতা দূর করে। সুদী পদ্ধতির ভিত্তি হলো ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে ঝুঁকি ছাড়াই মুনাফা আদায় করা। এতে মানবিকতা থাকে না; থাকে শুধু নিজের লাভের হিসাব। রাসূল সা: বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
دِرْهَمٌ يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا، وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً

“কেউ জেনে-শুনে রিবার একটি দিরহাম গ্রহণ করলে তা ছত্রিশ (৩৬) বার ব্যভিচার করার চেয়ে বেশি ভয়াবহ।”(৮৯)

এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায় সুদ এমন একটি নৈতিক অপরাধ যা মানুষের অন্তর্নিহিত নৈতিক কাঠামোকে ভেঙে দেয়। মনুষ্যত্বহীন, অনুভূতিহীন, নিষ্ঠুর সমাজ তৈরি করে।

৮৯. মুসনাদে আহমদ ২/৩৩২

২. মানসিক চাপ ও আর্থিক দাসত্ব:

যে ব্যক্তি সুদের ঋণ গ্রহণ করে, তার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। সুদ-ভিত্তিক ঋণ মানুষকে মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা ও কষ্টে ফেলে।

মনোবিজ্ঞানী গবেষণায় দেখা গেছে, ঋণগ্রস্ত মানুষেরা:

১. অনিদ্রা

২. মানসিক উদ্বেগ

৩. সামাজিক হীনমন্যতা

৪. ডিপ্রেসন। ইত্যাদি সমস্যায় বেশি ভোগে।

কারণগুলো:

১. মাসে মাসে সুদের বোঝা

২. মূলধন অপরিবর্তিত থেকে শুধুই সুদ জমা হতে থাকা

৩. ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার ভয়

৪. পরিবারে অশান্তি

৫. আত্মমর্যাদা ক্ষয়

ফলাফল:

১. উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, হতাশা
২. সামাজিক সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া
৩. কর্মউৎপাদনশীলতা কমে যাওয়া
৪. অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যা পর্যন্ত

বিশ্বব্যাপী তথ্য বলছে যেসব দেশে উচ্চ সুদে ঋণ প্রদান (যেমন ক্রেডিট কার্ড ডেট, লোন শার্ক) বেশি, সেখানে মানসিক রোগীর হার বেশি।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ:

নবী সা: ঋণের কারণে দুঃখ ও অস্থিরতা থেকে আশ্রয় চাইতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই ঋণের ভারে পিষ্ট হওয়া থেকে, শত্রুর কর্তৃত্ব থেকে এবং শত্রুর বিদ্রূপ (উপহাস)-এর শিকার হওয়া থেকে।” (৯০)

— (তিরমিজি)

৩. সুদ মানুষকে দাসত্বে পরিণত করে;

সুদে ঋণ নেওয়া ব্যক্তি নিজের ভবিষ্যৎ আয় সুদদাতার কাছে বন্ধক রাখে। এর মাধ্যমে সে স্বাধীনতা হারায়। আধুনিক ব্যাংকিং এটিকে “Debt Slavery” বলে। উদাহরণ

১ লাখ টাকা ঋণ ৫ বছরে পরিশোধ করতে হয় প্রায় ১.৮ লাখ। অর্থাৎ, মূলধনের দ্বিগুণ কুঁড়াতে হয়। এই অতিরিক্ত অর্থ মানুষকে দাসত্বে পরিণত করে।

৪. অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষতি:

যে ব্যক্তি সুদের অধীনস্থ হয়, সে

১. সঞ্চয় হারায়
২. ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ করতে পারে না
৩. জরুরি পরিস্থিতিতে সংকটে পড়ে
৪. পরিবারে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়

যে সমাজে অধিকাংশ মানুষ ঋণগ্রস্ত, সেই সমাজ কখনো স্বাধীন হতে পারে না।

৫.পারিবারিক জীবনে সংসার ভাঙনের অন্যতম কারণ ঋণ:

পরিবারে অশান্তি ও বিচ্ছেদ বৃদ্ধি আধুনিক পরিবারব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় ঋণগড়ার কারণ অর্থনৈতিক চাপ। সুদের ঋণ সেই চাপকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

- ১.স্বামী-স্ত্রীর ঋণগড়া
- ২.পরিবারে দারিদ্র্য
- ৩.সন্তানের শিক্ষায় ব্যাঘাত
- ৪.পারিবারিক ভাঙন

৯০.তিরমিজি : ৩৪৮২

ইসলাম পরিবারে শান্তি রক্ষা করতে চায়; সুদ সেই শান্তিকে ধ্বংস করে। পরিসংখ্যান দেখায় অধিকাংশ দাম্পত্য কলহের প্রধান কারণ “অর্থনৈতিক চাপ”। সুদে ঋণ বাড়লে

- ১.স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অবিশ্বাস
- ২.খরচ কমানোর চাপ
- ৩.মানসিক অস্থিরতা। ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়।

৬.সন্তানের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়:

পরিবারে ঋণের বোঝা থাকলে,

- ১.শিশুর শিক্ষা ব্যাহত হয়
- ২.পুষ্টির ঘাটতি হয়
- ৩.সুখ-শান্তির পরিবেশ নষ্ট হয়
- ৪.শিশু মানসিকভাবে অস্থিতিশীল হয়

অর্থাৎ, সুদ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে দারিদ্র্য ও সংকটের জঞ্জাল ছড়িয়ে দেয়।

৭. সামাজিক জীবনে সুদের ধ্বংসাত্মক প্রভাব:

সুদ এক ধরনের “অর্থনৈতিক শোষণের বৈধ পদ্ধতি”। ধনী ব্যক্তি তার টাকা শুধু ধার দিয়ে কিছু না করেই ধনী হয়। আর গরিব ব্যক্তি শ্রম দিলেও ঋণের কারণে আরও গরিব হয়। ইসলাম এ কারণেই সুদ নিষিদ্ধ করেছে।

কুরআন বলে:

وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا

“আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন।”(৯১)

বলা হয়েছে, সুদ ধ্বংস ডেকে আনে—কারণ এটি সমাজকে ধনী-দরিদ্র দ্বন্দ্বে বিভক্ত করে।

৯১.সূরা আল-বাকারাহ ২৭৬

৮. সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি:

সুদব্যবস্থা হলো ধনীদের সম্পদ বাড়ানোর এবং গরিবদের সম্পদ কমানোর এক অমানবিক কৌশল।

ধনী → আরো ধনী। তারা ব্যাংকে টাকা রেখে সুদ খায়। তারা জমি কেনে। ব্যবসায় ঝুঁকি ছাড়াই আয় করে।

গরিব → আরো গরিব। তারা ঋণ নেয়। উচ্চসুদের কিস্তির লক্ষ্যে দৌড়ায়। আয় বাড়লেও ঋণ বাড়ে।

ফলে সমাজে “ধনী—আর—ধনী” ও “গরিব—আর—গরিব” বৈষম্য সৃষ্টি হয়। কারণ সুদ যে প্রবাহ তৈরি করে তা সবসময় ধনীদের দিকে যায়। একে বলা হয়: **wealth extraction economy**. যেমন:

ব্যাংকগুলো যে সুদ আদায় করে তা সমাজের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের শ্রম থেকে আহরণ হয়। ফলে অর্থ উপরের স্তরে জমা হয়।

৯. সমাজে হিংসা, বিদ্বেষ ও অসন্তোষ বৃদ্ধি:

ঋণের চাপে মানুষ:

১. জালিয়াতি করে
২. আত্মহত্যা করে
৩. অপরাধে জড়িয়ে পড়ে
৪. ব্যাংকের সাথে বিরোধে যায়
৫. সমাজে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। ফলে সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে।

ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেছেন:

সুদ সমাজে শত্রুতা, বিদ্বেষ ও দয়া-করুণা নষ্ট করে।(৯২)

৯২. ইঘাসাতুল লাহফান

১০. সুদের কারণে মুদ্রাস্ফীতি:

সুদ যত বাড়ে, ব্যবসার খরচ তত বাড়ে। ফলে

১. বাজারে পণ্যের দাম বাড়ে
২. মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়
৩. মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে
৪. দারিদ্র্য বাড়ে
৫. ঋণ ব্যয় বাড়ে
৬. ব্যবসার খরচ বাড়ে
৭. জনগণ আরও চাপের মুখে পড়ে

একে economists বলেন: Cost-push inflation due to interest burden। অতএব, সুদ একটি দেশের ক্রয়ক্ষমতা ধ্বংস করে।

১১. সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধ বৃদ্ধি

ঋণের বোঝা মানুষকে

১.প্রতারণা

২.চুরি

৩.দুর্নীতি

৪.মাদক ব্যবসা

৫.আত্মহত্যা

এর মতো অপরাধে ঠেলে দেয়। বিশ্বজুড়ে ৪০% আত্মহত্যার অন্যতম কারণ “ঋণের চাপ”— রয়েছে এমন গবেষণাও আছে।

১২. অর্থনীতিতে সুদের ক্ষতিকর প্রভাব:

অর্থনৈতিক মন্দা (Economic Depression) সৃষ্টি...বিশ্বের অর্থনীতিবিদরা একমত সুদি ব্যবস্থা অর্থনীতিতে বুদবুদ (bubble) তৈরি করে।

যেমন:

১.১৯২৯ Wall Street Crash

২. ২০০৮ Global Financial Crisis

৩. বিভিন্ন দেশের ব্যাংকিং পতন

কারণ:

ঋণের ওপর ঋণ, তার ওপর আবার সুদ একসময় তা পরিশোধ অযোগ্য হয়ে ওঠে। অর্থনীতি ধসে পড়ে।

মাসিক আল-কাওসারের এক গবেষণায় উল্লেখ আছে:

সুদ-ভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রকৃত উৎপাদন ছাড়া মূলধন বৃদ্ধি পায় বলে অর্থনীতিতে ভারসাম্য নষ্ট হয়।

১৩. রাষ্ট্রীয় ঋণের বোঝা:

আজকের বিশ্বের প্রায় সব দেশই আন্তর্জাতিক সুদ ঋণে জর্জরিত। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মিশর, ঘানা, নাইজেরিয়া— সবাই সুদের কারণে বাজেট ঘাটতিত ভুগছে। পরিণতি :

১. বাজেটের বড় অংশ সুদের খরচে চলে যায়
 ২. উন্নয়ন ব্যয় কমে যায়
 ৩. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি খাতে বরাদ্দ কমে যায়
 ৪. রাষ্ট্র ক্রমে দেউলিয়া হয়ে পড়ে
- শ্রীলংকার ২০২২ সালের অর্থনৈতিক পতনের অন্যতম কারণ ছিল সুদের ঋণ।

১৪. উৎপাদনশীল খাতের পতন:

সুদের কারণে মানুষ উদ্যোক্তা হওয়ার পরিবর্তে

১. টাকা ব্যাংকে রেখে সুদ খায়
২. ব্যবসা, শিল্প, কৃষি, ইত্যাদি ঝুঁকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ করে না। ফলে:

১. উৎপাদন কমে
২. বেকারত্ব বাড়ে
৩. GDP স্থবির হয়

ইসলাম এজন্য বলেছে:

“আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদ হারাম।” (৯৩)

ব্যবসা মানেই উৎপাদন; সুদ মানেই শোষণ।

১৪. আমদানি-নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়:

সুদে ঋণ নিয়ে

১. দেশ আমদানি বাড়ায়
২. মুদ্রাবাজার অস্থিতিশীল হয়
৩. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে
৪. একসময় দেশকে IMF-এর মতো প্রতিষ্ঠানের কাছে “নিয়ন্ত্রণ সমর্পণ” করতে হয়। এটাই আন্তর্জাতিক সুদব্যবস্থার চরম নিপীড়ন।

১৫. জাতীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত:

যেসব দেশ IMF—World Bank এর সুদের ঋণে জর্জরিত:

১.Pakistan

২.Bangladesh

৩.Egypt

৪.African countries

৫.Latin America

তাদের বার্ষিক বাজেটের বড় অংশ সুদ পরিশোধেই শেষ হয়ে যায়। ফলে:

১.স্বাস্থ্য

২.শিক্ষা

৩.সামাজিক সেবা

৪.উন্নয়ন। সব খাতেই ঘাটতি তৈরি হয়।

৯৩.সূরা আল-বাকারাহ ২৭৫

১৬. মেগা-প্রকল্পের সুদের ফাঁদ:

বহু উন্নয়ন প্রকল্পে বিদেশি ঋণ নেওয়া হয় ৩-৬% সুদে। ১০-২০ বছর পর মূলধনের দ্বিগুণ অর্থ পরিশোধ করতে হয় প্রকল্প “লাভ” তো নয়ই, বরং ক্ষতির বোঝা তৈরি করে। এটাই IMF-ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের “ঋণ-ফাঁদ নীতি”।

১৭. আন্তর্জাতিক ঋণ হলো আধুনিক দাসত্ব:

বহু দরিদ্র দেশ বৈশ্বিক সুদব্যবস্থায় বন্দী। আফ্রিকার বহু দেশ ঋণের সুদ পরিশোধ করেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আগে ছিল সামরিক উপনিবেশ। এখন আছে ঋণের উপনিবেশ। IMF ও World Bank সুদের মাধ্যমে দেশগুলোকে দাস বানায়: যেমন

১.নীতি চাপিয়ে দেয়

২.বাজার খুলে দিতে বাধ্য করে

- ৩.সম্পদের ওপর অধিকার দাবি করে
- ৪.রাজনৈতিক শর্ত চাপায়

উদাহরণ: জাম্বিয়া ৪০ বছর ধরে বিশ্বব্যাংক IMF এর কাছে ঋণ শোধ করেও মূলধনের চেয়ে ৮ গুণ বেশি ফেরত দিয়েছে তবুও ঋণ শোধ হয়নি!

১৮.বিশ্ব শান্তি নষ্ট হয়:

বিশ্বযুদ্ধ, আঞ্চলিক সংঘাত, রাজনৈতিক সংকট সুদের ভূমিকা আছে:

- ১.যুদ্ধ ঋণের ওপর ঋণ
- ২.অস্ত্র কেনার জন্য সুদী লোন
- ৩.দেশগুলো ঋণের চাপে যুদ্ধে জড়ায়
- ৪.সুদ একটি অমানবিক বৈশ্বিক প্রক্রিয়া।

১৯.অর্থনৈতিক সঙ্কট—ব্যাংকিং ক্রাইসিস:

সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার কারণে

- ১.১৯৩০ সালের মহামন্দা
- ২.১৯৯৭ এশিয়ান অর্থনৈতিক সংকট
- ৩.২০০৮ গ্লোবাল ব্যাংকিং ক্রাইসিস
- ৪.২০২০ কোভিড পরবর্তী মন্দা

এসব বড় সংকট সৃষ্টি হয়েছে। কারণ সুদভিত্তিক অর্থনীতি “বুদ্বুদ” (bubble) তৈরি করে, যা ভেঙে গেলে পুরো বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২০.রিবা ও নৈতিকতার ক্ষতি:

সুদ শুধু অর্থনীতিকে ধ্বংস করে না, মানুষকে নৈতিকতার দিক থেকেও দূষিত করে।

২১. বিনা পরিশ্রমে লাভের প্রবণতা:

সুদ মানুষকে শিখায়,

- ১.ঝুঁকি না নিয়ে আয় করতে
- ২.পরিশ্রম ছাড়াই টাকা বাড়াতে
- ৩.মানুষের কষ্টের বিনিময়ে সম্পদ জমাতে

২২. লোভ ও স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পায়:

- যে ব্যক্তি সুদ খায়
- ১.অন্যের কষ্টকে পুঁজি করে
 - ২.মানুষের দুর্বলতাকে শোষণ করে
 - ৩.লোভী ও নিষ্ঠুর হয়

ইসলাম চায় মানুষ উৎপাদক হবে, শোষক নয়।

২৩. ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সুদের ধ্বংসাত্মক প্রভাব:

সুদ আল্লাহর অভিশাপ ডেকে আনে। কুরআন বলে:

فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

“আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা।” (৯৪)

হাদিসেও এসেছে,

অভিশপ্ত সুদখোর, সুদদাতা, লেখক ও সাক্ষী।”(৯৫)

এটি কুরআনের সবচেয়ে ভয়াবহ হুঁশিয়ারি।কুরআন ও হাদিসে সুদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছে;

কারণ সুদ:

- ১.আল্লাহর ন্যায়বিচারের বিরোধী
- ২.মানুষের হক নষ্টকারী
- ৩.সমাজ ধ্বংসকারী

২৪.কুরআনের ভাষা: আল্লাহ ও রসূলের যুদ্ধ ঘোষণা

“فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ”

সুদ পরিত্যাগ না করলে আল্লাহ নিজে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এটি কোনো গোনাহের ক্ষেত্রে নেই।

-
৯৪. সূরা আল-বাকারাহ ২৭৯
 - ৯৫.(সহিহ মুসলিম ১৫৯৮)
 - ৯৬.বাকারাহ: ২৭৯)

২৫. কবরের শাস্তি:

হাদিসে এসেছে, সুদখোরের কবর আজাব সবচেয়ে কঠিন হবে।

২৬.. সুদের সামগ্রিক ধ্বংস :

ইমাম গাজ্জালী, ইবনে কাইয়্যিম, ইমাম নববী সহ বহু আলেম বলেন—

“সুদ সমাজের অর্থনীতিকে শুষে নেয়, দুর্নীতি বাড়ায়, উৎপাদন হ্রাস করে এবং বৈষম্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যায়।”

২৭.দোয়া কবুল হয় না:

বাকি অনেক ব্যাখ্যা

أَكُلُ الرِّبَا لَا يُسْتَجَابُ لَهُ دُعَاءُ أَرْبَعِينَ صَبَاح

“সুদ খোরের দোয়া কবুল হয় না।”(৯৭)

২৮.সম্পদে বরকত থাকে না

রাসূল সা:) বলেন

وَإِنْ كَثُرَ الرِّبَا فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ

> “যে সম্পদে সুদ মিশে যায়, তা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায়।”(৯৮)

ইবনু মাজাহ: ২২৭৯

২৯.সুদে জড়িত ব্যক্তির:

১.লোভ বাড়ে

২.দয়া কমে

৩.ঈমান দুর্বল হয়

হারাম-হালালের সংবেদনশীলতা নষ্ট হয়

৯৭.তাবরানি৬৭৯২

৯৮.ইবনু মাজাহ: ২২৭৯

২৭. মাসিক আল-কাওসার – সুদের ক্ষতির বিশ্লেষণ:

আল-কাওসারের বিভিন্ন সংখ্যায় সুদের ক্ষতি নিয়ে গবেষণা রয়েছে। প্রধান বিষয়গুলো

১. সুদ অর্থনীতির “অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ” সৃষ্টি করে।

২. সুদ-খেলাপির সমস্যা আসলে সুদব্যবস্থার ফল।

৩. সুদভিত্তিক ব্যাংকিং কৃষককে ঋণচক্রে ফাঁসায়।

৪. IMF-এর সুদনীতি দরিদ্র দেশকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়।

৫. সুদ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে।

৬. সুদ সমাজে অন্যায় সম্পদ বণ্টন তৈরি করে।

সুদ ব্যক্তিকে দাস বানায়, পরিবারকে ধ্বংস করে, সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে, রাষ্ট্রকে পঙ্গু করে এবং বিশ্বকে অস্থিতিশীল করে তোলে।(৯৯)

সুদ মুক্ত অর্থনীতি মানেই শান্তি, ন্যায়বিচার ও বারাকাহ(১০০)

ব্যবসা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য:

ইসলামী অর্থনীতির দুই মৌলিক ধারণা— রিবা (সুদ) ও বাই (ব্যবসা/বেচাকেনা)—শব্দগত কিছু মিল থাকলেও প্রকৃত অর্থে পরস্পর বিপরীত। কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।” (১০১)

৯৯.মাওলানা মুজিবুর রহমান (মাসিক আল-কাওসার):

১০০.মাওলানা যাইনুল আবিদীন

১০১.সুরা আল-বাকারাহ ২৭৫

১. সংজ্ঞাগত পার্থক্য: রিবার সংজ্ঞা (সুদ)

ফিকহ মতে রিবা হলো

১. চুক্তিবদ্ধ ঋণের বিনিময়ে অতিরিক্ত আদায়, বা
২. ছয় বস্তুর (স্বর্ণ-রৌপ্য-গম-যব-খেজুর-লবণ) বিনিময়ে শর্তাধীন অতিরিক্ততা।

হাদিসে এসেছে:

"যে ঋণ অতিরিক্ত লাভ আনে, তা রিবা।"(১০২)

ব্যবসার সংজ্ঞা (বাই):

ফিকহে ব্যবসা হলো—

“কোনো বস্তু, সম্পদ বা সেবার মালিকানা বিনিময়ের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা, যাতে উভয় পক্ষ স্বেচ্ছায় সম্মত থাকে।”

২. চুক্তির প্রকৃতিগত পার্থক্য: রিবা ধার ভিত্তিক চুক্তি

১.মূল উদ্দেশ্য: নির্দিষ্ট ও নিশ্চয়তাপূর্ণ লাভ

২.ঝুঁকি: ঋণদাতার কোনো ঝুঁকি থাকে না

৩.চরিত্র: দাবিদারমূলক, চাপ সৃষ্টি করে

৪.ইসলামে হারাম: কারণ এতে 'অন্যায় লাভ' ও 'শোষণ' নিহিত থাকে।

ব্যবসা সম্পদ বিনিময়ভিত্তিক চুক্তি:

১.মূল উদ্দেশ্য: পণ্য বা সেবা বিনিময়

২.ঝুঁকি: ক্রেতা-ব্যবসায়ী উভয়েরই ঝুঁকি থাকে

৩.লাভ: বাজারে চাহিদা-জোগানের উপর নির্ভরশীল, নিশ্চিত নয়

৩.চরিত্র: উভয়ের উপকারে আসে; পারস্পরিক স্বার্থের সমন্বয়

১০২.আল-বায়হাকি, শু'আবুল ইমান

৩. ঝুঁকি (Risk) ও দায়বদ্ধতার পার্থক্য:

ফিকহের একটি সর্বজনীন নীতি হলো "আল-খরাজু বিল-দামান" অর্থাৎ ঝুঁকি যার, লাভও তার।

রিবার ক্ষেত্রে: ঋণদাতা টাকা দেয়, কিন্তু কোনো ঝুঁকি নেয় না। ব্যবসা লোকসান করলে সুদসহ ঋণ ফেরত দিতে হয়। ঋণদাতার কোনো ক্ষতি নেই তাই এটি জুলুম।

ব্যবসার ক্ষেত্রে: ব্যবসায়ী পণ্য কিনলে সে ঝুঁকি নেয়। পণ্য নষ্ট হলে, বিক্রি না হলে, দাম কমলে তার ক্ষতি হয়। লাভ পেলে তবেই উপার্জন হয়। এটাই হালাল আয়।

৪. লাভের প্রকৃতিগত পার্থক্য:

রিবা লাভ নিশ্চিত: সময় বাড়লে লাভ বাড়ে।কোনো বাস্তব উৎপাদন বা বিনিময় নেই।

ব্যবসা লাভ অনিশ্চিত: বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল।বাস্তব বিনিময় ও শ্রম যুক্ত থাকে।

৫. সম্পদ সৃষ্টিতে পার্থক্য:

রিবা:নতুন সম্পদ তৈরি করে না। শুধু সম্পদ একদিক থেকে অন্য দিকে স্থানান্তর করে। অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ায়। দরিদ্র-মধ্যবিত্তের ওপর চাপ সৃষ্টি করে

ব্যবসা:উৎপাদন, বিতরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। সমাজে সম্পদ বৃদ্ধি করে। অর্থনীতিতে প্রবাহ বাড়ায়

৬. শরীয়তসম্মত প্রমাণমূলক পার্থক্য: পবিত্র কুরআন থেকে

“আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।”(১০৩)

১০৩. সূরা আল-বাকারাহ ২৭৫

“যদি তোমরা সুদ পরিহার না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা জেনে নাও।”(১০৪)

হাদিস থেকে:

“সুদখোর, সুদদাতা, লেখক ও সাক্ষী—সকলেই সমান অপরাধী।”(১০৫)

৭. নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারগত পার্থক্য:

রিবা:

১. দুর্বলকে শোষণ করে

২. মানবিক সংকট ব্যবহার করে লাভ করে

৩. দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করে

৪. সমাজে ঘৃণা, বৈষম্য ও অর্থনৈতিক ফাটল সৃষ্টি করে

ব্যবসা:

- ১.উভয়ের উপকারে আসে
- ২.মানুষকে পরস্পর নির্ভরশীল ও সহায়ক করে
- ৩.দরিদ্র-মধ্যবিত্তের উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে
- ৪.সামাজিক সংহতি ও ন্যায়বিচার শক্তিশালী করে

১০৪.বাকারাহ ২৭৯

১০৫.সহিহ মুসলিম: ১৫৯৮

বিনিময় ও ঝুঁকির ধারণা:

ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক ভিত্তি দুটি

১. বিনিময় (مبادلة / Exchange)
২. ঝুঁকি (ضمان / Risk-bearing)

হালাল ব্যবসা ও হারাম রিবা (সুদ)-এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে এই দুই ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন-হাদিসের মূলনীতি হলো যেখানে প্রকৃত বিনিময় নেই, এবং ঝুঁকি নেই সেখানে লাভ হালাল নয়।

বিনিময়ের ধারণা (Exchange in Islamic Law):বিনিময়ের মৌলিক সংজ্ঞা

ইসলাম অর্থনৈতিক লেনদেনকে “বিনিময়ভিত্তিক” করতে চায়। বিনিময় (مبادلة) বলতে বোঝায়

“এক পক্ষের মালিকানাধীন সম্পদ অন্য পক্ষের কাছে স্থানান্তরিত হওয়া এবং এর বিনিময়ে সমমান বা উপযোগসম্পন্ন কিছু গ্রহণ করা।”

বিনিময় তিনটি মৌলিক উপাদানের ওপর দাঁড়িয়ে:

১. মালিকানা (Ownership)
- ২.উপকার বা সম্পদ স্থানান্তর (Transfer of value)

৩.স্বৈচ্ছাসম্মত সম্মতি (Mutual consent)

কুরআনের দলিল:

“আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন।”(১০৬)

এখানে “বাই” (بيع) শব্দটি হলো বিনিময়ের মূল ধারণা।

হাদিস থেকে প্রমাণ

রাসূল সা: বলেছেন

“ক্রয়-বিক্রয় উভয় পক্ষের সম্মতি ছাড়া বৈধ নয়।”(১০৭)

১০৬.বাকারাহ ২৭৫

১০৭.সুনান ইবনু মাজাহ, হাদিস ২১৮৫

এখানে “সম্মতি” বলতে আসল বিনিময়ের বাস্তবতা বোঝানো হয়েছে।

ইসলামী দৃষ্টিতে বিনিময় অপরিহার্য:

ইসলাম সম্পদের বৃদ্ধি চায় উৎপাদন, সেবা, বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে, যেখানে সমাজে মূল্য সৃষ্টি হয়।

বিনিময় না থাকলে মূল্য সৃষ্টি হয় না, আর উৎপাদনবিহীন উপার্জনকে ইসলাম ন্যায্য ভাবে না।

ইবনু আল-কায়্যিম বলেন—

“যে পারিশ্রমিক প্রকৃত মূল্য সৃষ্টি করে না, তা গ্রহণ করা বৈধ নয়।”(১০৮)

বিনিময়ের প্রকারভেদ (ফিকহ অনুযায়ী)

১. বস্তুগত বিনিময় (Commodity exchange)

যেমন স্বর্ণ-রৌপ্য বিনিময়, খাদ্যদ্রব্য বিনিময়, স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ বিক্রয়

২. আর্থিক বিনিময় (Monetary exchange)

টাকা দিয়ে পণ্য ক্রয়, টাকা দিয়ে সেবা ক্রয়

৩ শ্রম ও দক্ষতার বিনিময় (Service exchange):

কাজ/পরিশ্রমের বিনিময়ে মজুরি (উজরাহ)

ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিময়ের চরিত্র:

বিনিময়ের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো থাকে সম্পদের বাস্তবতা (Real Asset)। বিনিময় তখনই বৈধ যখন বস্তু বা সম্পদটি ভৌত, অথবা কোনো কার্যকর সেবা এর মাধ্যমে সামাজিক উপকার সৃষ্টি করে।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম বলেন—

“ব্যবসা তখনই হালাল হয় যখন সম্পদ প্রকৃত হয় এবং উভয় পক্ষের উপকারে আসে।”(১০৯)

১০৮. শরহ সহিহ মুসলিম

১০৯.ইলামুল মুয়াক্কিয়ন, ৩/১৫৭

পরিশ্রম, উৎপাদন ও মূল্য (Effort-Value Relationship):

ইসলাম বলে শ্রম, বুদ্ধি বা পুঁজি যে কোনো মৌলিক ইনপুটের বিনিময়ে আয় বৈধ। যেখানে মূল্য সৃষ্টি নেই, সেখানে উপার্জনও বৈধ নয়।

রিবায় বিনিময় নেই কেন:

রিবা (সুদ) এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে

- ১.কোনো পণ্য নেই
- ২.কোনো সেবা নেই
- ৩.কোনো বাস্তব বিনিময় নেই

ইমাম নববী বলেন

“রিবায় কোনো বাস্তব বিনিময় নেই, শুধু সময়ের বিনিময়ে লাভ এ কারণেই এটি হারাম।”

(১১০)

বিনিময় ও ন্যায়বিচার:

বিনিময়ের মাধ্যমে উভয় পক্ষ লাভবান হয়।কেউ কাউকে শোষণ করে না।সামাজিক উৎপাদন বাড়ে

কুরআনের নীতি:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۝

“পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা কর।”(১১১)

এটি ন্যায়বিচারভিত্তিক বিনিময়ের মূলনীতি।

ঝুঁকির সংজ্ঞা:

ফিকহে ঝুঁকি দামান (ضمان) অর্থাৎ কোনো সম্পদে ক্ষতির সম্ভাবনা নিজের ওপর নেওয়া।
যে ব্যক্তি মালিকানার ঝুঁকি বহন করে তিনিই লাভ পাওয়ার অধিকারী।

১১০:সুরা নিসা: ২৯

১১০.তিরমিজি ১২৮৫

এটি সুন্নাহর মূলনীতি:

“الخراج بالضمنان”

“ঝুঁকি যার, লাভ তার।”এ হাদিস ফিকহে সর্বজনীন নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

ঝুঁকি নেওয়া হালাল লাভের শর্ত:

ক. ঝুঁকি ছাড়া লাভ হলে তা অন্যায় সুবিধা হয়

যেমনসুদে ঋণদাতা সবসময় লাভবান হয়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা কখনো লোকসানেও পড়ে।

খ.. ঝুঁকি ব্যবসার প্রাণ

ব্যবসা করতে গেলে। পণ্য নষ্ট হতে পারে। বাজারে দাম কমতে পারে। চাহিদা কমে যেতে পারে। এগুলোই ঝুঁকি, যা বৈধ লাভকে হালাল করে।

গ. ঝুঁকি নেওয়া মানে সমাজে উপকার সৃষ্টি:

১. ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া ব্যবসা হয় না।

২. ব্যবসা ছাড়া উৎপাদন হয় না।

৩. উৎপাদন ছাড়া সমাজ উপকৃত হয় না।

ঝুঁকি ছাড়া লাভ মানে শোষণ;

কারও কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই তবুও লাভ নিচ্ছে এটি ন্যায়বিচারবিরোধী। উদাহরণ:

ঋণদাতা সবসময় লাভবান হয়, কিন্তু ঋণগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সুদ দিতে বাধ্য।

ঝুঁকি হলো হালাল লাভের শর্ত:

মালিকানার ঝুঁকি না নিলে লাভ হালাল হয় না। ইবনু রুশদ বলেন “যে সম্পদের ওপর ঝুঁকি নেই, সে সম্পদে আয় বৈধ নয়।”(১১১)

ঝুঁকি সমাজকে উপকৃত করে:

১. ঝুঁকি নিলে ব্যবসা হবে

২. ব্যবসা হলে উৎপাদন হবে

৩. উৎপাদনে সমাজ উপকৃত হবে

১১১.বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ৩/১৪২

ঝুঁকির তিন ধরন (ফিকহ অনুযায়ী)

১. উৎপাদন ঝুঁকি (Production risk):

পণ্য নষ্ট হওয়া, যথাসময়ে উৎপাদন না হওয়া ইত্যাদি।

২ বাজার ঝুঁকি (Market risk);

দাম কমে যাওয়া, চাহিদা কমে যাওয়া, বিক্রি না হওয়া।

৩ আর্থিক ঝুঁকি (Financial risk);

ব্যবসার লোকসান হওয়া, মুনাফা কমে যাওয়া।

ব্যবসায় ঝুঁকি—রিবার বিপরীত:

১.ব্যবসায়

২.পণ্য ক্ষতি হতে পারে

৩.বাজারে দাম কমে যেতে পারে

৪.বিনিয়োগ ডুবে যেতে পারে

রিবার:

১.ঋণদাতা সবসময় লাভবান

২.ঋণগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অর্থ দিতে বাধ্য

৩.এ কারণে রিবাকে কুরআন আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলেছেন।

বিনিময় ও ঝুঁকির পারস্পরিক সম্পর্ক:

ইসলাম এই দুইটি ধারণাকে একসঙ্গে যুক্ত করে,

১. যেখানেই প্রকৃত বিনিময় থাকে, সেখানেই ঝুঁকি থাকে। এটাই হালাল ব্যবসা।

২. যেখানেই বিনিময় নেই, ঝুঁকি নেই, লাভ নিশ্চিতসেটি রিবা।

ইসলাম বিনিময়ভিত্তিক লাভকে উৎসাহ দেয়:

১. ঝুঁকিবিহীন লাভকে হারাম করে।

বাস্তব উদাহরণ:

১. মুদারাবা (Mudarabah):

১. বিনিয়োগকারী মূলধনের ঝুঁকি নেয়

২. উদ্যোক্তা শ্রমের ঝুঁকি নেয়

৩. লাভ ভাগাভাগি

৪. ক্ষতিতে বিনিয়োগকারী ক্ষতি বহন করে এটি পুরোপুরি বিনিময় ঝুঁকি মডেল।

২. মুশারাকা (Musharakah):

১. দুই পক্ষই মূলধন দেয়

২. উভয়েই ঝুঁকি নেয়, এ কারণে এটি সম্পূর্ণ হালাল মডেল।

৩. মুরাবাহা (Murabahah):

১. ব্যাংক পণ্য ক্রয় করে মালিকানা গ্রহণ করে

২. এতে ঝুঁকি থাকে তাই লাভ বৈধ।

বিদ্বানদের ব্যাখ্যা:

ইমাম ইবনু আবিদীন (হানাফি)

“রিবা হলো এমন অতিরিক্ততা যার বিনিময়ে কোনো গ্যারান্টিযুক্ত ঝুঁকি থাকে না।” (১১২)

১১২. হাশিয়াতু ইবনু আবিদীন, ৫/১৫০

ইমাম ইবনু কুদামা (হানবলি)

“ব্যবসা বৈধ হয় যখন বিক্রেতা পণ্যের ঝুঁকি বহন করে।”(১১৩)

ইমাম নববী (শাফেয়ী)

“ব্যবসার লাভ ঝুঁকির কারণে বৈধ হয়, আর রিবার লাভ ঝুঁকি না থাকার কারণে হারাম হয়।”(১১৪)

সুদভিত্তিক বনাম ব্যবসাবিত্তিক অর্থনীতি:

আর্থিক ব্যবস্থার দুটি মূল মডেল মানব ইতিহাসে প্রভাব ফেলেছে

1. সুদভিত্তিক অর্থনীতি (Interest-based Economy)
2. ব্যবসাবিত্তিক অর্থনীতি (Trade/Enterprise-based Economy)

ইসলামী অর্থনীতি সুদভিত্তিক অর্থনীতিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং ব্যবসাবিত্তিক অর্থনীতিকে উৎসাহ দিয়েছে। কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন

“আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।” (১১৫)

সুদভিত্তিক অর্থনীতি (Interest-based Economy):

“যে ঋণ বা পণ্যে অতিরিক্ত পরিমাণ আদায় করা হয়, যেখানে বাস্তব বিনিময় বা ঝুঁকি নেই।”(১১৬)

১১৩.আল-মুগনি, ৪/১৫৮

১১৪.শরহ সহিহ মুসলিম, নববী

১১৫.বাকারাহ ২৭৫

১১৬.ইবনু কুদামা, আল-মুগনি

আধুনিক অর্থনৈতিক সংজ্ঞা

“টাকার বিনিময়ে টাকার বৃদ্ধি, যেখানে সময়কে মূলধন হিসেবে গণ্য করা হয়।”

বৈশিষ্ট্য:

1. ঝুঁকিমুক্ত লাভ
2. উৎপাদন নয়, সময়কে পুঁজি বানানো
3. সম্পদের একমুখী প্রবাহ
4. মন্দার সময় ঋণগ্রহীতার বোঝা বৃদ্ধি
5. সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা

নৈতিক ও সামাজিক সমস্যা:

- ১.শোষণমূলক: দরিদ্রকে আরও দারিদ্র্য আঘাত
- ২.সম্পদের কৃত্রিম বৃদ্ধি: উৎপাদনবিহীন আয়
- ৩.বুদবুদ অর্থনীতি: উদাহরণ ২০০৮ বৈশ্বিক সংকট
- ৪.সামাজিক মূল্যবোধ হ্রাস

ব্যবসায়িক অর্থনীতি (Trade-based Economy):

ফিক্‌হ সংজ্ঞা

> “বাস্তব পণ্য বা সেবার বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ।”(১১৭)

বৈশিষ্ট্য:

1. ঝুঁকিভিত্তিক লাভ: “যে ঝুঁকি নেয়, তারই লাভ।” — তিরমিজি ১২৮৫
2. উৎপাদন ও মূল্য সৃষ্টি
3. সম্পদের সুষম বণ্টন
4. উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি বৃদ্ধি
5. বাস্তব অর্থনীতি শক্তিশালী

১১৭.আল-কাসানী, বদায়েউস সানাই

সামাজিক ও নৈতিক প্রভাব:

- ১.কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- ২.দারিদ্র্য হ্রাস
- ৩.নৈতিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা

৪. সমাজে স্থিতিশীলতা

বিনিময় এবং ঝুঁকি:

১. বিনিময় (Exchange)
২. মালিকানা স্থানান্তর
৩. স্বেচ্ছাসম্মত সম্মতি

মূল্য সৃষ্টি

রিবায় বিনিময় নেই হারাম

ঝুঁকি (Risk);

১. ক্ষতির সম্ভাবনা গ্রহণ
২. ঝুঁকিভিত্তিক লাভ হালাল
৩. রিবায় ঝুঁকি নেই → হারাম

ফিকহী মূলনীতি

> “الخراج بالضمن” — ঝুঁকি যার, লাভ তার।

: ইসলামী দৃষ্টিকোণ:

১. কুরআন: ব্যবসাকে বৈধ, সুদকে হারাম
২. হাদিস: রাসূল ﷺ একজন সৎ ব্যবসায়ী
৩. ঝুঁকি + বিনিময় = হালাল মুনাফা
৪. ইসলামী অর্থনৈতিক মডেল: মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, ইজারা

আধুনিক অর্থনীতি ও বাস্তব উদাহরণ:

১. ২০০৮ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট: সুদভিত্তিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা
২. মালয়েশিয়া, সৌদি, UAE-তে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের স্থিতিশীলতা
৩. সেন্টার ফর ফাইন্যান্সিয়াল স্টাডিজ: সুদবিহীন অর্থনীতি বেশি নিরাপদ

সুদভিত্তিক অর্থনীতির সামাজিক ক্ষতি:

1. পারিবারিক বেকারত্ব বাড়ে
2. গরিবরা ঋণের বোঝায় ডুবে যায়
3. আত্মহত্যা ও অপরাধ বেড়ে যায়
4. সমাজে বঞ্চনা বাড়ে
5. সম্পদ ১% মানুষের হাতে গিয়ে জমা হয়
6. মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস হয়

ব্যবসায়িক অর্থনীতির সুবিধা:

1. কর্মসংস্থান সৃষ্টি
2. উৎপাদন বৃদ্ধি
3. প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন
4. রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধি
5. সামাজিক স্থিতিশীলতা
6. নৈতিক অর্থনীতি গঠন

সুদভিত্তিক ব্যাংকিং বনাম ইসলামিক ব্যাংকিং: বাস্তব উদাহরণ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

আধুনিক বিশ্বে অর্থনীতি মূলত দুই ধরনের ব্যাংকিং সিস্টেমের ওপর নির্ভরশীল

1. সুদভিত্তিক ব্যাংকিং (Conventional/Interest-based Banking)
2. ইসলামিক ব্যাংকিং (Shariah-compliant/Profit-and-loss sharing Banking)

সুদভিত্তিক ব্যাংকিংয়ে মূলধনের বিনিময়ে সুদ নির্ধারিত থাকে, আর ঋঁকি নেয়ার প্রয়োজন নেই।

ইসলামিক ব্যাংকিংয়ে মূলধনের ঋঁকি উভয় পক্ষ ভাগাভাগি করে নেয়, এবং সুদকে হারাম বলে গণ্য করা হয়। সুদভিত্তিক ব্যাংকিংয়ে ব্যাংক ঋণ প্রদান করে এবং নির্দিষ্ট সুদ ধার্য করে, যেখানে ঋঁকি প্রায়শই গ্রাহকের ওপর থাকে। ইসলামিক ব্যাংকিংয়ে সুদ হারাম, এবং ব্যাংক

ও গ্রাহক উভয়ই ঝুঁকি ভাগাভাগি করে। কুরআন সুদভিত্তিক অর্থনীতি ও ব্যাংকিং নিষিদ্ধ করেছে:

“আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।” (১১৮)

সুদভিত্তিক ব্যাংকিং (Conventional Banking):

ব্যাংক মূলধন ঋণ হিসেবে দেয়। ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুদ সহ মূলধন ফেরত দেয়। ঝুঁকি প্রায়শই ঋণগ্রহীতার ওপর স্থানান্তরিত হয়।

ফিকহী ব্যাখ্যা:

> রিবা এমন লেনদেন যেখানে মূলধন ছাড়াও অতিরিক্ত পরিমাণ ধার্য করা হয়, কোন উৎপাদন বা ঝুঁকি ছাড়া। (১১৯)

আধুনিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ:

“Interest-based banking is a system where money generates more money without direct involvement in production or risk-sharing.”

১১৮. বাকারাহ: ২৭৫

১১৯. ইবনু কুদামা, আল-মুগনি

প্রকৃত উদাহরণ:

২০০৮ সালের মার্কিন সাবপ্রাইম ঋণ সংকট:

উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ প্রদান। ঋণগ্রহীতা Defaults করলেও ব্যাংক ঠিকঠাক লাভ পেতে সক্ষম। বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি ধসে পড়ে

১. বৈশিষ্ট্য:

১. ঝুঁকিমুক্ত লাভ: ব্যাংক সবসময় সুদ আয় করে
২. উৎপাদনের সাথে সম্পর্ক নেই: শুধু টাকা থেকে টাকা বৃদ্ধি

3. সম্পদ কেন্দ্রীভূত: ধনী ব্যাংক/ঋণদাতা আরও ধনী হয়
4. সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি: দরিদ্রদের ওপর ঋণের বোঝা
5. অস্থিতিশীলতা: আর্থিক মন্দার সময় ব্যর্থতা

পরিসংখ্যান:

১. IMF-এর রিপোর্ট (2009) অনুযায়ী, সুদভিত্তিক ব্যাংকিং যুক্ত দেশগুলোতে দারিদ্র্য হার তুলনামূলক বেশি।
২. মার্কিন ব্যাংকিং সেক্টর 2008-09 সালে রাষ্ট্রীয় তহবিলে নির্ভর করে।

উদাহরণ:

২০০৮ সালের মার্কিন অর্থনৈতিক সংকটের মূল কারণ ছিল সাবপ্রাইম ঋণ। ব্যাংক ঋণ প্রদান করেছিল উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকদের, কিন্তু লাভ নিশ্চিত করার জন্য সুদ ধার্য করেছিল। এই ব্যবস্থা সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল, যা বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছিল।

২. বৈশিষ্ট্য:

1. ঝুঁকিমুক্ত লাভ: ব্যাংক সবসময় লাভবান হয়, ক্ষতি ঋণগ্রহীতার।
2. উৎপাদনের সাথে সম্পর্ক নেই: মূল লক্ষ্য হলো টাকা থেকে টাকা বৃদ্ধি।
3. সম্পদ কেন্দ্রীভূত: ধনী ব্যাংক ও ঋণদাতা আরও ধনী হয়।
4. সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি: দরিদ্ররা ঋণের বোঝায় আটকে যায়।

পরিসংখ্যান:

IMF-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, সুদভিত্তিক ব্যাংকিং-এর দেশগুলোতে দারিদ্র্য হার তুলনামূলক বেশি।

২০০৮-২০০৯ অর্থনৈতিক সংকটের সময়, মার্কিন ব্যাংকগুলো ২০-৩০% লোকসান এড়াতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তহবিলে নির্ভর করে।

ইসলামিক ব্যাংকিং (Shariah-compliant Banking):

সুদ হারাম: অর্থাৎ ঋণ দিয়ে সুদ আদায় করা যাবে না। ব্যবসা ও বিনিয়োগ ঝুঁকি-ভিত্তিক: ব্যাংক এবং গ্রাহক উভয়েই ঝুঁকি ভাগাভাগি করে। ইসলামিক ব্যাংকিং হলো এমন একটি সিস্টেম যেখানে:

১. সুদ হারাম

২. ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়েই ঝুঁকি ভাগাভাগি করে

৩. ব্যবসা/উৎপাদনের ওপর বিনিয়োগ হয়

৪. ন্যায্য লাভ উৎপন্ন হয়

মূল মডেল:

১. মুদারাবা (Mudarabah): ব্যাংক মূলধন, উদ্যোক্তা শ্রম; লাভ ভাগাভাগি, ক্ষতি মূলধনদাতা বহন
২. মুশারাকা (Musharakah): উভয় পক্ষ মূলধন দেয়, লাভ ও ক্ষতি ভাগাভাগি
৩. মুরাবাহা (Murabaha): ব্যাংক পণ্য ক্রয় করে বিক্রি, ঝুঁকি বহন করে, লাভ নির্ধারিত
৪. ইজারা (Ijarah): লিজ/ভাড়া ভিত্তিক লেনদেন

ফিকহী ব্যাখ্যা:

“الخراج بالضمان”

ঝুঁকি যার, লাভ তার।(১২০)

১. বৈশিষ্ট্য:

১. ঝুঁকিভিত্তিক লাভ: উভয় পক্ষ ক্ষতি ও মুনাফা ভাগাভাগি করে
২. উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ: ব্যবসা, পণ্য, সেবা
৩. সম্পদের সুষম বণ্টন: ন্যায্যতা বৃদ্ধি
৪. সামাজিক স্থিতিশীলতা: কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস

১২০. তিরমিজি ১২৮৫

বাস্তব উদাহরণ:

মালয়েশিয়া Maybank Islamic ৬% বার্ষিক বৃদ্ধি, স্থিতিশীল অর্থনীতি

সৌদি আরব Al-Rajhi Bank মুদারাবা ও মুশারাকা মডেল প্রয়োগ

UAE Dubai Islamic Bank স্থিতিশীল বিনিয়োগ, ঝুঁকি ভাগাভাগি

প্রধান মডেলসমূহ:

1. মুদারাবা (Mudarabah): ব্যাংক মূলধন, উদ্যোক্তা শ্রম; লাভ ভাগাভাগি, ক্ষতি মূলধনদাতা বহন।
2. মুশারাকা (Musharakah): উভয় পক্ষ মূলধন দেয়, লাভ ও ক্ষতি ভাগাভাগি।
3. মুরাবাহা (Murabaha): ব্যাংক পণ্য ক্রয় করে বিক্রি, ঝুঁকি বহন করে, লাভ নির্ধারিত।
4. ইজারা (Ijarah): লিজ বা ভাড়া ভিত্তিক লেনদেন, ঝুঁকি ব্যাংক ও গ্রাহক ভাগাভাগি করে।

২. বৈশিষ্ট্য:

1. ঝুঁকিভিত্তিক লাভ: ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়েই ঝুঁকি বহন করে।
2. উৎপাদনমূলক বিনিয়োগ: ব্যাংক ঋণ দেয় ব্যবসা/পণ্য/সেবা উন্নয়নে।
3. সম্পদের সুষম বণ্টন: ব্যবসার মুনাফা ও ক্ষতি ভাগাভাগি।
4. সামাজিক স্থিতিশীলতা: দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।

উদাহরণ:

১. মালয়েশিয়ার ইসলামিক ব্যাংকিং (Maybank Islamic, 2020): ৬% বার্ষিক বৃদ্ধির হার, স্থিতিশীল।

২. সৌদি আরবের আল-রাজি ব্যাংক: মুদারাবা ও মুশারাকা মডেলের মাধ্যমে ক্ষতির ঝুঁকি শেয়ার করে, ঋণগ্রহীতার উপর চাপ কমে।

৩. UAE-এর Dubai Islamic Bank: ইসলামী বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা বজায়, সুদভিত্তিক ব্যাংকের মতো ঋণঘাটতি নেই।

বাস্তব উদাহরণের তুলনা:

১.৫.১ ২০০৮-২০০৯ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট

২. সুদভিত্তিক ব্যাংক: লোন ডিফল্ট ও লজিস্টিক ফেইলিউর ব্যাংক ব্যর্থতা

৩.ইসলামিক ব্যাংক: মুদারাবা ও মুশারাকা মডেল কারণে ক্ষতি সীমিত এবং স্থিতিশীলতা বজায়

পরিসংখ্যান:

MENA region, 2022: ইসলামিক ব্যাংকিং শেয়ার ৩৭%, সুদভিত্তিক ব্যাংকিং শেয়ার ৬৩% ইসলামী ব্যাংকিং স্থিতিশীলতার কারণে আর্থিক ঝুঁকি কম

মূল পার্থক্য:

১. সুদভিত্তিক ব্যাংকিং: ঝুঁকিমুক্ত, উৎপাদনবিহীন, শোষণমূলক, সংকটপ্রবণ
২. ইসলামিক ব্যাংকিং: ঝুঁকিভিত্তিক, উৎপাদনমুখী, ন্যায্য, স্থিতিশীল

সারমর্ম:

- ১.ইসলামিক ব্যাংকিং শুধু বৈধ নয়, এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণের প্রতীক।
- ২.সুদভিত্তিক ব্যাংকিং সংকট ও বৈষম্য সৃষ্টি করে।
- ৩.বাস্তব উদাহরণ (মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, UAE) দেখায়—ইসলামিক ব্যাংকিং মডেল আরও স্থিতিশীল ও মানবিক।

সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ও প্রভাব:

ইসলাম সুদ (রিবা) কে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। কুরআন ও হাদিসে সুদকে শয়তানের কর্মকাণ্ড হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি মানব সমাজে নৈতিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য সৃষ্টি করে। ইসলাম সুদ (রিবা) কে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। কুরআন, হাদিস এবং ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থে সুদকে শয়তানের কর্মকাণ্ড হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুদ গ্রহণ ও প্রদান মানব সমাজে নৈতিক

“যারা সুদ খায়, তারা এমন অবস্থায় দাঁড়াবে যেন শয়তান তাদের ছুঁড়ে দিয়েছে। আল্লাহ ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।” (১২১)

সুদ নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্য হলো সমাজে ন্যায্য, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং মানবিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। ইসলামী অর্থনীতি ব্যবসাবিত্তিক, ঝুঁকিভিত্তিক এবং ন্যায্য লেনদেনকে উৎসাহ দেয়।

সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ:

১. শোষণ ও বৈষম্য সৃষ্টি:

সুদভিত্তিক লেনদেন সবসময় ঋণগ্রহীতার ক্ষতি এবং ঋণদাতার নিশ্চিত লাভ নিশ্চিত করে। এতে সম্পদের অসম বণ্টন হয় এবং দরিদ্ররা আরও দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়।

হাদিস: “

সুদখোর, সুদদাতা, লেখক এবং সাক্ষী— চারজনই সমান অপরাধী।”(১২২)

বিশ্লেষণ:

১. সুদ গ্রহণ সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ায়।

২. সম্পদের কেন্দ্রিকরণ ঘটায়: ধনী আরও ধনী, দরিদ্র আরও দরিদ্র।

৩. সামাজিক ন্যায় ও মানবিক মূল্যবোধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. ঝুঁকি ছাড়া লাভ:

সুদভিত্তিক লেনদেনে ঋণদাতা কোনো ঝুঁকি না নিয়ে নিশ্চিত লাভ পায়। ইসলামী অর্থনীতিতে লাভ ও ঝুঁকি সমানভাবে ভাগাভাগি করতে হয়।

ফিকহী ব্যাখ্যা:

“যে ঝুঁকি নেয়, তারই লাভ। ঝুঁকি ছাড়া লাভ গ্রহণ হারাম।”(১২৩)

পরিসংখ্যান উদাহরণ:

২০০৮-২০০৯ অর্থনৈতিক সংকটে মার্কিন সাবপ্রাইম ঋণ সুদভিত্তিক ছিল। ব্যাংক ঝুঁকি গ্রাহকের ওপর স্থানান্তর করেছিল, যার কারণে বিশাল ক্ষতি হয়।

৩ উৎপাদনবিহীন আয়;

সুদভিত্তিক লেনদেন সরাসরি উৎপাদন বা পণ্যের সঙ্গে যুক্ত নয়। অর্থ কেবল টাকা থেকে টাকা বৃদ্ধি পায়।

১২২ সহিহ মুসলিম ১৫৯৮)

১২৩.তিরমিজি ১২৮৫

প্রভাব: ব্যবসা বা উৎপাদনের বিকাশে অবদান নেই। সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন হয় না।
হাদিসের উদাহরণ:

“যে ঋণ থেকে বাড়তি আদায় করা হয়, তা রিবা।” (১২৪)

৪. নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়:

সুদগ্রহণ মানুষের লোভ বৃদ্ধি করে, দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্য বাড়ায়। সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ফলাফল:

১. আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা বৃদ্ধি

২. দারিদ্র্য ও ক্ষুধা বৃদ্ধির কারণে সামাজিক অশান্তি

৩. নৈতিক অবক্ষয়: সৎ ব্যবসা ও ন্যায়বিচার হ্রাস পায়

৫. অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা:

সুদভিত্তিক অর্থনীতি মন্দার সময়ে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলে। ঋণগ্রহীতা Defaults করলে পুরো সিস্টেম বিপর্যস্ত হয়। বাস্তব উদাহরণ:

২০০৮ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকট:

সাবগ্রাইম ঋণ ও সুদভিত্তিক বিনিয়োগের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি বিপর্যস্তমার্কিন ব্যাঙ্ক ও লেনদাতাদের বিপুল ক্ষতি

৬. সুদের সামাজিক প্রভাব:

১. দারিদ্র্য বৃদ্ধি: দরিদ্ররা ঋণের বোঝায় আটকে যায়
২. সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ: ধনী আরও ধনী
৩. সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি
৪. অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি: আত্মহত্যা, চুরি, প্রতারণা

১২৪. বায়হাকী

৭. অর্থনৈতিক প্রভাব:

1. উৎপাদন কমে যায়, বিনিয়োগে বাধা
2. ব্যবসা ও উদ্যোক্তা বিকাশে বাধা
3. অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দার ঝুঁকি বৃদ্ধি
4. বুদবুদ অর্থনীতি সৃষ্টি: মূল্যবৃদ্ধি, বাজার স্থিতিশীলতার অভাব

৮. নৈতিক ও মানসিক প্রভাব

1. লোভ ও স্বার্থপরতা বৃদ্ধি
2. মানসিক চাপ ও দারিদ্র্যজনিত উদ্বেগ
3. সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয়, বিশ্বাসহীনতা বৃদ্ধি

সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ:

1. শোষণমূলক প্রকৃতি
2. ঝুঁকি ছাড়া লাভ
3. উৎপাদনবিহীন আয়
4. সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি

অর্থনৈতিক ক্ষতি: সম্পদ কেন্দ্রীকরণ, মুদ্রাস্ফীতি ও বৈষম্য বৃদ্ধি;

সুদভিত্তিক অর্থনীতি বিশ্বব্যাপী আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি হলেও এটি সমাজ ও অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সৃষ্টি করে।

মূলত তিনটি বড় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়:

1. সম্পদ কেন্দ্রীকরণ
2. মুদ্রাস্ফীতি
3. সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি

ইসলাম সুদ (রিবা) নিষিদ্ধ করেছে। কারণ এটি নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিকর। কুরআন সুদের সাথে ব্যবসাকে তুলনা করে:

> “আল্লাহ ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।”(১২৫)

সুদগ্রহণ মানুষকে লোভী, দারিদ্র্যগ্রস্ত ও সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে।

সম্পদ কেন্দ্রীকরণ (Wealth Concentration):

সম্পদ কেন্দ্রীকরণ হলো অর্থনৈতিক সম্পদের সীমিত সংখ্যক মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া।

সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে মূলত ধনী ঋণদাতারা ঝুঁকি ছাড়াই ধন-সম্পদ অর্জন করে এবং দরিদ্ররা ঋণের বোঝা বহন করে।

প্রক্রিয়া:

1. ঋণগ্রহীতার সম্পদ কমে যায় এবং ঋণ বোঝা বাড়ে

2. ঋণদাতা সুদসহ ধন বৃদ্ধি পায়
3. সমাজে সম্পদের অমিল বৃদ্ধি পায়, ধনী আরও ধনী, দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়

ফিক্সি ব্যাখ্যা:

হাদিস: “সুদ খাওয়ার ফলে সম্পদ এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় এবং দরিদ্রদের ভাগ কমে যায়।” (১২৬)

বাস্তব উদাহরণ:

১. মার্কিন ব্যাংকিং সেক্টরে ধনী বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকি ছাড়া সুদ আয় করতেন।
২. দরিদ্র ঋণগ্রহীতারা হোম লোন, শিক্ষার ঋণ বা ব্যবসা ঋণের বোঝা বহন করছিল।

১২৫: বাকারাহ: ২৭৫

১২৬: মুসলিম ১৫৯৮

পরিসংখ্যান:

World Bank (2020) অনুসারে, সুদভিত্তিক অর্থনীতি সমৃদ্ধ দেশগুলিতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সম্পদের ফারাক উল্লেখযোগ্য।

. মুদ্রাস্ফীতি (Inflation):

মুদ্রাস্ফীতি হলো পণ্যের দাম ও সেবার মূল্যের বৃদ্ধি, যা টাকার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করে।

সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে কারণ:

1. অতিরিক্ত ঋণ প্রদান → বাজারে অতিরিক্ত নগদ প্রবাহ
2. উৎপাদনের চেয়ে বেশি ঋণ → মূল্যবৃদ্ধি
3. ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস → দারিদ্র্য বৃদ্ধি

প্রভাব:

১. সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস
২. জীবিকার ব্যয় বৃদ্ধি

৩.সামাজিক অসাম্য বৃদ্ধি

বাস্তব উদাহরণ:

২০০৮-২০০৯ বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের সময় সুদভিত্তিক ঋণ ও ক্রেডিট বুন্ডের কারণে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়।

ফিক্সি ব্যাখ্যা:

রিবা অর্থনীতিতে কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি ঘটায়, যা সামাজিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করে।

. বৈষম্য বৃদ্ধি (Inequality Increase):

সুদভিত্তিক অর্থনীতি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অসাম্য ও বৈষম্য বৃদ্ধি করে।

প্রক্রিয়া:

1. ধনী ঋণদাতারা ঝুঁকি ছাড়া লাভ পান
2. দরিদ্র ঋণগ্রহীতারা ঋণের বোঝা বহন করে
3. সম্পদ, সুযোগ ও ক্ষমতার ফারাক বৃদ্ধি পায়

ফিক্সি ব্যাখ্যা:

> হাদিস: “সুদ খাওয়ার ফলে সম্পদ এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় এবং দরিদ্রেরা আরও দরিদ্র হয়।” (১২৭)

বাস্তব উদাহরণ:

স্টিন্যাশনাল ব্যাংকিং সিস্টেমে ঋণগ্রহীতাদের প্রতি সুদ ধার্য করে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি।

উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন সাবপ্রাইম হাউজিং ঋণ এবং শিক্ষার ঋণ।

পরিসংখ্যান:

IMF ও World Bank রিপোর্ট অনুসারে, সুদভিত্তিক অর্থনীতি সমৃদ্ধ দেশগুলিতে Gini Index বা আয়ের বৈষম্য বেড়েছে।

সামাজিক ক্ষতি: দরিদ্রের শোষণ ও ন্যায়বিচারের অভাব:

সুদভিত্তিক অর্থনীতি কেবল আর্থিক ক্ষতি সৃষ্টি করে না, বরং এটি সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিক অস্থিরতাও বৃদ্ধি করে। সুদগ্রহণ সমাজে দরিদ্রদের শোষণকে বৈধতা দেয় এবং ন্যায়বিচারের অভাবকে দৃঢ় করে। ইসলামের নীতি অনুযায়ী, সকল আর্থিক লেনদেন ন্যায়সংগত, মানবিক ও কল্যাণমুখী হতে হবে। কুরআন ও হাদিসে সুদ (রিবা) নিষিদ্ধ করা হয়েছে কারণ এটি দরিদ্র ও স্বল্পশক্তিধরদের ওপর শোষণ আরোপ করে, এবং সমাজে নৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে।

১২৭.সহিহ মুসলিম, ১৫৯৮

“যারা সুদ খায়, তারা এমন অবস্থায় দাঁড়াবে যেন শয়তান তাদের ছুঁড়ে দিয়েছে। আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।”(১২৮)

দরিদ্রের শোষণ (Exploitation of the Poor):

দরিদ্রের শোষণ হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্বল অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে অতিরিক্ত বোঝা বা অন্যায়ভাবে লেনদেনে বাধ্য করা অর্থাৎ সমাজের দুর্বল ও অর্থনৈতিকভাবে অসহায় মানুষের অবস্থা ব্যবহার করে তাদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো, যা সামাজিক ও নৈতিকভাবে অন্যায়।

সুদভিত্তিক লেনদেনে দরিদ্রদের শোষণ প্রধানত এইভাবে ঘটে:

1. দরিদ্র মানুষ ঋণ নিতে বাধ্য হয় জীবনধারণের জন্য
2. ঋণদাতারা সুদ ধার্য করে এবং ঋণগ্রহীতার সম্পদ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে
3. দরিদ্ররা ক্রমেই আর্থিকভাবে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে

ফিকহী ব্যাখ্যা:

হাদিস: “সুদখোর, সুদদাতা, লেখক এবং সাক্ষী—চারজনই সমান অপরাধী।” (১২৯)

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

ইসলামে লেনদেনের মূল উদ্দেশ্য হলো উভয় পক্ষের ন্যায্যতা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা। সুদভিত্তিক লেনদেনে ঋণগ্রহীতার ক্ষতি নিশ্চিত হয়, ফলে এটি অন্যায়।

বাস্তব উদাহরণ:

- ১.মার্কিন সাবপ্রাইম হাউজিং ঋণ সংকট (২০০৭-২০০৮):
- ২.মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ঋণগ্রহীতাদের হাই-রেট সুদ ধার্য করা হয়
- ৩.Default ও ফোরক্লোজারের কারণে ব্যাপক সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়
- ৪.দারিদ্র্য, হোমলেসনেস এবং মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়

১২৮.সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৫

১২৯.সহিহ মুসলিম, হাদিস ১৫৯৮

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ ও ঋণসংক্রান্ত কেলেকারি:

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কৃষকরা উচ্চ সুদের বোঝা বহন করতে বাধ্য হয়। স্থানীয় বাজারে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়

ন্যায়বিচারের অভাব (Lack of Justice):

ন্যায়বিচারের অভাব হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ন্যায্যতা, সততা ও মানবিক দিকের অনুপস্থিতি। সুদভিত্তিক লেনদেনে:

- ১.ঋণগ্রহীতার ক্ষতি নিশ্চিত হয়
- ২.ধনী ঋণদাতারা ঝুঁকি ছাড়া লাভ অর্জন করে
- ৩.সমাজে সম্পদ ও সুযোগের বৈষম্য বৃদ্ধি পায়

ফিকহী ব্যাখ্যা:

হাদিস: “যে ঋণ থেকে বাড়তি আদায় করা হয়, তা রিবা।” (১৩০)

ফিকহী ব্যাখ্যা:

এটি অন্যায় ও অবৈধ, কারণ ঋণগ্রহীতার ক্ষতি নিশ্চিত এবং ধনী ঋণদাতার ঝুঁকি নেই।

সামাজিক প্রভাব:

1. দারিদ্র্য বৃদ্ধি:

ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত বোঝা বহন করতে হয়। জীবনযাত্রার মান কমে যায়

2. সম্পদের অসম বণ্টন:

ধনী আরও ধনী, দরিদ্র আরও দরিদ্র। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফারাক বেড়ে যায়

১৩০. বায়হকী

3. মানসিক ও নৈতিক অবক্ষয়:

ঋণগ্রহীতারা মানসিক চাপ ও হতাশায় ভোগে। সমাজে প্রতারণা, চুরি ও অন্যান্য অপরাধ বৃদ্ধি পায়

4. সামাজিক অস্থিরতা:

দরিদ্রদের শোষণ ও ন্যায্যতার অভাব সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি করে।

বাস্তব উদাহরণ:

১. মার্কিন সাবপ্রাইম ঋণ সংকট (২০০৮)

২. বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ সমস্যা ও হাই-রেট লোন কোম্পানি

৩. উন্নত দেশেও Student Loan Crisis: দরিদ্র ছাত্র ও মধ্যবিত্ত শিক্ষার্থীরা উচ্চ সুদের বোঝা বহন করতে বাধ্য

৫. ব্যবসায়িক অর্থনীতি

১.ঝুঁকি ভাগাভাগি: ঋণগ্রহীতা ও বিনিয়োগকারী উভয়ই ঝুঁকি গ্রহণ করে

২.ন্যায্য মুনাফা: লাভ এবং ক্ষতি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ভাগ করা

৩.সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত: দারিদ্র্য হ্রাস, সামাজিক সমতা

৬০.ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স:

মুদারাবা (Mudarabah), মুশারাকা (Musharakah), মুরাবাহা (Murabaha), ইজারা (Ijarah)।

ঝুঁকি ও মুনাফা ভাগাভাগি দরিদ্রদের শোষণ কমানো।বাজার ও সমাজের স্থিতিশীলতা বজায়

বাস্তব উদাহরণ:

১.Maybank Islamic (মালয়েশিয়া)

২.Al-Rajhi Bank (সৌদি আরব)

৩.Dubai Islamic Bank (UAE)

এই ব্যাংকিং মডেলগুলি দারিদ্র্য হ্রাস, ন্যায্য ব্যবসা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করেছে।

আধ্যাত্মিক ক্ষতি: আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা:

ইসলামে সুদ (রিবা)কে কঠোরভাবে হারাম করা হয়েছে। কুরআন ও হাদিসে সুদগ্রহণকারীকে এমন শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে যা শুধুমাত্র আর্থিক নয়, বরং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রভাবও বহন করে।

“যারা সুদ খায়, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।”(১৩১)

— সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৯

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সতর্ক করেছেন যে, সুদগ্রহণ কেবল অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, বরং এটি আধ্যাত্মিক বিপর্যয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতির কারণ।

আধ্যাত্মিক ক্ষতির ব্যাখ্যা:

আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। কুরআন স্পষ্টভাবে বলে যে, সুদগ্রহণকারীরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এটি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ, কারণ এতে বিশ্বাস ও ঈমানের উপর সরাসরি প্রভাব পড়ে।

যে ব্যক্তি সুদ খায়, সে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। (১৩২)

> সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৯

ফিকহী ব্যাখ্যা:

ইসলামী আইন (ফিকহ) অনুসারে, সুদগ্রহণ কেবল অর্থনৈতিক অন্যায় নয়, এটি ঈমানের শত্রুতা সৃষ্টি করে। এমন একজন ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের নিয়ম ভঙ্গ করে, যা আধ্যাত্মিক বিপর্যয়ের মূল কারণ।

আধ্যাত্মিক প্রভাব ও বিপর্যয়:

১. ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে
২. আত্মার মধ্যে বিশ্বাস দুর্বল হয়
৩. আধ্যাত্মিক সংযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়

১৩১. সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৯

১৩২. সূরা আল বাকারহ

রিজিক হ্রাস ও বরকতের অভাব:

সুদগ্রহণের সম্পদ বরকতময় হয় না আধ্যাত্মিক ও আর্থিক উভয় ক্ষতি হয়

কিয়ামতে কঠোর শাস্তি:

হাদিসে উল্লেখ আছে, সুদগ্রহণকারীর কিয়ামতের অবস্থান ভয়াবহ হবে। এমনকি তাদের পাপের সমতুল্যভাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে জিনাহ বা ব্যভিচারের চেয়ে ভয়াবহ

সুদের ক্ষুদ্রতম অংশও ৩৬ বার ব্যভিচারের চেয়ে ভয়াবহ। (১৩৩)

> মুসনাদ আহমাদ:

নৈতিক ও সামাজিক প্রভাব:

১. আধ্যাত্মিক অবক্ষয় সমাজেও প্রভাব ফেলে
২. নৈতিক অবক্ষয়: প্রতারণা, অন্যায় লেনদেন, শোষণ
৩. সামাজিক দূরত্ব: সততা ও ন্যায়বিচার নষ্ট হয়

বাস্তব উদাহরণ:

সুদগ্রহণ ব্যাংকিং বা ঋণগ্রহণে যারা অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন করে, তারা কখনো নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে নিরাপদ থাকে না। ইসলামী সমাজে এটি সামাজিক অস্থিরতা ও আধ্যাত্মিক ক্ষতির কারণ হিসেবে গণ্য হয়।

সুদগ্রহণ আধ্যাত্মিক ক্ষতি সৃষ্টি করে:

১. আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা: এটি সবচেয়ে গুরুতর আধ্যাত্মিক অপরাধ।
২. ইমানের ক্ষতি: আত্মার মধ্যে বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ে।
৩. রিজিক ও বরকত হ্রাস: আধ্যাত্মিক ও আর্থিক ক্ষতি।
৪. কিয়ামতে শাস্তি: হাদিসে বলা হয়েছে সুদগ্রহণকারী ভয়াবহ শাস্তির অধিকারী।

১৩৩. মুসনাদ আহমাদ:

ব্যবসার গুরুত্ব ও কল্যাণকর দিক:

মানব জীবনে ব্যবসা কেবল অর্থ উপার্জনের মাধ্যম নয়, এটি সমাজের কল্যাণ, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম। ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসাকে হালাল এবং বরকতময় আয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ব্যবসার মাধ্যমে ব্যক্তি স্বনির্ভর, সতর্ক ও নৈতিকভাবে উন্নত হতে পারে, যা সমাজে স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে।

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“আল্লাহ তোমাদেরকে হালাল এবং সুরক্ষিত ব্যবসা করতে বলেছেন।” (১৩৪)

ব্যবসা কেবল দুনিয়ার প্রয়োজন পূরণ করে না, বরং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্যও অপরিহার্য। এটি মানুষকে ধৈর্য, সততা, ন্যায়বিচার ও মানবিক দায়িত্বের শিক্ষা দেয়।

ব্যবসার অর্থনৈতিক গুরুত্ব:

ব্যবসা মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের প্রধান উপায়। এটি ব্যক্তি ও পরিবারের জন্য আর্থিক স্বাধীনতা এবং স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করে। উদাহরণ: ক্ষুদ্র ব্যবসা বা দোকানদারি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারকে জীবিকার সুযোগ প্রদান করে।

উৎপাদন ও বিতরণ নিশ্চিতকরণ:

ব্যবসা পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও বিতরণ সুগঠিত করে। বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখে এবং চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য নিশ্চিত করে। উদাহরণ: কৃষি পণ্য সরবরাহ এবং খাদ্য বিপণন চেইন ব্যবসা দেশীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি:

ব্যবসার মাধ্যমে নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা (SMEs) স্থানীয় অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উদাহরণ: বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা স্থানীয় বাজারে কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস।

১৩৪.সূরা আল-মুমিনুন: ৫১

ব্যবসার সামাজিক ও নৈতিক গুরুত্ব:

ইসলামী ব্যবসায় সততা, ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ এবং প্রতারণা পরিহারের উপর জোর দেয়। এটি সমাজে বিশ্বাস, নৈতিকতা ও সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করে।

দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক কল্যাণ:

ব্যবসার মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সম্পদের ন্যায্য বণ্টন ও সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়। উদাহরণ: হালাল ব্যবসায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং দরিদ্র সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন।

নৈতিক শিক্ষা ও দায়িত্ববোধ:

ব্যবসা ব্যক্তিকে সময় ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি গ্রহণ এবং নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার শিক্ষা দেয়। উদ্যোক্তা সততা, পরিশ্রম এবং মানবিক দিক বিবেচনার মাধ্যমে নৈতিকভাবে উন্নত হয়।

ব্যবসার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব:

হালাল ব্যবসা মানুষের আয়কে বরকতময় করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক। আধ্যাত্মিক উন্নয়ন এবং আত্মিক শান্তি নিশ্চিত হয়।

চরিত্র গঠন ও ধৈর্য :

ব্যবসার মাধ্যমে ধৈর্য, অধ্যবসায়, সততা এবং ন্যায্যবিচার চর্চা হয়। আত্মিক ও মানসিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। হাদিস:

الصَّادِقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, শহীদ ও সৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে জান্নাতে থাকবে।”(১৩৫)

সমাজে কল্যাণ ও স্থিতিশীলতা:

হালাল ব্যবসা সমাজে নৈতিক মান বজায় রাখে এবং সামাজিক অস্থিরতা হ্রাস করে। সম্পদ ও সুযোগের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত হয়।

১৩৫.তিরমিজি, হাদিস: ১২০৯

বাস্তব উদাহরণ:

১. ইসলামী ব্যাংকিং ও ব্যবসা:

Dubai Islamic Bank, Al-Rajhi Bank ন্যায্য ব্যবসা, হালাল লেনদেন, আধ্যাত্মিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতা।

২. ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা (SMEs):

স্থানীয় অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে অবদান। দরিদ্রদের স্বনির্ভরতা ও জীবনমান উন্নয়ন

৩. অনলাইন ও ই-কমার্স উদ্যোগ:

উদ্যোক্তাদের জন্য ন্যায্য ব্যবসার সুযোগহালাল পণ্য ও সেবা সরবরাহ

৪. বিনিয়োগ ও অংশীদারিত্ব ভিত্তিক ব্যবসা:

ঝুঁকি ও লাভ ভাগাভাগি ব্যবসায়ী ও সমাজ উভয়ের কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

ব্যবসায় বরকতের ধারণা:

ইসলামে ব্যবসা কেবল আর্থিক লেনদেনের মাধ্যম নয়, এটি নৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম। হালাল আয় করলে ব্যবসায় বরকত প্রাপ্ত হয়। বরকত মানে হলো আয়, সম্পদ, সময় এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে আল্লাহর আশীর্বাদ ও বৃদ্ধি, যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে।

বরকত শুধু অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি নয়, বরং এটি আধ্যাত্মিক শান্তি, নৈতিক মানদণ্ড এবং সামাজিক কল্যাণেও প্রকাশ পায়।

বরকতের উৎস ও শর্ত:

হালাল উপার্জন:

ব্যবসায় বরকতের প্রধান শর্ত হলো হালাল আয়। চুরি, প্রতারণা, জুয়া বা রিবা থেকে অর্জিত অর্থ কখনো বরকত পায় না। কুরআন স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছে:

“যে ব্যক্তি ঋণ থেকে অতিরিক্ত প্রাপ্তি চায়, সে আব্দুল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।” (১৩৬)

১৩৬. সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৫

সততা ও ন্যায্যবিচার:

ব্যবসায় সততা এবং ন্যায্য লেনদেন বরকতের জন্য অপরিহার্য। মিথ্যা, জালিম বা প্রতারণামূলক লেনদেন বরকতকে ধ্বংস করে।

স্বচ্ছতা ও খোলামেলা চুক্তি:

ঝুঁকি এবং লাভ সুষমভাবে ভাগ করা। ব্যবসায় স্বচ্ছতা ও অংশীদারিত্ব বরকত বৃদ্ধির প্রধান উপায়।

বরকতের বৈশিষ্ট্য:

১. অর্থনৈতিক বৃদ্ধি:

হালাল আয় বরকতপ্রাপ্ত হলে ক্ষুদ্র আয়ও দীর্ঘমেয়াদে বৃদ্ধি পায়।

২. সামাজিক কল্যাণ:

বরকতপ্রাপ্ত আয় দরিদ্রদের সাহায্য, দান ও সমাজকল্যাণে ব্যবহার হয়।

৩. আধ্যাত্মিক শান্তি:

সৎ এবং ন্যায্যপরায়ণ ব্যবসায়ী মানসিক শান্তি এবং আত্মিক সন্তুষ্টি অনুভব করে।

৪. স্থিতিশীলতা ও ঝুঁকি হ্রাস:

ব্যবসায় বরকত থাকলে ক্ষয়-ক্ষতি কমে, ঝুঁকি ও সমস্যার মোকাবিলা সহজ হয়।

অর্থনৈতিক প্রভাব:

ব্যবসায় বরকত সম্পদ বৃদ্ধি করে এবং ঋণগ্রস্ততা কমায়। ক্ষুদ্র ব্যবসাও দীর্ঘমেয়াদে সমৃদ্ধ হয়। উদাহরণ: হালাল পণ্যের দোকান দীর্ঘমেয়াদে মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

সামাজিক প্রভাব:

বরকতপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী সমাজে দান ও সাহায্যের মাধ্যমে কল্যাণ সৃষ্টি করে। দরিদ্র ও অসহায়দের জন্য ব্যবসার বরকত উৎস হিসেবে কাজ করে।

আধ্যাত্মিক প্রভাব:

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়। আত্মিক শান্তি ও নৈতিকতা বৃদ্ধি পায়।

হাদিসে বলা হয়েছে, হালাল আয় বরকতপ্রাপ্ত হলে ব্যক্তি জান্নাতে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে।

ব্যবসায় বরকত অর্জনের মূল উপায়:

1. হালাল উৎস থেকে আয়:

কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, সেবা—যেখানে কোনরূপ অবৈধ উপায় নেই।

2. সততা ও ন্যায়পরায়ণতা:

প্রতারণা, মিথ্যা বা জালিম চুক্তি না করা।

3. আল্লাহর বিধান মেনে ব্যবসা করা]

ইসলামী ব্যাংকিং ও ঝুঁকিভিত্তিক ব্যবসায় অংশগ্রহণ।

4. দানে বরকত বিস্তার

আয় থেকে দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য করা বরকত বৃদ্ধি করে।

1. ক্ষুদ্র ব্যবসায়:

হালালভাবে দোকান পরিচালনা করলে ক্ষুদ্র আয়ও সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

2. ইসলামী ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ:

মুদারাবা (Mudarabah) ও মুশারাকা (Musharakah) মডেল বিনিয়োগে বরকত বৃদ্ধি করে।

3. সামাজিক ব্যবসা (Social Business):

হালাল ও ন্যায্য ব্যবসা দরিদ্র সম্প্রদায়ে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে।

4. হালাল ই-কমার্স উদ্যোগ:

অনলাইন ব্যবসা স্বচ্ছ এবং হালাল পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে বরকত বৃদ্ধি করে।

ব্যবসায় বরকত হলো আর্থিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি।

1. হালাল আয় বরকতের মূল শর্ত।
2. সততা, ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা বরকতকে স্থায়ী করে।
3. বরকত ব্যবসায়ী এবং সমাজ উভয়কেই কল্যাণময় করে।
4. আধ্যাত্মিক শান্তি, নৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয়।

সমাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টি:

কর্মসংস্থান হলো সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক স্থিতিশীলতার অন্যতম মূল ভিত্তি। কর্মসংস্থান সৃষ্টি অর্থাৎ মানুষকে নিয়মিত আয় এবং কাজের সুযোগ প্রদান করা। এটি কেবল ব্যক্তির জীবিকা নিশ্চিত করে না, বরং দারিদ্র্য হ্রাস, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং নৈতিক উন্নয়নেও সহায়ক।

ইসলাম ব্যবসা ও উদ্যোগকে উৎসাহিত করে, কারণ ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে সমাজের দরিদ্র ও মাঝারি শ্রেণির মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করে।

“সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, শহীদ ও সৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে জান্নাতে থাকবে।”(১৩৭)

— তিরমিজি, হাদিস: ১২০৯

কর্মসংস্থান সৃষ্টির অর্থ ও গুরুত্ব:

অর্থনৈতিক দিক:

১. আয় ও জীবনধারণার নিশ্চয়তা : কর্মসংস্থান মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে সাহায্য করে। এটি পরিবারের আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করে।
২. দারিদ্র্য হ্রাস: নিয়মিত চাকরি বা ব্যবসার মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে, যা দরিদ্রতা ও আর্থিক অসাম্য হ্রাস করে।
৩. অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা: চাকরির সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন, বণ্টন ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

সামাজিক ও নৈতিক দিক:

১. সমাজে স্থিতিশীলতা: কর্মসংস্থান মানুষের সামাজিক মর্যাদা, আত্মবিশ্বাস এবং নৈতিক মান বৃদ্ধি করে। সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধ কমে।
২. ন্যায়বিচার ও সমতা: হালাল এবং ন্যায্যভাবে চাকরি ও আয় বিতরণ দারিদ্র্য এবং সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করে।

৩. উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের সামাজিক দায়িত্ব: ইসলামী শিক্ষায় ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব হলো সমাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, যাতে দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়ন হয়।

ব্যবসা ও উদ্যোক্তাদের ভূমিকা:

১. ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা (SMEs): স্থানীয় অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস। উদাহরণ: ক্ষুদ্র দোকান, কারখানা বা স্থানীয় শিল্প।

২. বড় শিল্প ও কোম্পানি: বৃহৎ ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান সরাসরি এবং পরোক্ষভাবে শত শত কর্মসংস্থান তৈরি করে।

৩. নতুন উদ্যোগ ও স্টার্টআপ: উদ্ভাবনী ব্যবসা নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে, যেমন IT, ই-কমার্স বা পরিষেবা খাত।

৪. ইসলামী ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ: মুদারাবা (Mudarabah) ও মুশারাকা (Musharakah) মডেল ব্যবসায় বিনিয়োগ করে নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি করে।

বাস্তব উদাহরণ:

১. ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা (SMEs): বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ স্থানীয় অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস। উদাহরণ: পোশাক খাতের গার্মেন্টস শিল্প শত শত যুবক-যুবতীর চাকরি নিশ্চিত করে।

২. বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান: ইলেকট্রনিক্স, নির্মাণ ও কৃষি শিল্প বড় সংখ্যক মানুষকে নিয়োগ দেয়।

৩. ইসলামী বিনিয়োগ ও ব্যবসা: মুদারাবা ও মুশারাকা মডেল উদ্যোক্তাদের এবং কর্মী সম্প্রদায়ের জন্য আয় ও চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে।

৪. স্টার্টআপ ও ডিজিটাল উদ্যোগ: অনলাইন ব্যবসা ও IT স্টার্টআপ নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে যুবসমাজের জন্য।

সমস্যাগুলো এবং সমাধানের দিকনির্দেশনা:

সমস্যা:

1. উচ্চ বেকারত্ব: শিক্ষিত যুবসমাজের জন্য পর্যাপ্ত চাকরির সুযোগ না থাকা।
2. অসঙ্গত নীতি: বিনিয়োগ ও উদ্যোক্তাদের জন্য পর্যাপ্ত সহায়তা না থাকা।
3. অবৈধ ও রাবিকৃত চাকরি: রেবা বা অনৈতিক লেনদেন দ্বারা আয় প্রাপ্ত চাকরি সমাজে ন্যায্যবিচার হ্রাস করে।

:সমাধান

1. উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীকে উৎসাহিত করা: নতুন ব্যবসা খোলার জন্য সরকারি ও ইসলামী বিনিয়োগ নীতি।
2. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ :যুবসমাজকে দক্ষতা ও ব্যবসায়িক নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া।
3. হালাল ও ন্যায্য ব্যবসা সম্প্রসারণ :
হালাল লেনদেন, সততা ও ন্যায্যপরায়ণতা বজায় রেখে নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি।

সমাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের মূল মাধ্যম।

1. নিয়মিত চাকরি ও আয় দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়ক।
2. সমাজে স্থিতিশীলতা এবং নৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে।
3. উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীর জন্য সামাজিক দায়িত্বপূর্ণ কাজ।
4. হালাল ব্যবসা এবং ন্যায্যবিচারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বরকত ও সমৃদ্ধি আনে।

সম্পদের সুষম বন্টন:

সম্পদের সুষম বন্টন বলতে বোঝায় একটি সমাজের আর্থিক ও নৈতিক সম্পদ সমভাবে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে বিতরণ করা, যাতে সকল ব্যক্তি—ধনী ও দরিদ্র—সমাজের উন্নয়নে অংশ নিতে পারে।

এটি কেবল অর্থনৈতিক দিক নয়, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুযোগের সমতাও নিশ্চিত করে। ইসলামে সম্পদকে আল্লাহর দান হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার ব্যবহার সমাজকল্যাণ ও ন্যায্যতা বজায় রাখতে হবে।

কুরআন মাজিদ:

“তোমরা সম্পদে দারিদ্র্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখো। আর দান করো, যেন সম্পদ বৃদ্ধি পায়।” (১৩৮)

গুরুত্ব:

সামাজিক স্থিতিশীলতা:

সম্পদের সুষম বন্টন সমাজে অসাম্য কমায় এবং সংঘাত প্রতিরোধ করে। দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত জনগণ যখন ন্যায্য অংশ পায়, তখন সামাজিক শান্তি বজায় থাকে।

দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাস:

সম্পদ যদি একদল মানুষ ও প্রতিষ্ঠান বা ধনী ব্যক্তির কাছে কেন্দ্রীভূত থাকে, তাহলে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়।

সুষম বন্টন দরিদ্রদের স্বনির্ভরতা ও জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক।

১৩৮.(সূরা আন-নিসা: ৭৫)

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ:

সম্পদের সুষম বন্টন ইসলামী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষও সমাজে সমান সুযোগ পায়।

২. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সম্পদ সুষমভাবে বিতরণ করলে অর্থনৈতিক অসমতা কমে, চাহিদা এবং যোগান ভারসাম্য বজায় থাকে।

৩. সমাজে কল্যাণ ও উন্নয়ন সামাজিক উদ্যোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি। সম্পদে বৈষম্য কমলে সমাজে শ্রেণী বৈষম্য ও বৈরিতা কমে।

সম্পদের সুষম বন্টনের উপায়:

জাকাত ও খুমস: ইসলামে জাকাত একটি বাধ্যতামূলক মাধ্যম সম্পদের পুনর্বন্টনের জন্য। ধনী ব্যক্তির সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্র ও অসহায়দের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

সাদাকা ও ইত্যাদি দান: স্বেচ্ছামূলক দানও সম্পদ বন্টনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দরিদ্রদের সেবা ও উন্নয়নে সহায়তা করে।

ন্যায্য মজুরি ও শ্রমের মূল্যায়ন: শ্রমিক ও কর্মচারীর মজুরি ন্যায্য রাখা সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য নিশ্চিত করে। অতিরিক্ত মুনাফা ও শোষণ রোধ করে।

ব্যবসায় ও বিনিয়োগে অংশীদারিত্ব: মুদারাবা ও মুশারাকা মডেল অনুসারে ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি করা। ধনী ও শ্রমজীবীর মধ্যে সম্পদের ভারসাম্য রক্ষা।

বাস্তব উদাহরণ:

১. ইসলামী ব্যাংকিং: মুদারাবা ও মুশারাকা বিনিয়োগ মডেল শ্রমিক ও উদ্যোক্তার মধ্যে অর্থের ভারসাম্য নিশ্চিত করে।

২. জাকাত ও সামাজিক দান প্রকল্প: বাংলাদেশে “জাকাত ফাউন্ডেশন” দরিদ্রদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ব্যবসায় সহায়তা প্রদান করে।

৩. ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা (SMEs): স্থানীয় অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত হয়।

সম্পদের সুষম বন্টনের প্রভাব:

অর্থনৈতিক প্রভাব: দারিদ্র্য হ্রাস, ক্ষুদ্র ব্যবসার উন্নয়ন, আর্থিক স্থিতিশীলতা।

সামাজিক প্রভাব: সংঘাত ও বৈষম্য হ্রাস, সামাজিক সংহতি ও শান্তি বৃদ্ধি।

আধ্যাত্মিক প্রভাব : আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, নৈতিকতা বৃদ্ধি ও সমাজকল্যাণ নিশ্চিত হয়।

সম্পদের সুষম বন্টন হলো সমাজের অর্থনৈতিক ও নৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। এটি দারিদ্র্য হ্রাস, ন্যায্যতা, সামাজিক শান্তি এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, সম্পদকে আল্লাহর দান হিসেবে গ্রহণ করে ন্যায্য ও সুষমভাবে ব্যবহার করা এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

ব্যবসায় নৈতিকতা, আমানত, ন্যায়বিচার ও ভাতৃত্ব:

ব্যবসা কেবল অর্থ উপার্জনের মাধ্যম নয়; এটি নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের একটি কার্যকর মাধ্যম। ইসলামে ব্যবসা হালাল ও সৎ উপার্জনের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ব্যবসায় নৈতিকতা, আমানতদারিত্ব, ন্যায়বিচার এবং ভাতৃত্ববোধ অনুশীলন করলে সমাজে কল্যাণ বৃদ্ধি পায়, বৈষম্য হ্রাস হয় এবং আধ্যাত্মিক শান্তি অর্জিত হয়।

“সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, শহীদ ও সৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে জান্নাতে থাকবে।”(১৩৯)

১৩৯. তিরমিজি, হাদিস: ১২০৯

ব্যবসায় নৈতিকতা:

ব্যবসায় নৈতিকতা মানে হলো সততা, ন্যায্যতা, শুদ্ধ উদ্দেশ্য এবং মানবিক মূল্যবোধ মেনে ব্যবসা করা। এটি প্রতারণা, জালিয়াতি, চুরি বা বেআইনি মুনাফা অর্জন এড়াতে সাহায্য করে।

নৈতিকতার গুরুত্ব:

১. বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি:

ব্যবসায়ী যদি সততা বজায় রাখে, গ্রাহক ও অংশীদারদের মধ্যে বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

২. দীর্ঘমেয়াদী সমৃদ্ধি:

নৈতিক ব্যবসা ক্ষুদ্র ক্ষতি কমায়ে এবং দীর্ঘমেয়াদে লাভ নিশ্চিত করে।

আধ্যাত্মিক কল্যাণ:

সততা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মূল পথ।

বাস্তব উদাহরণ:

হালাল পণ্য বিক্রয় ও সঠিক ওজন দেওয়া। মূল্য সংযম ও প্রতারণা পরিহার।

ব্যবসায় আমানত:

আমানত হলো দায়িত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতীক। ব্যবসায়ী যদি গ্রাহক, অংশীদার বা কর্মচারীর প্রতি দায়িত্বশীল হয়, তাকে বলা হয় “আমানতদার”। আমানতের গুরুত্ব

.সামাজিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা:

ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতিশ্রুতি পূরণ ও ঋণ সঠিকভাবে প্রদান।

আধ্যাত্মিক দায়িত্ব:

আল্লাহর কাছে আমানত রক্ষা করা একটি বড় নৈতিক দায়িত্ব।

বাস্তব উদাহরণ:

অর্থ, মালামাল বা চুক্তির শর্ত সঠিকভাবে রক্ষা করা। গ্রাহক ও অংশীদারের তথ্য গোপন রাখা।

ব্যবসায় ন্যায়বিচার:

ন্যায়বিচার অর্থ হলো সকল লেনদেনে ন্যায্যতা, অংশীদারদের অধিকার রক্ষা এবং প্রয়োজনমতো ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

ন্যায়বিচারের গুরুত্ব:

সমাজে স্থিতিশীলতা ন্যায়পরায়ণ লেনদেন সমাজে অস্থিরতা ও দ্বন্দ্ব কমায়।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য:

শ্রমিক ও অংশীদারের ন্যায্য মজুরি ও লাভ ভাগাভাগি নিশ্চিত করা।

আধ্যাত্মিক কল্যাণ

ন্যায়বিচার আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বরকত বৃদ্ধি করে।

উদাহরণ

শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি প্রদান। অংশীদারিত্ব ভিত্তিক ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি সুষ্ঠুভাবে ভাগ করা।

ব্যবসায় ভাতৃত্ব:

ভাতৃত্ব অর্থ হলো সমবেদনা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং মানবিক সংহতি বজায় রেখে ব্যবসা পরিচালনা করা।

ভাতৃত্বের গুরুত্ব:

১. সমাজে সহমর্মিতা বৃদ্ধি:

দরিদ্র, শ্রমজীবী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি।

২. সামাজিক সমতা:

ব্যবসায়ীরা নিজেদের লাভের অংশ সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করে।

3. আধ্যাত্মিক কল্যাণ:

মানবিক ভাৱ অনুসরণ কৰলে আল্লাহৰ বৰকত বৃদ্ধি পায়। লাভেৰ একটি অংশ দান বা সামাজিক কাজে ব্যবহার। দরিদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ বা অর্থায়ন।

ব্যবসায় নৈতিকতা, আমানত, ন্যায়বিচার ও ভাৱ হলো একটি সফল, স্থায়ী ও বৰকতময় ব্যবসার মূল ভিত্তি।

1. নৈতিকতা → সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত কৰে।
2. আমানত → দায়িত্বশীলতা ও সুষ্ঠু লেনদেন বজায় ৰাখে।
3. ন্যায়বিচার → অংশীদার ও শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা কৰে।
4. ভাৱ → মানবিক সংহতি, সহযোগিতা ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত কৰে।

আধুনিক প্ৰেক্ষাপটে ব্যবসা ও সুদ (Contemporary Business and Interest/Riba):

বৰ্তমান বিশ্বে অর্থনীতি, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনেৰ বড় অংশ সুদেৰ (Interest) ওপৰ নিৰ্ভৰশীল। সুদকে আধুনিক অর্থনীতিৰ “জীবনীশক্তি” বলা হলেও ইসলামী নৈতিকতা ও নীতিমালাৰ দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত ক্ষতিকৰ। আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যেৰ অনেক ক্ষেত্ৰ সুদেৰ সাথে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়ায় অর্থনৈতিক বৈষম্য, দারিদ্র্য বৃদ্ধি, সম্পদেৰ একমুখী কেন্দ্ৰীকৰণ ইত্যাদি সমস্যা তীব্ৰ আকাৰ ধারণ কৰেছে।

ইসলাম ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা কৰেছে এবং সুদকে কঠোৰভাবে হাৰাম কৰেছে এৰ কাৰণ আধুনিক প্ৰেক্ষাপটে আৰও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আধুনিক সুদেৰ (Interest) ধারণা:

সুদ হলো: কোনো ঋণেৰ শৰ্ত হিसेবে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণ অতিৰিক্ত অৰ্থ গ্ৰহণ কৰা।

আধুনিক অর্থনীতিতে এটি ইন্টাৰেস্ট রেট, কম্পাউন্ড ইন্টাৰেস্ট, লোন ইন্টাৰেস্ট, মৰ্টগেজ ইন্টাৰেস্ট, ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইন্টাৰেস্ট ইত্যাদি নামে পৰিচিত।

আধুনিক অর্থনীতিতে সুদেৰ প্ৰয়োজনীয়তা (ধারণাগত):

১. বিনিয়োগকে উৎসাহিত কৰা
২. সঞ্চয়কে চক্ৰবৃদ্ধিতে বৃদ্ধি কৰা

৩. ব্যাংকের আয়ের উৎস

৪. রাষ্ট্রীয় ঋণ ব্যবস্থাপনা। তবে সত্য হলো এই সুবিধার আড়ালে বিশাল ক্ষতি লুকিয়ে আছে।

আধুনিক ব্যবসায় সুদের ব্যবহার:

ব্যক্তিগত পর্যায়ে:

১. ব্যক্তিগত ঋণ

২. বাড়ি/গাড়ি কেনার ঋণ

৩. শিক্ষা ঋণ

৪. ক্রেডিট কার্ডের সুদ

ব্যবসায়িক পর্যায়ে:

১. ব্যবসা শুরু করতে ব্যাংক ঋণ

২. ওভারড্রাফট

৩. সুদযুক্ত বিনিয়োগ বন্ড

৪. Working Capital Financing

আন্তর্জাতিক লেনদেন:

১. IMF, World Bank ঋণ (interest-based)

২. সার্বভৌম বন্ড (Sovereign Bonds)

৩. Foreign Direct Investment with interest return

৫. আধুনিক সুদভিত্তিক অর্থনীতির ক্ষতি

আধুনিক গবেষণা ও বাস্তবতা সুদভিত্তিক অর্থনীতির বহুমুখী ক্ষতি প্রমাণ করছে।

অর্থনৈতিক ক্ষতি:

১. সম্পদ কেন্দ্রীকরণ: সুদভিত্তিক অর্থনীতি ধনীদের আরও ধনী করে এবং গরিবদের আরও দরিদ্র। বিশ্ব ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের ১% মানুষ ৪৫% সম্পদের মালিক—এর বড় কারণ সুদভিত্তিক ঋণচক্র।

২. দারিদ্র্য বৃদ্ধি:

দরিদ্ররা বাধ্য হয়ে সুদে ঋণ নেয়, কিন্তু লাভ না হওয়ায় ঋণ আরও বাড়ে। ২০২১ সালে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণে গড়ে ২২-৪০% ইন্টারেস্ট নেওয়া হয় (মাইক্রোফাইন্যান্স রিপোর্ট)।

৩. মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি:

সুদ বাড়লে টাকা ধার করার খরচ বাড়ে উৎপাদন খরচ বাড়ে পণ্যের দাম বাড়ে। সুদ হলো মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ।

সামাজিক ক্ষতি:

১. দরিদ্রের শোষণ: সুদভিত্তিক ঋণের চক্র দরিদ্রদের স্থায়ী কষ্টে রাখে। IMF ঋণগ্রস্ত দেশগুলোতে দারিদ্র্য হার নাটকীয়ভাবে বাড়ে।

২. ন্যায়বিচারের অভাব: সুদভিত্তিক অর্থনীতি ধনীদের সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেয়। ব্যবসায়ীরা সুদ দিয়ে টাকা এনে বাজারে জোর করে দাম বাড়ায়—দরিদ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আধ্যাত্মিক ক্ষতি:

১. আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

“যদি সুদ ছেড়ে না দাও, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা।” (১৪০) সূর

(২) বরকত নষ্ট

“সুদ আল্লাহ ধ্বংস করে দেন, আর দান বৃদ্ধি করেন।” (১৪১)

১৪০. সূরা বাকারাহ ২৭৯

১৪১. সূরা বাকারাহ ২৭৬

-

আধুনিক প্রেক্ষাপটে ইসলামিক বিকল্প:

১. ইসলামিক ব্যাংকিং

২. মুরবাহা

- ৩.মুদারাবা
- ৪.মুশারাকা
- ৫.ইজারা
- ৬.কারজে হাসানা

হালাল বিনিয়োগ:

- ১.ইকুইটি
- ২.শেয়ার (শরিয়াহ স্ক্রিনড)
- ৩.হালাল স্টার্টআপ বিনিয়োগ
- ৪.ওয়াকফ ও জাকাত ভিত্তিক সামাজিক ফান্ড

সামাজিক সমাধান:

- ১.সুদবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ
- ২.অংশীদারিত্ব ভিত্তিক উদ্যোক্তা সহায়তা
- ৩.কারিগরি প্রশিক্ষণ

আধুনিক বিশ্বে সুদের ব্যবহার যতই অর্থনৈতিক “অগ্রগতি” বলে মনে হোক, বাস্তবে সুদ

- ১.দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে
- ২.সম্পদ বৈষম্য তৈরি করে
- ৩.সমাজে শোষণ তৈরি করে
- ৪.মুদ্রাস্ফীতি বাড়ায়
- ৫.রাষ্ট্রকে ঋণের দাসে পরিণত করে

ন্যায়বিচার, ঝুঁকি ভাগাভাগি, মানবিকতা, ভাতৃ ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে।

সুদভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক ব্যবস্থা:

আধুনিক বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি হলো সুদভিত্তিক ব্যাংকিং (Interest-Based Banking System)। শিল্প বিপ্লবের পরে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুদ বা ইন্টারেস্ট আধুনিক আর্থিক লেনদেনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ফলে ব্যক্তিগত লোন, ব্যবসায়িক ঋণ, বাণিজ্য, অবকাঠামো, সরকারি প্রকল্প—সবগুলো ক্ষেত্রেই সুদ একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুদভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা:

সুদভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা (Interest-Based Financial System) হলো এমন একটি অর্থনৈতিক কাঠামো যেখানে—

১. ঋণ প্রদান করা হয় নির্দিষ্ট সুদ শর্তে,
২. লাভ-ক্ষতির বিবেচনা ছাড়াই স্থির রিটার্ন নেওয়া হয়,
৩. মূলধনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকে,
৪. ঋণের সবটা গ্রাহকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

এ ব্যবস্থার মূলে রয়েছে রিবা যা ইসলাম স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে।

সুদের ধারণা : শরয়ী দৃষ্টিকোণ:

রিবার সংজ্ঞা:

১. ইসলামে রিবা অর্থ
২. ঋণের বিনিময়ে যে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হয়
৩. অথবা বিনিময়যোগ্য পণ্যসমূহে যেকোনো ধরনের বাড়তি শর্ত আরোপ

রাসুল সা: বলেন “যে ঋণ লাভ আনে, তা রিবা।”(১৪২)

১৪২. বায়হাকী, শুআবুল ঈমান

কুরআনে সুদ নিষিদ্ধের ঘোষণা

১. সুদভোজীদের শাস্তির উপমা:

> “সুদখোর শয়তানগ্রস্ত উন্মাদের মতো উঠবে।”(১৪৩)

২. সুদ ত্যাগের নির্দেশ

“আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।”(১৪৪)

৩. সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা:

> “সুদ না ছাড়লে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তুতি নাও।”(১৪৫)

হাদিসে সুদমুক্ত আর্থিক ব্যবস্থার গুরুত্ব:

রাসুল সা: বলেন “সুদখোর, সুদদাতা, লেখক ও সাক্ষী চারজনই সমান অপরাধী।”(১৪৬)

এটি দেখায় যে শুধু সুদ খাওয়া নয়, সম্পূর্ণ সুদব্যবস্থাই হারাম।

সুদভিত্তিক ব্যাংক যেভাবে কাজ করে

১. আমানত (Deposit) — সুদ দেওয়া: ব্যাংক আমানতকারীর অর্থকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে এবং নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয়। শরিয়ত মতে, এটি ঋণের ওপর বাড়তি অর্থ— যা রিবা।

২. ঋণ প্রদান (Loan) — সুদ নেওয়া: ব্যাংক গ্রাহককে ঋণ দেয়, নির্দিষ্ট সময় পর মূল্যের সাথে অতিরিক্ত সুদ দাবি করে। এটি সরাসরি রিবা আল-নাসিয়াহ।

৩. অর্থ তৈরি (Money Creation): সুদভিত্তিক ব্যাংক Fractional Reserve System ব্যবহার করে অর্থাৎ আমানতের ১০% রেখে বাকি ৯০% ঋণ হিসেবে বাজারে ছেড়ে দেয়। ফলে—

১৪৩. সূরা বাকারা ২৭৫

১৪৪. সূরা বাকারা ২৭৫

১৪৫. সূরা বাকারা ২:২৭৯

১৪৬. সহিহ মুসলিম, হাদিস ১৫৯৮

১. ঋণের পরিমাণ বাড়ে
২. অর্থের যোগান বাড়ে
৩. মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে
৪. সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়

৪ ঝুঁকি স্থানান্তর (Risk Transfer):

১. সুদভিত্তিক ব্যাংক
 ২. ব্যবসার লাভ চায় না
 ৩. বরং সুদ নামক 'নির্দিষ্ট রিটার্ন' দাবি করে
- ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সুদ দাবি করে সব ঝুঁকি ঋণগ্রহীতার ওপর চাপায়

৫. সুদভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষতিকর দিক

১. অর্থনৈতিক ক্ষতি
 ২. ম্পদ কেন্দ্রীকরণ
- সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় ধনীরা সবসময় আরও ধনী হয়। কারণ ধনী সুদ খায় গরিব সুদ দেয়

২. মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি:

সুদভিত্তিক ব্যাংক ঋণ তৈরি করে অর্থের সরবরাহ বাড়ায়, ফলে

১. পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি
২. জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি
৩. স্থায়ী মুদ্রাস্ফীতি

দেউলিয়া ও ঋণ-ফাঁদ:

১. সুদ ব্যবসাকে ধ্বংস করে—
২. ক্ষতি হলেও সুদ দিতে হয়
৩. ব্যবসায়ীরা ঋণের ফাঁদে পড়ে
৪. অনেক সময় সম্পত্তি হারাতে হয়

ভারত, বাংলাদেশে কৃষক আত্মহত্যার অন্যতম কারণ সুদের ঋণ।

সামাজিক ক্ষতি:

১. দরিদ্রের শোষণ: সুদ দরিদ্রের ওপর আর্থিক দাসত্ব চাপায়। রাসুল সা: বলেন—

“দরিদ্রের ওপর সুদ চাপানো মহা জুলুম।” (১৪৭)

— (মুসনাদ আহমাদ)

পরিবারে অশান্তি

সুদজনিত ঋণের কারণে

১. পরিবারে চাপ

২. সম্পর্ক ভাঙন

৩. মানসিক অস্থিরতা

ন্যায়বিচারের অভাব

একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তখনই ন্যায়সঙ্গত হয় যখন

১. লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি হয়

২. ঝুঁকি ভাগাভাগি হয়

কিন্তু সুদব্যবস্থা এর পুরো বিপরীত।

আধ্যাত্মিক ক্ষতি

(১) আল্লাহ ও রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

২. সুদকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আধ্যাত্মিক ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দোয়া কবুল না হওয়া

হালাল-হারাম মিশ্রিত সম্পদ দোয়া কবুলে বাধা সৃষ্টি করে। রাসুল সা: বলেন

“হারাম খাদ্য গ্রহণের কারণে তার দোয়া কবুল হয় না।”

সহিহ মুসলিম

সুদের সম্পদ সবচেয়ে বড় হারাম সম্পদ।

সুদভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার বাস্তব উদাহরণ

১: গ্রামীণ কৃষক :৫০,০০০ টাকা ঋণ, সুদের চাপ, ফসল নষ্ট হলে ঋণ শোধ করতে না পেরে জমি বিক্রি
চক্রবৃদ্ধি সুদের ফাঁদে পড়ে সর্বস্বান্ত

উদাহরণ ২: ক্ষুদ্র ব্যবসা

- ১.ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত
- ২.কিন্তু ব্যাংক সুদ দাবি অব্যাহত
- ৩.ব্যবসা বন্ধ
- ৪.পরিবার দেউলিয়া

৩: গার্মেন্টস বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান

- ১বড় ঋণ নেওয়া
- ২.সুদের হার ১২-১৫%
- বাজার মন্দা হলে ব্যবসা টিকে থাকা অসম্ভব

সুদভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক ব্যবস্থা

- ১.গরিবকে শোষণ করে,
- ২.সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে,
- ৩.মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করে,

৫.মানবিক ন্যায়বিচার ধ্বংস করে এবং সবচেয়ে বড় কথা, কুরআন ও হাদিসে এর বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

ইসলামিক ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স মডেল (Islamic Banking & Finance Model):

ইসলামিক ব্যাংকিং হলো এমন একটি আর্থিক ব্যবস্থা যা রিবা (সুদ), গারার (অনিশ্চয়তা) এবং হারাম লেনদেন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, এবং লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি, ঝুঁকি ভাগাভাগি, ন্যায্যবিচার, স্বচ্ছতা ও মানবিকতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আধুনিক বিশ্বে ইসলামিক ব্যাংকিং একটি দ্রুত প্রসারমান আর্থিক খাত। বর্তমানে (২০২৪ অনুযায়ী) ৮০ টিরও বেশি দেশে ৬০০+ ইসলামিক ব্যাংক সক্রিয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের মৌলিক নীতি (Core Principles)

ইসলামিক ব্যাংকিং সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক। এর প্রধান নীতিগুলো হলো—

১. রিবা (সুদ) নিষিদ্ধ

ইসলামিক ব্যাংকিংয়ে কোনো ঋণের উপর নির্দিষ্ট সুদ নেওয়া বা দেওয়া নেই।

২. ঝুঁকি ভাগাভাগি (Risk Sharing)

লাভ ক্ষতি উভয়ই গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে ভাগ হয়। যা শরীয়তের বড় একটি নীতি: “লাভের অধিকার ঝুঁকির বিনিময়ে।”

৩. সম্পদ-ভিত্তিক লেনদেন (Asset-Backed Transactions)

ইসলামিক ফাইন্যান্সে প্রতিটি চুক্তি বাস্তব সম্পদ (Real Asset) ভিত্তিক হতে হয়।

উদাহরণ: বাড়ি, গাড়ি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, প্রকল্প।

৪. হারাম ব্যবসা নিষিদ্ধ:

অ্যালকোহল, জুয়া, সুদভিত্তিক ব্যবসা, পর্নোগ্রাফি, অস্ত্র, তামাক ইত্যাদি খাতে অর্থায়ন নিষিদ্ধ।

৫. স্বচ্ছতা ও নৈতিকতা (Transparency & Ethics)

১. প্রত্যাহার নেই

২. গোপন শর্ত নেই

৩. অস্পষ্টতা নেই (No Gharar)

৪. লিখিত চুক্তি বাধ্যতামূলক

. ইসলামিক ফাইন্যান্স মডেলের প্রধান চুক্তিসমূহ

ইসলামী ব্যাংকিং বিভিন্ন ধরনের চুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

১. মুদারাবাহ (Mudarabah):

১. (ব্যবস্থাপনা দক্ষতা + পুঁজি)

২. পুঁজি প্রদানকারী: ব্যাংক

৩. ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব: গ্রাহক/উদ্যোক্তা

৪. লাভ: পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে ভাগ হয়

৫. ক্ষতি: ব্যাংকের মূলধন থেকে যাবে (অন্যায় হলে বাদে)

৬. ব্যবহার: আমানত গ্রহণ, প্রকল্প অর্থায়ন।

২. মুরাবাহা (Murabaha)

১. (খরচ + নির্দিষ্ট লাভ)

২. ব্যাংক গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য কিনে নিজ মালিক হওয়ার পর নির্দিষ্ট মুনাফায় বিক্রি করে।

৩. ব্যবহার: গাড়ি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, ভোক্তা পণ্য।

এটি ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সর্বাধিক ব্যবহৃত মডেল।

৩. মুশারাকা (Musharakah)

১. (যৌথ ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব)

২. উভয় পক্ষ পুঁজি দেয়

৩. উভয় পক্ষ লাভ-ক্ষতি ভাগ করে সিদ্ধান্ত যৌথভাবে নেওয়া হয়

ব্যবহার: বড় শিল্প, SME, রিয়েল এস্টেট, যৌথ ব্যবসা।

৪. ইজারা (Ijarah)

১. (লিজ/ভাড়া ভিত্তিক চুক্তি)

২. ব্যাংক সম্পদ কিনে

৩. গ্রাহককে ভাড়া দেয়

৪. ভাড়ার মেয়াদ শেষে সম্পদ হস্তান্তর হতে পারে (Ijarah Muntahia Bit Tamlik)

ব্যবহার: গাড়ি লিজ, যন্ত্রপাতি লিজ, অফিস সরঞ্জাম।

৫. সালাম (Salam)

১. (অগ্রিম মূল্য পরিশোধে কৃষি/শিল্প পণ্য ক্রয়)

২. ব্যাংক আগে টাকা দেয়, পরে কৃষক/শ্রমিক পণ্য সরবরাহ করে।

৩. ব্যবহার: কৃষি খাত, উৎপাদন শিল্প।

৬. ইস্তিসনা (Istisna)

১. (উৎপাদন/নির্মাণ চুক্তি)

২. ব্যাংক বা গ্রাহক অর্ডার দেয়

৩. উৎপাদন শেষে সরবরাহ করা হয়

৪. কিস্তিতে অর্থ প্রদান সম্ভব

ব্যবহার: কারখানা নির্মাণ, জাহাজ, প্ল্যান্ট, মেশিনারি।

৭. কার্জে হাসান (Qard Hasan)

১. সুদহীন মানবিক ঋণ)

২. এটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা

৩. ব্যাংক কোনো লাভ চায় না

৪. শুধুমাত্র মূলধন ফেরত নেয়

৫. ব্যবহার: দরিদ্র-মেধাবী ছাত্র, চিকিৎসা, জরুরি সহায়তা।

ইসলামিক ব্যাংকিং কাঠামো (Institutional Structure)

ইসলামিক ব্যাংকে তিন স্তরে শরীয়াহ মান নিশ্চিত করা হয়—

১. শরীয়া সুপারভাইজরি বোর্ড (SSB)

২. ইসলামি স্কলারদের সমন্বয়ে গঠিত

- ৩. ব্যাংকের নীতি, পণ্য ও চুক্তি যাচাই করে
- ৪. সুদ বা হারাম লেনদেন যাতে না থাকে তা নিশ্চিত করে

শরীয়াহ অডিট বিভাগ: বাস্তবিক লেনদেন শরীয়াহ অনুযায়ী হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করে নিয়মিত রিপোর্ট প্রকাশ করে

শরীয়াহ কমপ্লায়েন্স সিস্টেম: প্রতিটি লেনদেন নথিভুক্ত, স্বচ্ছতা নিশ্চিত, আমানতকারীদের অধিকার সংরক্ষণ

ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের সুবিধা:

- ১. অর্থনৈতিক সুবিধা
- ২. ঝুঁকি ভাগাভাগি
- ৩. ব্যাংক ও ঝুঁকি ভাগ করে, ফলে:
- ৪. ব্যবসা টিকে থাকে
- ৫. দেউলিয়া কম

সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

১. অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ: বৈশ্বিক অর্থনীতি সুদভিত্তিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন কঠিন।

আন্তর্জাতিক বন্ড, ডেরিভেটিভ ও সুদভিত্তিক সিকিউরিটিজ বাজার ইসলামী ফাইন্যান্সের জন্য বড় প্রতিবন্ধক। হালাল বিনিয়োগের উপযুক্ত সেক্টর সীমিত।:সমাধান

- ১. রাষ্ট্রীয় নীতি সহায়তা দিয়ে সুদমুক্ত আর্থিক পণ্যের ব্যবহার বাড়ানো।
- ২. সুকুক (Islamic Bonds) ও মুদারাবা-মুশারাকা ভিত্তিক বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম তৈরি।
- ৩. গ্লোবাল ইসলামী অর্থনৈতিক সহযোগিতা শক্তিশালী করা।

২. **ব্যাংকিং সেক্টরের চ্যালেঞ্জ:** অনেক ইসলামিক ব্যাংক ‘শরিয়াহ কমপ্লায়েন্স’-এর ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখায়। Conventional ব্যাংকের প্রতিযোগিতামূলক চাপ। গ্রাহকদের ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি সম্পর্কে অপরিপূর্ণ জ্ঞান।

সমাধান:

১. স্বতন্ত্র শরিয়াহ সুপারভাইজরি বোর্ড শক্তিশালী করা।
২. সম্পূর্ণ সম্পদভিত্তিক (asset-backed) বিনিয়োগ নিশ্চিত করা।
৩. জনসচেতনতা, প্রশিক্ষণ ও শারীরিকভাবে সুদমুক্ত পণ্যের প্রচার বৃদ্ধি।

৩. **আইনগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক চ্যালেঞ্জ:**

১. অনেক দেশে ইসলামিক ব্যাংকিং-এর জন্য আলাদা আইন নেই।
২. নিয়ন্ত্রক সংস্থার পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ নেই।
৩. আন্তর্জাতিক হিসাবনীতি (IFRS) অনেক সময় শরিয়াহ পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

সমাধান:

১. ইসলামিক ফাইন্যান্সের জন্য পৃথক আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন।
২. নিয়ন্ত্রক সংস্থায় শরিয়াহ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ।
৩. AAOIFI ও IFSB মানদণ্ড অনুসরণ।

৪. **প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ:** ডিজিটাল ব্যাংকিং, ফিনটেক, ব্লকচেইন-এর সাথে শরিয়াহ সম্মত মডেল সমন্বয় জটিল।

১. প্রতারণা ও তথ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি।

সমাধান:

১. শরিয়াহ-বান্ধব ফিনটেক উদ্ভাবন (Islamic FinTech)।
২. নিরাপদ ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে মুরাবাহা-মুশারাকা সিস্টেম ডিজিটালাইজ করা।

৩.কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে শরিয়াহ্-চেকিং অটোমেশন।

৫. সামাজিক ও নৈতিক চ্যালেঞ্জ: কিছু ব্যবসায়ী শরিয়াহ্-সম্মত চুক্তিকে ‘দেখানোর জন্য’ ব্যবহার করে। মুনাফার নামে প্রতারণা, ঘুষ ও অনৈতিক আচরণ বৃদ্ধি।

সমাধান

১.সমাজে নৈতিক ব্যবসার চেতনাবৃদ্ধি।

২.শরিয়াহ্-কমপ্লায়েন্স অডিট বাধ্যতামূলক করা।

৩.স্বচ্ছতা (Transparency) ও জবাবদিহিতার (Accountability) সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

৬. শিক্ষা ও গবেষণা চ্যালেঞ্জ: ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও দক্ষ জনবল এখনও অপর্যাপ্ত।

গবেষণায় বিনিয়োগ কম।

সমাধান:

১.বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী অর্থনীতি বিভাগ খোলা।

২.নিয়মিত গবেষণা তহবিল ও আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতা।

৩.ব্যাংকারদের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা।

আজকের বিশ্বে সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সুদনির্ভর বৈশ্বিক কাঠামো, শরিয়াহ্-সম্মত প্রয়োগের জটিলতা, আইনগত সীমাবদ্ধতা এবং জনসচেতনতার অভাব।

এদের সমাধান হলো দৃঢ় শরিয়াহ্ বোর্ড, আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার, সুকুক/মুশারাকা/মুদারাবা ভিত্তিক বিনিয়োগ, শক্তিশালী আইনগত কাঠামো, এবং নৈতিক ব্যবসা সংস্কৃতি।

ইসলামী শিক্ষার আলোকে বিকল্প পথ:

দুনিয়ার প্রচলিত অনেক ব্যবস্থাই—যেমন অর্থনীতি, ব্যাংকিং, বাণিজ্য, শিক্ষা, সমাজনীতি—সুদ, শোষণ, ভোগবাদ ও নৈতিকহীনতার ওপর দাঁড়ানো। ইসলাম এসবের বিপরীতে একটি পূর্ণাঙ্গ, মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক বিকল্প দেয়। ইসলামী শিক্ষার আলোকে মানুষের জন্য যে বিকল্প পথ উপস্থাপিত হয়, তা ব্যক্তিগত জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় নীতি পর্যন্ত বিস্তৃত নীচে মূল দিকগুলো তুলে ধরা হলো

১. বিকল্প অর্থনৈতিক পথ (Islamic Economic Alternative):

(ক) সুদমুক্ত অর্থনীতি

ইসলাম সুদ নিষিদ্ধ করেছে এবং এর বদলে প্রদান করেছে—

- ১.মুদারাবা (লাভভাগ ভিত্তিক বিনিয়োগ)
- ২.মুশারাকা (অংশীদারিত্ব)
- ৩.মুরাবাহা (প্রকৃত পণ্য বিক্রয়ভিত্তিক ফাইন্যান্স)
- ৪.ইজারা (হালাল লিজিং মডেল)
- ৫.সালাম ও ইস্তিসনা (বাণিজ্য ভিত্তিক কৃষি/শিল্প ফাইন্যান্স)

(খ) দান-সদকা ভিত্তিক সমাজ সুরক্ষা ব্যবস্থা:

ইসলাম দারিদ্র্য মোকাবেলায় শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা দিয়েছে—

- ১.যাকাত
- ২.ওয়াক্ফ
- ৩.সদকা/ফিতরা/ফিদইয়া
- ৪.স্বেচ্ছামূলক দান। এগুলো সমাজের সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে।

২. বিকল্প সামাজিক পথ (Islamic Social Alternative)

(ক) মানবিকতা, ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্ব:

ইসলাম সমাজগঠনের জন্য নৈতিকতা-ভিত্তিক চারটি শক্ত ভিত্তি দেয়—

1. ন্যায়বিচার (আদল)
2. পরস্পর সহযোগিতা (তা'আওন)
3. ভ্রাতৃত্ব (উখুওয়া)
4. সমতা ও মানবিক মর্যাদা

(খ) পরিবারভিত্তিক শক্তিশালী সমাজ

ইসলাম পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে—

- ১.বিবাহকে ইবাদত ঘোষণা
- ২.বাবা-মায়ের প্রতি সম্মান
- ৩.উত্তরাধিকার আইন
- ৪নারী-পুরুষ উভয়ের অধিকার রক্ষা

৩. বিকল্প ব্যবসা-বাণিজ্য পথ (Islamic Business Alternative):

ইসলাম সততা, বিশ্বস্ততা ও দায়িত্বশীলতার ভিত্তিতে বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

১ইসলামি বাণিজ্যের মূলনীতি:

- ২.কোনো প্রকার প্রতারণা নয় (সহিহ মুসলিম)
- ৩.দাম বাড়ানোর জন্য পণ্য মজুদ নয় (ইবন মাজাহ)
- ৪তওল-পরিমাপে কারচুপি নিষিদ্ধ (সুরা মুতাফিফিন: 1-3)

অর্থাৎ, ব্যবসা ইসলাম দৃষ্টিতে ইবাদত।

-

৪. বিকল্প নৈতিক পথ (Islamic Moral Alternative)

ইসলাম মানুষের জীবনকে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ওপর দাঁড় করায়।

- ১.সত্যবাদিতা
- ২.আমানতদারি

৩.শুদ্ধ আচরণ

৪.অন্যের ক্ষতি না করা

৫.দায়িত্ব পালন

৫. বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা (Islamic Educational Alternative)

ইসলাম এমন শিক্ষা চায় যা—

১.চরিত্র গঠন করে

২.আদর্শ মানুষ তৈরি করে

৩.উপকারী জ্ঞান প্রদান করে

৪.দুনিয়া ও আখিরাত দুই দিকেই সফলতা দেয়

৬.ইসলামী শিক্ষার তিন ভিত্তি:

১. আকীদাহ্ – সঠিক বিশ্বাস

২. ইবাদাহ্ ও আখলাক – উপাসনা ও চরিত্র

৩. মুয়ামালাত – মানুষের সাথে লেনদেন ও সমাজনীতি

ইসলাম মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে—

১.হৃদয়ের শান্তি

২.তাওয়াক্কুল

৩.আত্মশুদ্ধি

৪.ধৈর্য

৭. বিকল্প রাষ্ট্রনীতি (Islamic Governance Alternative)

ইসলাম ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের রূপরেখা দিয়েছে—

১. লন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
২. দুর্নীতি প্রতিরোধ
৩. জনগণের সেবা
৪. শূরা/পরামর্শ ভিত্তিক শাসন
৫. করুণাময় প্রশাসন

সুদমুক্ত অর্থনীতি গঠনের নির্দেশনা:

১. সুদের সম্পূর্ণ বাতিলকরণ:

সুদ (রিবা) যেকোনো অর্থনৈতিক লেনদেনে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা। ব্যাংক ঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ ও সরকারি ঋণ সব ক্ষেত্রেই সুদ না নেওয়া বা দেওয়ার ব্যবস্থা। বিকল্প: লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি, মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা প্রণালী ব্যবহার।

সূত্র: কুরআন, সূরা বাকারা ২:২৭৫-২৭, সহিহ মুসলিম, হাদিস ১৫৯৮

২. লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি ব্যবস্থা:

ব্যবসা বা বিনিয়োগে ঝুঁকি ও লাভ উভয় পক্ষ ভাগ করে নেবে। ব্যাংক ও বিনিয়োগকারী উভয়ই ব্যবসার সাফল্য ও ক্ষতির জন্য দায়বদ্ধ। উদাহরণ: মুদারাবা ও মুশারাকা চুক্তি।

সূত্র: ফিকহী গ্রন্থ, আল-জাবিরি, মুদারাবাহ অধ্যায়।

৩. সম্পদভিত্তিক অর্থনীতি:

প্রতিটি আর্থিক লেনদেন বাস্তব সম্পদে ভিত্তি করতে হবে। কাল্পনিক বা ধারাবাহিক ঋণ-সৃষ্টি (Fractional Reserve) দ্বারা অর্থ সৃষ্টির নীতি নিষিদ্ধ। উদাহরণ: মুরাবাহা, ইজারা, সালাম, ইস্তিসনা চুক্তি।

সূত্র: AAOIFI Standards on Asset-Backed Transactions

৪. সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত ও শ্রমজীবীদের জন্য স্বয়ংক্রিয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। জাকাত, ওয়াক্ফ, ফিতরা ও কল্যাণমূলক মানবিক ঋণের ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে সমাজে ন্যায্যবিচার প্রতিষ্ঠা।

সূত্র: সুরা হাশর ৫৯:৭; সহিহ বুখারি

৫. নৈতিক ও স্বচ্ছ ব্যাংকিং:

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানদের জন্য শরীয়াহ সুপারভাইজরি বোর্ড বাধ্যতামূলক। প্রতিটি লেনদেন স্বচ্ছ এবং গোপন শর্তমুক্ত। ঘরার (Gharar) এবং প্রতারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

সূত্র: IFSB Guidelines on Shariah Governance

৬. হালাল বিনিয়োগের প্রচার:

শিল্প, কৃষি, প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে হালাল বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি। হারাম সেক্টর (অ্যালকোহল, জুয়া, তামাক, সুদভিত্তিক বিনিয়োগ) সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত। সরকারী নীতি ও কর প্রণোদনা দিয়ে হালাল বিনিয়োগ উৎসাহিত।

সূত্র: Islamic Finance Handbook, AAOIFI

৭. শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি:

জনগণকে সুদবিহীন অর্থনীতি, শরীয়াহ্-বান্ধব ফাইন্যান্স ও নৈতিক ব্যবসা সম্পর্কে সচেতন করা। স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যাংক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার।

সূত্র: IFSB, AAOIFI Research Papers

৮. প্রযুক্তি ও ডিজিটাল উদ্ভাবন:

সুদমুক্ত ফিনটেক (Islamic FinTech) ব্যবহার করে লেনদেন দ্রুত ও নিরাপদ করা। ব্লকচেইন, ডিজিটাল মুদারাবা-মুশারাকা প্ল্যাটফর্ম প্রয়োগ। ঝুঁকি ও প্রতারণা কমাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার।

সূত্র: Global Islamic FinTech Report, 2023

৯. রাষ্ট্রীয় ও আইনগত সমর্থন:

সুদমুক্ত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগের জন্য পৃথক আইন ও নীতি। নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে শরীয়াহ্ বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরিচালিত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (AAOIFI, IFRS-IFRS for Islamic Finance) অনুসরণ।

সূত্র: IFSB, Central Bank Guidelines

সুদমুক্ত অর্থনীতি গঠনের মূল মূলনীতি হলো—

1. সুদ বাতিল করা,
2. লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি,
3. সম্পদভিত্তিক লেনদেন,
4. সামাজিক নিরাপত্তা,
5. নৈতিক ও স্বচ্ছ ব্যাংকিং,
6. হালাল বিনিয়োগ,
7. শিক্ষা ও সচেতনতা,
8. প্রযুক্তি ব্যবহার,
9. আইন

ব্যবসায়িক নৈতিকতা ও শরিয়াহ সম্মত লেনদেন:

ইসলামে ব্যবসা শুধু লাভের মাধ্যম নয়, বরং ইবাদত, নৈতিকতা এবং সামাজিক কল্যাণের অংশ। ব্যবসা পরিচালনার সময় কেবল আর্থিক লাভ নয়, সত্যনিষ্ঠা, সততা, দায়িত্ববোধ এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা আবশ্যিক।

শরিয়াহ-বান্ধব লেনদেন অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে ন্যায়নিষ্ঠ, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং আধ্যাত্মিকভাবে বরকতময় করে তোলে।

ব্যবসায়িক নৈতিকতার মূলনীতি:

১ সততা ও স্বচ্ছতা (Honesty & Transparency)

১. প্রত্যক্ষতা, মিথ্যা, ও গোপন শর্ত নিষিদ্ধ।

২. পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ ও দাম সঠিকভাবে জানানো বাধ্যতামূলক।

২. ন্যায়বিচার ও দায়িত্ব (Justice & Responsibility):

ব্যবসায়ীদের অবশ্যই গ্রাহক, অংশীদার এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে। যেকোনো ধরনের শোষণ ও একপক্ষীয় লেনদেন হারাম।

৩. মানবিকতা ও সহমর্মিতা (Humanity & Compassion):

দরিদ্র, শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। দরিদ্রের ওপর অতিরিক্ত চাপ বা দামের উর্ধ্বগতি হারাম।

৪. আমানতদারি (Trustworthiness):

ব্যবসায়িক সম্পদ ও গ্রাহকের টাকা ঠিকভাবে ব্যবহার করা। যেকোনো লেনদেনে চুক্তিভঙ্গ বা অনৈতিক ব্যবহার অনৈসলামী।

শরিয়াহ সম্মত লেনদেনের নীতিমালা:

১.রিবা (সুদ) নিষিদ্ধ:

ঋণ বা বিক্রয়ে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হারাম। সুদমুক্ত চুক্তি যেমন মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, ইজারা, সালাম ও ইস্তিসনা।

২.সম্পদভিত্তিক লেনদেন (Asset-Backed Transactions):

প্রতিটি আর্থিক চুক্তি বাস্তব সম্পদ বা পরিষেবার ভিত্তিতে। কাল্পনিক অর্থ বা কাগজের ওপর ভিত্তি করে লেনদেন হারাম।

৩.ঝুঁকি ভাগাভাগি (Risk Sharing):

(ব্যবসার লাভ-ক্ষতি উভয় পক্ষ ভাগাভাগি করে। এতে পণ্যের পরিমাণ, গুণগত মান বা চুক্তির শর্তে অজ্ঞাত বা অস্পষ্টতা থাকা যাবে না। এ কারণে ইসলামী চুক্তিতে লিখিত চুক্তি ও স্বচ্ছতা বাধ্যতামূলক।

সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব

১. সামাজিক কল্যাণ:

১. দরিদ্র ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সুরক্ষা
২. সম্পদের সুষম বণ্টন

২. নৈতিক সমাজ:

১. প্রতারণা, লোভ ও শোষণ কমানো
২. অহিনৈতিক ব্যবসায়িক সংস্কৃতি উন্নয়ন

3. আধ্যাত্মিক বরকত:

১.হালাল আয় নিশ্চিত

২.আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দোয়া গ্রহণযোগ্য

বাস্তব উদাহরণ:

বাংলাদেশে মুরাবাহা ভিত্তিক গাড়ি ক্রয়: ব্যাংক গাড়ি কিনে গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট লাভে বিক্রি করে, কিস্তিতে পরিশোধ। মুশারাকা বিনিয়োগে SME সমর্থন: ব্যাংক ও উদ্যোক্তা যৌথভাবে পুঁজি দেয় এবং লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি করে।

কার্জে হাসান (Qard Hasan): দরিদ্র ছাত্র বা রোগীর জন্য সুদমুক্ত ঋণ।

উপসংহার (Conclusion):

সুদমুক্ত অর্থনীতি, ব্যবসায়িক নৈতিকতা এবং শরিয়াহ সম্মত লেনদেনের আলোকে দেখা যায় যে, ইসলাম একটি সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা প্রদান করে। এটি কেবল আর্থিক কল্যাণই নয়, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবিক সহমর্মিতা, আধ্যাত্মিক শান্তি এবং সমাজে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

1. সুদবিহীন অর্থনীতি:

সুদ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি, সম্পদভিত্তিক বিনিয়োগ, মুদারাবা ও মুশারাকা দ্বারা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত।

2. ব্যবসায়িক নৈতিকতা:

সততা, স্বচ্ছতা, ন্যায়বিচার, আমানতদারি ও মানবিকতা ব্যবসার মূল ভিত্তি। প্রতারণা, লোভ, শোষণ ও গোপন শর্ত থেকে মুক্ত ব্যবসা সমাজে নৈতিকতা ও আস্থা বৃদ্ধি করে।

3. শরিয়াহ সম্মত লেনদেন:

সকল লেনদেন বাস্তব সম্পদ ভিত্তিক ও ঝুঁকি ভাগাভাগির। হালাল বিনিয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সমর্থন নিশ্চিত হয়।

4. সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ:

সম্পদের সুখম বণ্টন, দরিদ্রের সুরক্ষা, ন্যায্য বাণিজ্য, এবং আধ্যাত্মিক বরকত বৃদ্ধি।

5. সমসাময়িক প্রয়োগ:

ইসলামিক ব্যাংকিং, ফিনটেক, সুকুক, শরিয়াহ বোর্ড ও নীতি-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব। শিক্ষা, জনসচেতনতা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সুদমুক্ত ও নৈতিক অর্থনীতি বিস্তার করা যায়।

সর্বোপরি, ইসলামিক অর্থনীতি এবং ব্যবসায়িক নৈতিকতার মডেল আধুনিক বিশ্বে একটি স্থায়ী, ন্যায্যনিষ্ঠ ও বরকতময় বিকল্প পথ প্রমাণিত হয়েছে। এটি কেবল ব্যক্তির কল্যাণ নয়, পুরো সমাজ ও রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধির ভিত্তি গঠন করে।

সারসংক্ষেপ (Abstract/Summary):

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো সুদমুক্ত অর্থনীতি, ব্যবসায়িক নৈতিকতা ও শরিয়াহ সম্মত লেনদেনের গুরুত্ব ও প্রয়োগ নিয়ে বিশ্লেষণ করা। বর্তমান বিশ্বে সুদভিত্তিক অর্থনীতি, সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র্য, মুদ্রাস্ফীতি এবং নৈতিক পতনের মতো সমস্যা ব্যাপকভাবে দেখা যায়। ইসলামী শিক্ষার আলোকে সুদমুক্ত অর্থনীতি ও নৈতিক ব্যবসার মডেল এই সমস্যাগুলোর সমাধান হিসেবে প্রমাণিত।

গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে:

1. সুদমুক্ত অর্থনীতি

সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি, সম্পদভিত্তিক বিনিয়োগ, মুদারাবা ও মুশারাকা চুক্তি ব্যবহার করে স্থায়ী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনা সম্ভব।

2. ব্যবসায়িক নৈতিকতা

১. সততা, স্বচ্ছতা, ন্যায়বিচার ও আমানতদারি ব্যবসায়িক লেনদেনের মূল ভিত্তি।
২. নৈতিক ব্যবসা সমাজে আস্থা, মানবিকতা ও সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি করে।

3. শরিয়াহ সম্মত লেনদেন:

১. সম্পদভিত্তিক চুক্তি, ঝুঁকি ভাগাভাগি এবং হালাল বিনিয়োগ নিশ্চিত করে।
২. দরিদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সুরক্ষা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

4. সমসাময়িক প্রয়োগ ও চ্যালেঞ্জ:

১. ইসলামিক ব্যাংকিং, ফিনটেক, সুকুক এবং শরিয়াহ বোর্ডের মাধ্যমে আধুনিক অর্থনীতিতে বাস্তবায়ন সম্ভব।
২. জনসচেতনতা, প্রযুক্তি ও নীতিনির্ধারণী সমর্থন ছাড়া সুদমুক্ত অর্থনীতি পূর্ণ কার্যকর করা কঠিন।

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা (Lessons Learned from the Research):

এই গবেষণার মাধ্যমে সুদমুক্ত অর্থনীতি, ব্যবসায়িক নৈতিকতা এবং শরিয়াহ সম্মত লেনদেন নিয়ে যে শিক্ষা অর্জন করা যায়, তা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ:

১. অর্থনৈতিক শিক্ষা:

১. সুদমুক্ত অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।
২. লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি এবং সম্পদভিত্তিক বিনিয়োগ ব্যবস্থা শুধু ব্যক্তির নয়, সমাজের অর্থনীতি কল্যাণেও অবদান রাখে।
৩. সম্পদের সুষম বণ্টন ও দরিদ্র সুরক্ষা অর্থনীতিতে ন্যায্যতা বৃদ্ধি করে।

২. ব্যবসায়িক ও নৈতিক শিক্ষা

১. সততা, স্বচ্ছতা, ন্যায়বিচার এবং আমানতদারি ব্যবসার মূল ভিত্তি।
২. প্রতারণা, লোভ বা শোষণ থেকে মুক্ত ব্যবসা সমাজে আস্থা ও নৈতিকতা বৃদ্ধি করে।

৩. শরিয়াহ সম্মত চুক্তির মাধ্যমে উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে বিশ্বাস ও সহমর্মিতা তৈরি হয়।

৩. সামাজিক শিক্ষা:

১. সুদমুক্ত অর্থনীতি এবং নৈতিক ব্যবসা সমাজে ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি ও সমতা প্রচার করে।
২. দরিদ্র ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়ায় সামাজিক বৈষম্য হ্রাস পায়।
৩. ন্যায়বিচার ও বরকত সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রতিফলিত হয়।

৪. আধ্যাত্মিক শিক্ষা:

১. হালাল আয় ও সুদমুক্ত লেনদেন মানুষের হৃদয়কে শান্তি এবং আধ্যাত্মিক বরকত দেয়।
২. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং নৈতিক জীবনযাপনের জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকর।

-

৫. শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা

১. আধুনিক বিশ্বে ইসলামিক অর্থনীতি বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জিং হলেও শরিয়াহ-বান্ধব নীতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করলে সফলভাবে কার্যকর করা সম্ভব।
২. শিক্ষা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি, আইনগত ও নীতি-নিয়ন্ত্রণের সমর্থন, এবং ব্যাংক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে, সুদমুক্ত অর্থনীতি, ব্যবসায়িক নৈতিকতা এবং শরিয়াহ সম্মত লেনদেন কেবল ব্যক্তির আর্থিক কল্যাণ নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও আধ্যাত্মিক বরকত নিশ্চিত করতে সক্ষম।

মুসলিম সমাজের করণীয় (Responsibilities of the Muslim Society):

গবেষণার আলোকে সুদমুক্ত অর্থনীতি, ব্যবসায়িক নৈতিকতা এবং শরিয়াহ সম্মত লেনদেন বাস্তবায়নের জন্য মুসলিম সমাজের করণীয়গুলো নিম্নরূপ:

১. নৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি:

- ১.ব্যবসা ও ব্যক্তিগত জীবনে সততা, স্বচ্ছতা ও ন্যায্যবিচার নিশ্চিত করা।
- ২.প্রতারণা, লোভ ও শোষণ থেকে দূরে থাকা।
- ৩.মানুষকে নৈতিক ব্যবসার শিক্ষা ও উদাহরণ প্রদর্শন করা।

২. সুদমুক্ত অর্থনৈতিক চর্চা:

- ১.সুদমুক্ত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ গ্রহণ এবং প্রচার করা।
- ২.মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, ইজারা, সালাম ও ইস্তিসনা চুক্তি ব্যবহার।
- ৩.ব্যক্তিগত ঋণ ও লেনদেনে সুদ না নেওয়া বা প্রদানের ক্ষেত্রে সচেতন থাকা।

৩. হালাল আয় ও বিনিয়োগ উৎসাহিত করা:

- ১.হারাম সেক্টর যেমন জুয়া, মদ, তামাক ইত্যাদিতে বিনিয়োগ এড়ানো।
- ২.কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে হালাল বিনিয়োগ।
- ৩.দরিদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য সহজলভ্য বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা।

৪. সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব পালন:

- ১.দরিদ্র, অসহায় ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য সাহায্য ও সহায়তা নিশ্চিত করা।
- ২.জাকাত, ওয়াক্ফ, ফিতরা ও স্বেচ্ছাসেবী দান নিয়মিত প্রদান।
- ৩.সমাজে ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা এবং সমতার মূল্যবোধ প্রচার।

৫. শিক্ষা ও সচেতনতা:

- ১.ইসলামিক অর্থনীতি, শরিয়াহ সম্মত লেনদেন ও নৈতিক ব্যবসা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান।
- ২.স্কুল, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।
- ৩.ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, ওয়েবিনার ও সেমিনারের মাধ্যমে হালাল লেনদেন শেখানো।

৬. প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন ব্যবহার

- ১.ইসলামিক ফিনটেক (Islamic FinTech) ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে লেনদেন সহজ ও স্বচ্ছ করা।

২.ব্লকচেইন ও স্বয়ংক্রিয় শরিয়াহ যাচাই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতারণা ও ঝুঁকি হ্রাস করা।

৭. রাষ্ট্র ও নীতি সমর্থন:

১.সরকারের কাছে সুদমুক্ত ব্যাংকিং, বিনিয়োগ এবং নৈতিক ব্যবসার জন্য নীতি ও আইন প্রণয়ন দাবি করা।

২.ইসলামিক ব্যাংকিং ও ফিন্যান্সের মানদণ্ড (AAOIFI, IFSB) অনুসরণ নিশ্চিত করা।

৩.সমাজে ন্যায়পরায়ণ ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি প্রচার।

৮. আধ্যাত্মিক উন্নয়ন:

১.হালাল আয় ও নৈতিক ব্যবসা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সাহায্য করে।

২.ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ আচরণ নিশ্চিত করে।

৩.আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বরকত বৃদ্ধি পায়।

মুসলিম সমাজকে সুদমুক্ত অর্থনীতি ও শরিয়াহ সম্মত ব্যবসা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি নৈতিক, মানবিক ও বরকতময় সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

এতে ব্যক্তিগত কল্যাণ, সামাজিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক সমতা এবং আধ্যাত্মিক প্রশান্তি নিশ্চিত হয়।